দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৬৭ ॥ ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ৩০ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৩ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

শেখ হাসিনার যোগসাজসেই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : শেখ হাসিনার যোগসাজসেই বাংলাদেশের সীমান্তের ১৬০টি জায়গায় ভারত কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) সকালে এক দোয়া মাহফিলে দেওয়া বক্তব্যে এই অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা ২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভারতকে সুবিধা দিয়েছে। দুইটি স্বাধীন দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে যে কাজগুলো করা যায় সেটা না করে জোর করে ভারত কাঁটাতারের বেড়া লাগিয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে সোমবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশে মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার মোহাম্মদ শুহাদা ওসমান সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

শ্রমিকদের জন্য মালয়েশিয়ার মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদানের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস মালয়েশিয়ার প্রতি বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদান করার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে তারা প্রয়োজন অনুযায়ী সহজে দেশে ফিরতে পারেন। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার মোহাম্মদ সুহাদা ওসমান প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি ২-এর পাতায় দেখুন

পিএসসির ৬ সদস্যের নিয়োগ বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : বিতর্ক ওঠায় বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) ছয়জন সদস্যের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) তাদের নিয়োগ বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবুল হায়াত মো. রফিক এ তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে গত ২ জানুয়ারি তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। নিয়োগ বাতিল হওয়া সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন- অধ্যাপক ডা. সৈয়দা শাহিনা সোবহান, সাব্বির আহমেদ চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ এফ জগলুল আহমেদ, মো. মুনির হোসেন, অধ্যাপক ড. শাহনাজ সরকার ও ড. মো. মিজানুর রহমান। এরমধ্যে তিনজনের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক ওঠে। বলা হয়, তারা আওয়ামী লীগ সরকারের সুবিধাভোগী। তাই তাদের নিয়োগ বাতিলের দাবি তোলেন শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থীরা। আপত্তি জানান পিএসসির কর্মকর্তারাও। গতকাল রোববার বিতর্কিত তিন সদস্যের নিয়োগ বাতিলের জন্য কর্তৃপক্ষকে ২৪ ঘণ্টার সময়ও বেঁধে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। পিএসসির সদস্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়া ডা. শাহিনা সোবহানের বাবা ২-এর পাতায় দেখুন

ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব বই পাবে শিক্ষার্থীরা : শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষার্থীরা সব পাঠ্যবই হাতে পাবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) পরিকল্পনা কমিশনে শিক্ষা বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন 'এডুকেশন রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইরাব)' নেতাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি এসব কথা জানান। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, 'দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দিকে আমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। পাঠ্যবই নিয়ে কাজ করা কর্মকর্তারা বলেছিলেন সব বই নির্ধারিত সময়েই পাবে। কিন্তু শেষ দিকে দেখলাম, পাঠ্যবই হাতে পৌঁছে দিতে এখনও অনেক কাজ বাকি।' তিনি বলেন, 'প্রথম দিকে আমরা আর্ট পেপার পাচ্ছিলাম না। কাগজের সংকটও ছিল। পরে ছাত্র প্রতিনিধি, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও অন্যদের সহায়তায় আর্ট পেপারের সমস্যাটা সমাধান হয়।' ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'কিছু আর্ট পেপার ঘাটতি আছে। আর্ট পেপার নিয়ে বিদেশ থেকে জাহাজ রওনা হয়ে গেছে। আশা করছি জানুয়ারির শেষ দিকে জাহাজ এসে পৌঁছাবে।' শিক্ষা সংস্কারে ইরাবের সহযোগিতা কামনা করেন ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইরাবের সভাপতি আকতারুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুছা মল্লিক, দফতর সম্পাদক রুম্মান তূর্য, কার্যনির্বাহী সদস্য আবদুল হাই তুহিন প্রমুখ।

তদন্ত সাপেক্ষে টিউলিপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তদন্তের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির সিটি মিনিস্টার টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন দেশটির ক্যাবিনেট মন্ত্রী পিটার কাইল। রোববার (১২ জানুয়ারি) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, রোববার স্কাই নিউজের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন পিটার কাইল। সেখানে তিনি বলেন, স্বাধীন তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। এ সময় টিউলিপ তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সংসদীয় তদন্ত দাবি করে সঠিক কাজ করেছেন বলেও মন্তব্য করেন পিটার কাইল। তিনি বলেন, আমি মনে করি টিউলিপ ঠিকই করেছেন। তিনি নিজের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য আবেদন করেছেন। সেই তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। আপনারা জানেন, তদন্ত সাপেক্ষে কিয়ার স্টারমার অবশ্যই কর্তৃপক্ষের কথা শুনবেন। একই দিন প্রধানমন্ত্রী স্টারমার বলেন, টিউলিপ সিদ্দিক সম্পূর্ণভাবে সঠিক কাজ করেছেন এবং তার ওপর আমার আস্থা রয়েছে। এদিকে যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ নেতা কেমি বাডেনচ প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বলেছেন, তিনি তার ব্যক্তিগত বন্ধুকে দুর্নীতিবিরোধী মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন, যেখানে টিউলিপ নিজেই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। টিউলিপ সিদ্দিককে পদচ্যুত করার আহ্বান জানিয়ে কনজারভেটিভ নেতা কেমি বাডেনচ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, কিয়ার স্টারমারের টিউলিপ সিদ্দিককে পদচ্যুত করার এখনই সময়। একই সুরে টিউলিপের পদত্যাগের দাবি তুলেছেন শ্যাডো চ্যান্সেলর মেল স্ট্রাইডও। তিনি বলেছেন, টিউলিপ দুর্নীতিবিরোধী মন্ত্রী। তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। মেল স্ট্রাইড আরও বলেন, এই পরিস্থিতিতে তার পক্ষে এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা কঠিন। তাই তার পদত্যাগ করা উচিত এবং প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত। অন্যদিকে, নিজের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার (তার খালা) শাসনামলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে একাধিক ফ্ল্যাট নেওয়ার অভিযোগ ওঠার পর তা তদন্তের আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর ইন্ডিপেনডেন্ট অ্যাডভাইজার অন মিনিস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা) লাউরি ম্যাগনাসের কাছে গত সোমবার এক চিঠি লেখেন টিউলিপ ২-এর পাতায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রের অনুষ্ঠানে তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ নিয়ে যা বলল বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ তিন নেতাকে আমন্ত্রণ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছে বিএনপি। বিএনপি মিডিয়া সেলের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই অনুষ্ঠানটি মার্কিন সরকার আয়োজন করে না। ১৯৫৩ সাল থেকে জাতীয় প্রার্থনা প্রাতঃরাশ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।' 'যদি কোনো ব্যক্তি, মিডিয়া সূত্রে প্রকাশিত সংবাদের বিভ্রান্তির কারণ সৃষ্টি করে থাকে তবে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত'ড় বলা হয়েছে বিএনপি মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মওদুদ হোসেন আলমগীর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে। এতে আরও বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ওই অনুষ্ঠানের সহ-সভাপতি, কংগ্রেস সদস্য বেন ক্লাইন (রিপাবলিকান) এবং কংগ্রেস সদস্য থমাস আর সুজি (ডেমোক্রেট) বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আন্তরিকভাবে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীও আমন্ত্রণ পেয়েছেন। উল্লেখ্য, মার্কিন কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় প্রার্থনা প্রাতঃরাশ বা 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠিত হয়। ইভেন্টটি মূলত খ্রিস্টান ব্যক্তিত্ব, পাদ্রী, নির্বাচিত কর্মকর্তা এবং উদ্যোক্তাদের একটি সমাবেশ। ফেব্রুয়ারির প্রথম বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এবার আগামী ৫-৬ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

এবার বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করল ভারত

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি সীমান্তে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলবের একদিন পর এবার দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার নূরুল ইসলামকে পাল্টা তলব করেছে ভারত। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশি হাইকমিশনারকে তলব করেছে বলে কূটনৈতিক । রোববার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের ঘটনায় ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ সময় পররাষ্ট্রসচিব এম জসীম উদ্দিনের সঙ্গে তিনি সীমান্ত নিয়ে আলোচনা করেন। এর আগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছিলেন, সীমান্তের পাঁচটি জায়গায় ভারত কাঁটাতারের বেড়া ২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় জাপানের নতুন রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকায় জাপানের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন সাইদা শিনিচি। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রটোকল প্রধান খন্দকার মাসুদুল আলমের কাছে পরিচয়পত্রের অনুলিপি প্রদান করেছেন। প্রটোকল প্রধানের দপ্তরে পরিচয়পত্রের অনুলিপি পেশ করেন রাষ্ট্রদূত মনোনীত সাইদা শিনিচি। গতকাল সোমবার ঢাকায় জাপানের দূতাবাস এ তথ্য জানায়। দূতাবাস জানায়, গত রোববার জাপানের নতুন রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রটোকল প্রধান খন্দকার মাসুদুল আলমের কাছে পরিচয়পত্রের অনুলিপি পেশ করেন। জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদারে মনোনীত রাষ্ট্রদূত তার দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর আগে ঢাকায় জাপানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইওয়ামা কিমিনোরি।

অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে না : হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের জনগণ অন্তর্বর্তী সরকারকে বৈধ বলে মেনে নিয়েছে, কাজেই এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে না বলে জানিয়েছেন হাইকোর্ট। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের মতামত নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট সরাসরি (সামারিলি রিজেক্ট) খারিজ করে আদেশ দেন আদালত। এ-সংক্রান্ত বিষয়ে দায়ের করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে সোমবার (১৩ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মো. মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ পর্যবেক্ষণসহ এই আদেশ দেন। আদালতে আজ রিটের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট মহসীন রশিদ। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার অনিক আর হক। তার সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আক্তার হোসেন মো. আব্দুল ওয়াহহাব ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সৈয়দা সাজিয়া শারমিন, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল রাশেদুল হক, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল আমীন শিকদার ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সাব্বির হোসাইন। পর্যবেক্ষণে আদালত বলেন, বাংলাদেশের জনগণ অন্তর্বর্তী সরকারকে বৈধ বলে মেনে নিয়েছে, কাজেই এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে না। এছাড়া আন্তর্জাতিক মহলও অন্তর্বর্তী সরকারকে মেনে নিয়েছে, সুতরাং এ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। তবে রিটকারী আইনজীবী মহসীন রশিদ এ আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাবেন বলে জানিয়েছেন। এর আগে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের মতামত নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ নেওয়া চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এএসএম মনিরুল আলম। গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। এরপর ৮ আগস্ট নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আগে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামত চাওয়া হয়। ওই মতামত প্রকাশ ও বিভিন্ন সাংবিধানি প্রশ্ন তোলে রিটটি করেন আইনজীবীরা। গত ৮ আগস্ট নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আগে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামত চাওয়া হয়। সেদিন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানসহ আপিল বিভাগের ৭ জন বিচারপতি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পক্ষে মতামত দিয়ে স্পেশাল রেফারেন্স দেন। সুপ্রিম কোর্টের মতামত ও বৈধতা পাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তী সরকারকে শপথ পাঠ করান। স্পেশাল রেফারেন্সে আপিল ২-এর পাতায় দেখুন

কারাবন্দিদের হাতে তৈরি তিন শতাধিক পণ্য বিক্রি হচ্ছে বাণিজ্য মেলায়

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিক্রি হচ্ছে কারাগারের বন্দিদের হাতে তৈরি তিন শতাধিক পণ্য। এসব পণ্য বিক্রির জন্য কারা অধিদফতরের অধীনে 'বাংলাদেশ জেল কারা পণ্য' নামে একটি প্যাভিলিয়ন সাজানো হয়েছে। বাঁশ, বেত, কাঠ ও পাট দিয়ে তৈরি এস পণ্যে সেজেছে পুরো প্যাভিলিয়ন। এসব পণ্য দেখতে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা গেছে। এর মধ্যে জামদানি ও নকশিকাঁথায় বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন ক্রেতারা। প্যাভিলিয়ন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এসব পণ্য বিক্রির ৫০ শতাংশ টাকা বন্দিদের দেওয়া হবে। এসব টাকা তারা নিজের ও পরিবার এবং স্বজনদের জন্য খরচ করতে পারবেন। সরেজমিনে দেখা গেছে, বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি মোড়া, প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি কুলা, কাঠ দিয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে জনপ্রিয় একটি ফুল সূর্যমুখী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে ফুটেছে সূর্যমুখী ফুল। অনেকেই রক্তজবা আর সূর্যমুখী ফুল দেখতে আসেন। ছবিটি সোমবার তোলা।

ওমরাহ করতেও লাগবে মেনিনজাইটিস টিকা

স্টাফ রিপোর্টার : যারা পবিত্র হজ পালন করতে যান তাদের বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকা (মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা) নিতে হয়। এবার যারা ওমরাহ বা ভিজিট ভিসায় সৌদি আরব যাবেন, তাদের জন্যও এই টিকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এটি কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। তবে বাংলাদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয় সৌদি সরকারের নতুন এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানলেও অফিসিয়াল কোনো চিঠি পায়নি। জানতে চাইলে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ অনুবিভাগের যুগ্ম সচিব মো. মঞ্জুরুল হক বলেন, বিষয়টি আমরা মৌখিকভাবে শুনেছি। সৌদি সরকার ও দূতাবাস থেকে অফিসিয়ালভাবে কোনো কিছু জানায়নি। তিনি জানান, যারা হজ করতে যান তাদের বাধ্যতামূলক মেনিনজাইটিস টিকা নিতে হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই টিকা ২-এর পাতায় দেখুন

সেতুর ওপর ট্রাক বিকল, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজট

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি সেতুতে একটি ট্রাক বিকল হওয়ার মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া অংশের ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ঢাকা থেকে কুমিল্লামুখী সড়কে ধীরগতিতে গাড়ি চলায় দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। পরে বেলা ১১টার দিকে বিকল গাড়িটি মহাসড়ক থেকে সড়িয়ে নিলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার সকাল ৮টার দিকে দাউদকান্দি সেতুর ওপরে একটি ট্রাক বিকল হওয়াতে যানজটের সৃষ্টি হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা মহাসড়কের গজারিয়া অংশের ১৩ কিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরে গাড়িটি সড়ক থেকে সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। কুমিল্লাগামী তৃষা পরিবহনের যাত্রী আহসান হাবিব বলেন, 'ঢাকা থেকে রওনা হয়েছি সকাল ৮টার দিকে। এখন আছি গজারিয়ার বাউশিয়ায় মেঘনা সেতু। এই পর্যন্ত আসতে সময় লেগেছে দেড় ঘণ্টা। এতক্ষণে আমি চলে যেতাম চান্দিনা। শুনেছি একটি গাড়ি বিকল হওয়ার কারণে এই যানজট। ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. হুমায়ুন কবির জানান, সকালে দাউদকান্দি সেতুর ওপর একটি ট্রাক বিকল হওয়া কুমিল্লাগামী সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে মহাসড়ক থেকে গাড়িটি সরিয়ে নিলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এখন মহাসড়কে দুই পাশেই যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বৃকৃবিতে র‌্যাগিংয়ের অভিযোগে হল থেকে ২৭ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে নবীন শিক্ষার্থীদের গেস্টরুম করিয়ে উদ্ভট শাস্তি দেওয়ার ঘটনায় ২৭ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শাস্তি হিসেবে তাদের এক বছরের জন্য হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী হলে শৃঙ্খলাপরিপন্থি কাজে সম্পৃক্ত থাকায় তাদের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে এ তথ্য জানিয়েছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোস্ট ২-এর পাতায় দেখুন

পেরেশানিতে পুলিশ

খুন, ছিনতাই, অপহরণ ও চাঁদাবাজি একের পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেই চলেছে

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৪ অভ্যুত্থানের পর প্রায় ভেঙে পড়েছে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেও অনেকটাই ব্যর্থ হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। খুন, ছিনতাই, অপহরণ ও চাঁদাবাজির মতো একের পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেই চলেছে। পুলিশ ঠিকমতো ডিউটি পালন করছে না বলে অভিযোগ জনগণের। প্রশ্ন উঠছে পুলিশের নিরাপত্তা প্রস্তুতি নিয়েও। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সামাজিকভাবে ইমেজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পুলিশ সদস্যরা এখনো বিভিন্ন জায়গায় নিগৃহীত হচ্ছেন। সামাজিকভাবে পুলিশ এখন অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এমনকি কে কার ক্যাশিয়ার এভাবেও চিহ্নিত করা হচ্ছে অনেককে। সেই সঙ্গে আগের মতো ঘুষবাণিজ্য না থাকায় জীবনযাপনও করতে পারছেন না আগের স্টাইলে। অবৈধভাবে যারা সম্পদের মালিক হয়েছেন, অনেকের সেসব সম্পদও চলে যাচ্ছে ভোগদখলের বাইরে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাগত নানা টানাপোড়েনের মধ্যে সময় কাটছে পুলিশের। এত প্রতিকূল অবস্থায় পেরেশানিতে রয়েছে পুলিশ বাহিনী। তবে ট্রমা কাটিয়ে জনগণের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীটি। জানা যায়, পুলিশ বাহিনী থেকে লুট হয়ে যাওয়া অস্ত্রগুলোর সব এখনো উদ্ধার হয়নি। বিভিন্ন সংস্থার সদস্যদের ধারণা, দুর্বৃত্তদের কাছেই রয়েছে এসব ২-এর পাতায় দেখুন

এসি তানজিল ও কনস্টেবল আকরামকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গুলিবিদ্ধ বন্ধুকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের উপ-পরিদর্শক মো. ময়নাল হোসেন ভূঁইয়ার ছেলে কলেজ শিক্ষার্থী ইমাম হাসান তাইমকে গুলি করে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) তানজিল আহমেদকে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একইসঙ্গে গাজীপুরের কোনাবাড়ী থানার পাশে শরীরে ঠেকিয়ে গুলি করে কলেজ ছাত্র মো. হৃদয় (২০) হত্যা মামলায় ২-এর পাতায় দেখুন

জুলাই-আগস্ট গণহত্যা

শেখ হাসিনাসহ জড়িতদের গুরুত্বপূর্ণ কলরেকর্ড প্রসিকিউশনের হাতে

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ জুলাই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গুরুত্বপূর্ণ কল রেকর্ড হাতে পেয়েছে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন টিম। তবে ট্রাইব্যুনালে তথ্য প্রদানে অসহযোগিতার অভিযোগ করেছেন প্রসিকিউটররা। সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে। পরে ব্রিফিংয়ে প্রসিকিউটর তানভীর জোহা জানান, গুমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ মিলেছে। হত্যাকাণ্ডের আলামত গায়েব করতে সব ধরনের আয়োজন করা হয়েছিল। জড়িতদের গুরুত্বপূর্ণ কল রেকর্ড পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার চলছে। প্রথমে কোটা এবং তারপর সরকার পতনের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গত জুলাই ও অগাস্ট মাসে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডকে 'গণহত্যা' হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা নিয়ে নানা আলাপ হলেও এর প্রকৃত সংখ্যা এখনো নির্ধারণ করা যায়নি। তবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি তালিকা অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ৭০৮। নিহতের সংখ্যা নির্ধারণে তালিকা তৈরির কাজ চলমান।

শেখ রেহানা ও তার সন্তানদের বিরুদ্ধে ৩ মামলা, সহযোগী শেখ হাসিনা

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত আওয়ামী লীগের সরকারের আমলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজউক থেকে প্লট গ্রহণের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা, বোনের ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি, মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাগুলো দায়ের করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। তিনি জানান, পৃথক ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ৩০ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আবারও বাড়তে পারে নীতি সুদহার

স্টাফ রিপোর্টার : মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নীতি সুদহার (রেপো সুদ) আরেক দফা বাড়াতে চায় বাংলাদেশ ব্যাংক। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জানুয়ারি-জুন সময়ের মুদ্রানীতিতে আসতে পারে এই ঘোষণা। এতে গ্রাহক পর্যায়ে বাড়বে ঋণের সুদ, যার প্রভাব পড়বে ব্যবসা-বাণিজ্যে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, রেপো (ট্রেজারি বিল জমা রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ধার) সুদহার ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হতে পারে। নীতি সুদহার বাড়লেও সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যাংকারদের ঋণে সুদহার (৪ শতাংশ) অপরিবর্তিতই থাকবে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যেও সরকার শতাধিক পণ্য-সেবায় ভ্যাট ও অন্যান্য কর বাড়িয়েছে। অন্য দিকে, সরকারি কর্মচারীদের গ্রেড অনুযায়ী ২০ শতাংশ পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মাঝেই নীতি সুদহার বাড়ানো হবে। এতে ঋণের সুদ আরও বাড়বে। খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডলার সংকটের পাশাপাশি সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে বেসরকারি বিনিয়োগ এখন তলানিতে। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে গত নভেম্বরে নেমেছে ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশে। অন্য দিকে, মূল্যস্ফীতি ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে গড় মূল্যস্ফীতি ১০ দশমিক ৩৪ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও চলতি অর্থবছর শেষে মূল্যস্ফীতি ৭ দশমিক ৫০ শতাংশে নামানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আড়াই বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি রয়েছে। এর মধ্যে শতাধিক পণ্যে শুল্ক-কর বাড়ানো ও মহার্ঘ ভাতার কারণে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়তে পারে। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত দেশে সর্বোচ্চ সুদহারের সীমা আরোপ করা হয় ৯ শতাংশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন সুদহার কমাতে শুরু করে, তখন আইএমএফের ঋণ কর্মসূচি শুরুর পর দেশে ২০২৩ সালের জুলাই থেকে সুদহার নির্ধারণে প্রথমে 'স্মার্ট' পদ্ধতি চালু করা হয়। পরে তা বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই সুদহার বেড়ে এখন ১৫ শতাংশে পৌঁছেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণার বিষয়ে গত রোববার থেকে আলোচনা শুরু করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। এটি হবে বর্তমান গভর্নরের প্রথম মুদ্রানীতি ঘোষণা। গত রোবব-ার বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠকে বসেন গভর্নর। বৈঠকে তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতি না কমলে নীতি সুদহার বাড়ানো হবে। রেপো বা পুন:ক্রয় চুক্তির বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে ধার দিয়ে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর রিভার্স রেপোর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেয়া হয়। আবার ব্যাংক রেটও এক ধরনের নীতি সুদহার। ব্যাংক রেটে ঋণ পেয়ে থাকেন সাধারণত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, জুডিশিয়ারি সার্ভিস, বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৭-এর পাতায় দেখুন

সিগারেটের দাম কমপক্ষে ১০ শতাংশ বাড়ানোর দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজটে সব ধরনের সিগারেটের খুচরামূল্য কমপক্ষে ১০ শতাংশ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে গবেষণা সংস্থা 'উন্নয়ন সমন্বয়'। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে উন্নয়ন সমন্বয়ের গবেষণা পরিচালক আবদুল্লাহ নাদভী বলেন, ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ সময়কালে বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের দাম ৬ থেকে ২২ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। অথচ এই সময়ের মূল্যস্ফিতির হার ৩২ শতাংশ ছিল। ফলে মূল্যস্ফিতির বিবেচনায় সিগারেট আরও সহজলভ্য হয়েছে। তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরজুড়ে যেহেতু গড় মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে তাই আসন্ন অর্থবছরের বাজটে সব ধরনের সিগারেটের ন্যূনতম ঘোষিত খুচরামূল্য কমপক্ষে ১০ শতাংশ করে বাড়াতে হবে। এছাড়াও কর আহরণ সহজ করতে বাজারে বিক্রি হওয়া সিগারেটের স্তর সংখ্যা কমিয়ে আনার বিষয়টি বিবেচনার পাশাপাশি সিগারেট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ২০ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে সিগারেটে কর প্রস্তাব তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, সিগারেটের দাম বাড়ানোর পাশাপাশি এগুলোর ওপর কার্যকর করারোপও জরুরি। সিগারেটের দামবৃদ্ধির ফলে কোম্পানিগুলোর বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হতে পারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে পাওয়া তথ্য এবং তামাকবিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষকদের বিশ্লেষণ তুলে ধরে তিনি বলেন, সর্বশেষ পাঁচ অর্থবছরের প্রতিটিতে সিগারেট বিক্রি থেকে সরকার যে রাজস্ব আহরণ করেছে, তামাকবিরোধী নাগরিক ৭-এর পাতায় দেখুন

মালয়েশিয়ার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্য চায় বাংলাদেশ : বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়াতে চায় এবং একই সাথে ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্য নিশ্চিত করতে চায় বলে উল্লেখ করেছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) বিকালে সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার মোহাম্মদ শোহাদা অথমান এর সাথে সাক্ষাৎকালে একথা বলেন তিনি। সাক্ষাৎকালে তাঁরা দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কোরিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুরের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করেছে। মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য দ্রতই আলোচনা শুরু করা দরকার, এতে দুই দেশই উপকৃত হবে। বতর্মান প্রেক্ষাপটে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে বহুবিধ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করার উপযুক্ত পরিবেশ বিরাজ করছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের রিজার্ভের একটি বড় অংশ আসে মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স থেকে। দক্ষ জনশক্তির রপ্তানির মাধ্যমে আমরা সেখানে শক্ত অবস্থান তৈরি করতে চাই। এসময় তিনি বাংলাদেশে স্পেশাল ইকনোমিক জোনে আরো বেশি মালয়েশিয়ান বিনিয়োগের আহ্বান জানান। পামওয়েল রপ্তানি বাড়ানোর আহ্বান ৭-এর পাতায় দেখুন

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত পাওলো ফারনান্দো দিয়াস ফেরেস সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময়কালে তারা বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। ভবিষ্যতে উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এসময় রাষ্ট্রদূতের বিশেষ সহকারী মিস সাদিয়া উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে ৭-এর পাতায় দেখুন

মমতাজ উদ্দিনের জামিন আপাতত স্থগিতই থাকবে

স্টাফ রিপোর্টার : সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট মমতাজ উদ্দিন মেহেদীর জামিনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষকে লিভ টু আপিল করতে বলেছেন আপিল বিভাগ। আগামী ২০ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। ততদিন পর্যন্ত তার জামিন স্থগিত থাকবে বলে আদেশে বলা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। আদালতে মেহেদীর পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোতাহার হোসেন সাজু। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল আরশাদুর রউফ। এর আগে বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তীর হাইকোর্ট বেঞ্চ অ্যাডভোকেট মমতাজ উদ্দিন মেহেদীকে জামিন দেন। এই জামিন স্থগিত চেয়ে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। গত সপ্তাহে চেম্বার বিচারপতির আদালত তার জামিন স্থগিত করে শুনানির জন্য আপিল বিভাগে পাঠিয়ে দেন। গত ১০ নভেম্বর রাজধানীর উত্তরা থেকে অ্যাডভোকেট মমতাজ উদ্দিন ৭-এর পাতায় দেখুন

বেনজীর এবং বড় মেয়ের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ এবং তার বড় মেয়ে ফারহিন রিশতা বিনতে বেনজীরের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের ৭-এর পাতায় দেখুন

বছরের পর বছর নিলামের অপেক্ষায় কয়েক হাজার পণ্যভর্তি কনটেইনার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম বন্দরে বছরের পর বছর নিলামের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে পণ্যভর্তি কয়েক হাজার কনটেইনার। কয়েক হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য বোঝাই ওসব কনটেইনার নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিপাকে রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ওসব কনটেইনার অনেক জায়গা দখল করে রাখায় বন্দরের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া বৈদ্যুতিক ফ্রিজার কনটেইনারের (রেফার কনটেইনার) কারণে বিদ্যুৎ অপচয়ও বাড়ছে। বর্তমানে নিলামের অপেক্ষায় বন্দরের জেটিতে ৯ হাজারের বেশি কনটেইনার রয়েছে। যদিও বন্দর কর্তৃপক্ষওই বিদ্যুৎ বিলের টাকা শিপিং লাইন কোম্পানি থেকে আদায় করে। অথচ ৩০ দিনের মধ্যে কনটেইনারে থাকা পণ্য নিলাম করে কনটেইনার খালি করার বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না। ফলে পণ্যের পাশাপাশি শিপিং লাইনগুলোকে গচ্চা দিতে হচ্ছে হাজার কোটি টাকা। চট্টগ্রাম বন্দর সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, নিলামের অপেক্ষঅয় চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন ইয়ার্ড এবং শেডে পণ্য বোঝাই অবস্থায় ২ হাজার ৮৩৫টি ২০ ফুট সাইজের এবং ৩ হাজার ৮০৬টি ৪০ ফুট সাইজের এফসিএল (পণ্যভর্তি) কনটেইনার বছরের পর বছর পড়ে রয়েছে। তার বাইরে ৭২ হাজার ৪৮৪ প্যাকেজ এলসিএল খোলা পণ্য এবং ৬ হাজার ৭৮৪ প্যাকেজ বাল্ক কার্গো নিলামে বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী আমদানির ৩০ দিনের মধ্যে ছাড় না হওয়ায় নিলামে বিক্রির জন্য বাই পেপার চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের কাছে হস্তান্তর হলেও নানা জটিলতায় ওসব পণ্য নিলামে তোলা যায়নি। অথচ একটি কনটেইনার মাসে গড়ে একটি করে ভয়েস (ভাড়ায় যাওয়া) করতে পারে। ওই হিসেবে বছরে ১২টি ভয়েস করতে পারার কথা। আর তা থেকে গড়ে বছরে প্রায় ৭০ থেকে ৭২ লাখ টাকা ভাড়ায় আয় হওয়ার কথা। কিন্তু বছরের পর বছর বন্দরের ইয়ার্ডে পড়ে থাকার কারণে কনটেইনার মালিক ওই আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার যদি কনটেইনারটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো সবই ক্ষতি। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে শিপিং কোম্পানিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা ভাড়া থেকে যেমন বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি কনটেইনারগুলো নষ্টও হয়ে যাচ্ছে। সূত্র জানায়, দেশের ৭-এর পাতায় দেখুন

আবারো সচিবালয়ের সামনে অবস্থান অব্যাহতিপ্রাপ্ত এসআইদের

স্টাফ রিপোর্টার : চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে আবার সচিবালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছেন পুলিশের ৪০তম ব্যাচের অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশ উপ-পরিদর্শকরা (এসআই)। তারা দাবি পূরণের কোনো আশ্বাস না পেলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালন করবেন বলে জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার পর থেকে আব্দুল গনি রোডে সচিবালয়ের ১ ও ২ নম্বর গেটের বিপরীতে অবস্থান নেন অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশ উপ-পরিদর্শকরা (এসআই)। তারা বলেন, অন্যায়ভাবে প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রতিবাদে এবং চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে তারা ৩২১ জন গত ৫ ও ৬ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণ ৭-এর পাতায় দেখুন

গণভবনে মিলেছে টিউলিপের প্রচারপত্র, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বন্ধের নোট

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে গত বছরের ৫ আগস্ট ভারতে পালান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এরপর বিক্ষুব্ধ জনতা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে হামলা ও লুটপাট চালায়। সেই বাসভবনে ধুলা আর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই পাওয়া গেল যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টির মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের লিফলেট বা প্রচারপত্র। টিউলিপ ব্রিটেনের লেবার মন্ত্রিসভার সদস্য, তিনি ইকোনমিক সেক্রেটারি টু দ্য ট্রেজারি অ্যান্ড সিটি মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার কাজ যুক্তরাজ্যের অর্থবাজারের ভেতরের দুর্নীতি সামলানো। তিনি বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ৭-এর পাতায় দেখুন

আশুলিয়ায় পাওনা টাকার দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার আশুলিয়ার বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শারমীন গ্রুপের চাকরিচ্যুত শ্রমিকরা। এ ঘটনায় ঘটনাস্থলে রয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। গতকাল সোমবার সকাল ১০টা থেকে টঙ্গী-আশুলিয়া-ইপিজেড সড়কের আশুলিয়ার নরসিংহপুর এলাকায় কারখানাটির সামনে অবস্থান নিয়ে সড়কটি অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন কারখানাটির শ্রমিকরা। শ্রমিকরা জানান, কারখানায় খাবার নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। পরে সে ঝামেলা থেকে আন্দোলনে রূপ নেয়। পরে ৪৩০ জন শ্রমিককে পাওনা না দিয়ে চাকরিচ্যুত করা হয়। বিষয়টি সমাধানে প্রথমে গ্রামীণ কনভেনশন সেন্টার পরে রাজ পার্কে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় গতকাল সোমবার পাওনাদির দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন শ্রমিকরা। শিল্প পুলিশ জানায়, সম্প্রতি মালিকপক্ষের ছেলের বিয়ে উপলক্ষে কারখানায় শ্রমিকদের জন্য খাওয়া দাওয়ার আয়োজনকে কেন্দ্র করে কারখানার অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মালিকপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইনের ২৩ ধারায় বেশ কিছু শ্রমিককে প্রথমে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় এবং পরবর্তীতে তদন্ত করে মালিকপক্ষ যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ পেয়েছে তাদের চাকরিচ্যুত করে। চাকরিচ্যুত করা এমন শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪৩০ জন। মূলত চাকরিচ্যুত এসব শ্রমিকরা শ্রম আইনের ২৬ ধারায় সব সুবিধা ও পাওনার দাবি জানিয়ে সকাল থেকে সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন। শিল্প পুলিশ-১ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে বিজিএমইএতে সব পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছে। আশা করি খুব দ্রুত সমাধান হবে। আশুলিয়া থানার ওসি নুর আলম সিদ্দিকী বলেন, শারমীন গ্রুপের প্রায় সাড়ে ৪ শতাধিক চাকরিচ্যুত শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন। আমরা ঘটনাস্থলে আছি, শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে সড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। শিল্প পুলিশ ১ এর পুলিশ সুপার মোমিনুল ইসলাম বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে কিছু পণ্যে ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে : খাদ্য উপদেষ্টা

মাদারীপুর প্রতিনিধি : সরকারের রাজস্ব ঘাটতি মেটাতেই কিছু পণ্যের ওপর ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। তিনি বলেন, সরকারের রাজস্ব প্রয়োজন। প্রচুর ভর্তুকিও লাগে। এ অর্থ কোথাও না কোথাও থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তাই কিছু পণ্যের ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে, এতে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। গতকাল সোমবার সকালে মাদারীপুর সার্কিট হাউসে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। খাদ্য উপদেষ্টা আরও বলেন, এ বছর অকাল বন্যায় আমন ধানের ক্ষতি হয়েছে। এতে খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ছিল। সেই ঘাটতি পূরনের জন্য বর্তমান সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামীতে ভালো ফসল হবে, ইরি ধানের ৭-এর পাতায় দেখুন

জবির অনশনরত ১৪ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে

জবি প্রতিনিধি : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ সেনাবাহিনীকে হস্তান্তরসহ তিন দফা দাবিতে সকাল থেকে অনশনে থাকা ১৪ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। গত রোববার রাত ৯টার দিকে অনশনরত অবস্থায় হঠাৎ কয়েকজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। অসুস্থ হওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী আতিকুর রহমান তানজিল, দর্শন বিভাগের ১৫ ব্যাচের শিক্ষার্থী তাওহীদুল ইসলাম, ম্যানেজমেন্ট ৭-এর পাতায় দেখুন

দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা না করলে আন্দোলনে নামা হবে: অলি

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে মন্তব্য করে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) প্রেসিডেন্ট ডক্টর কর্নেল (অব.) অলি আহমদ (বীর বিক্রম) বলেছেন, দ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা না করলে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা হবে। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) রাজধানীর মজবাজারে এলডিপি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ হুশিয়ারি দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এলডিপি মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমদ প্রমুখ। জুলাই মাসে ছাত্র-জনতা ও রাজনীতিবিদরা একত্রে মাঠে নামলে হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় উল্লেখ করে কর্নেল অলি বলেন, ৫ আগস্ট এমনিতেই বিজয় অর্জন হয়নি। এটি রাজনীতিবিদদের ত্যাগ, দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলে হয়েছে। রাজনীতিবিদরা দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে আন্দোলন করে মাঠ উত্তপ্ত করেছে। আমাদের সর্বাগ্রে দাবি হলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন মন্তব্য করে এলডিপি সভাপতি বলেন, আমরা যারা বিরোধী দলে ছিলাম আমাদের অনেকের বিরুদ্ধে ৩০০, ৪০০, এমনকি ৫০০ পর্যন্ত মামলা হয়েছে। ৫ আগস্ট বিজয় এসেছে রাজনীতিবিদদের শ্রমের কারণে। নির্বাচিতরা সিদ্ধান্ত নেবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন কবে হবে। কীভাবে হবে। অন্যথায় আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো। সংস্কারের কোনো আলামত দেখছি না ৭-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে শিক্ষককে মারধর করা যুবদল নেতা বহিষ্কার

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বশির উদ্দিনকে অফিসকক্ষ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগে গাজীপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদুল ইসলাম রনিকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রনি উপজেলার আটাবহ ইউনিয়নের জালশোকা গ্রামের আজিবরের ছেলে। গত রোববার রাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-দফতর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভুঁইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলাপরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে গাজীপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক রাশেদুল ইসলাম রনিকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃত নেতৃবৃন্দের কোনও অপকর্মের দায়দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববাজারে বেড়েছে জ্বালানি তেলের দাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্ববাজারে বেড়েছে জ্বালানি তেলের দাম। এ নিয়ে টানা তিন দিন বৃদ্ধি পেল তেলের দাম। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞার কারণে এবার বাজারে তেলের দাম বাড়ছে। এই নিষেধাজ্ঞার কারণে চীন ও ভারতে রাশিয়ার তেল বিক্রি ব্যাহত হতে পারে, এই আশঙ্কায় তেলের দাম বাড়ছে। এরই অংশ হিসেবে আজ বিশ্ববাজারে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১ দশমিক ৪৮ ডলার বেড়ে ৮১ দশমিক ২৪ ডলারে উঠেছে। এর আগে এ তেলের দাম ৮১ দশমিক ৪৯ ডলার পর্যন্ত উঠেছিল। গত ২৭ আগস্টের পর এখন পর্যন্ত এটাই তেলের সর্বোচ্চ দাম। এদিকে ব্রেন্ট ক্রুডের সঙ্গে ডব্লিউটিআই ক্রুডের দামও বেড়েছে। এই তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১ দশমিক ৫৩ ডলার বা ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮ দশমিক ১০ ডলারে উঠেছে। এর আগে এই তেলের দাম ৭৮ দশমিক ৩৯ ডলারে উঠেছিল। চলতি জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখের পর এই উভয় জাতের তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৬ শতাংশের বেশি বেড়েছে জানিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, গত শুক্রবার রাশিয়ার তেলে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার প্রভাব আছে। এবারের নিষেধাজ্ঞায় রাশিয়ার গ্যাস কোম্পানি গাজপ্রম নেফট ও সারগাটনেফত গ্যাসও আছে। সেই সঙ্গে আছে রাশিয়ার তেল পরিবহন করা ১৮৩টি জাহাজ। মূলত তেল বিক্রি করে রাশিয়ার যুদ্ধ করার সক্ষমতা যেন হ্রাস পায়, তা নিশ্চিত করতেই বাইডেন প্রশাসন এই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ৭-এর পাতায় দেখুন

তিতুমীর এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত, রাজশাহীতে সাড়ে ৪ ঘণ্টা ট্রেন বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীর বেলপুকুরে লাইনচ্যুত তিতুমীর এক্সপ্রেসের বগি উদ্ধার করা হয়েছে। এর ফলে সাড়ে চার ঘণ্টা পর রাজশাহীর সঙ্গে ঢাকাসহ সব রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হচ্ছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনের ব্যবস্থাপক ময়েন উদ্দিন। তিনি জানান, গতকাল সোমবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে ট্রেনটি আবার পার্বতীপুরের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে উদ্ধারকাজ শেষ হয়। পরে ক্ষতিগ্রস্ত লাইন মেরামত করা হয়। ফলে সাড়ে চার ঘণ্টা পর রাজশাহীর সঙ্গে সকল রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। তিনি আরও জানান, গতকাল সোমবার ৬টা ২০মিনিটে ট্রেনটি রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছেড়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পর ৬টা ৩৬মিনিটে বেলপুকুরে একটি বগির দুটি চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এটি রাজশাহী থেকে ছেড়ে যাওয়া দিনের প্রথম ট্রেন। সেটি আটকে থাকায় রাজশাহীর সঙ্গে দেশের অন্যান্য ৭-এর পাতায় দেখুন

সিংড়ায় ৪৬তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধন

সামাউন আলী, সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধি:

"জ্ঞান-বিজ্ঞানে করবো জয়, সেরা হবো বিশ্বময়" এই স্লোগানকে সামনে রেখে নাটোরের সিংড়ায় ৪৬তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলা ২০২৫ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।সিংড়া উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সোমবার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাজহারুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আমিনুর রহমান, এটিও আব্দুল মতিন, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা তাশরিফুল ইসলাম, সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের সভাপতি এসএম রাজু আহমেদ, সাধারন সম্পাদক জুলহাস কায়েম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রবিন খান'সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

টিউলিপের পর এবার যুক্তরাজ্যে আলোচনায় সালমানপুত্র শায়ান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দুর্নীতির অভিযোগে ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রী ও শেখ হাসিনার ভাগ্নি টিউলিপ সিদ্দিককে ঘিরে যুক্তরাজ্যে চলছে তোলপাড়। একই সময়ে আলোচনা শুরু হয়েছে আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমানকে ঘিরেও। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও ব্যবসায়ী সালমান এফ রহমানের ছেলে শায়ান ব্রিটিশ রাজার হাত ধরে যুক্তরাজ্যে গড়ে ওঠা একটি দাতব্য সংস্থার বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের প্রধান। সালমান ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধান করছে দুদক। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গত অগাস্টেই সালমান, তার ছেলে শায়ান ও ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

শ্রমিকদের জন্য মালয়েশিয়ার

এ বিষয়টি উত্থাপন করেন। আগামী মে মাসে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজে যোগ দিতে না পারা ১৮ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিকের প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান। হাইকমিশনার জানান, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ কারিগরি কমিটি গত ৩১ ডিসেম্বর এ বিষয়ে কুয়ালালামপুরে বৈঠক করেছে এবং মঙ্গলবার একই বিষয়ে আরেকটি বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে। গত অক্টোবর মাসে ঢাকায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কথা স্মরণ করে প্রধান উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেন যে মালয়েশিয়া এ প্রক্রিয়াটি দ্রুত এগিয়ে নেবে, যাতে বাংলাদেশি শ্রমিকদের পরবর্তী দলটি কাজের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে আসিয়ান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মালয়েশিয়াকে অভিনন্দন জানান এবং বাংলাদেশকে আসিয়ানের সেক্টোরাল ডায়ালগ পার্টনার এবং পরবর্তীতে পূর্ণ সদস্য হওয়ার জন্য সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরও জানান, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯/১৮২ রেজুল্যুশনের ভিত্তিতে ২০২৫ সালে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠেয় আসন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আসিয়ানের সমর্থন প্রয়োজন রয়েছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নিযুক্ত নতুন মালয়েশিয়ার হাইকমিশনারকে বাংলাদেশে আরও বেশি মালয়েশীয় বিনিয়োগ এবং কারখানা স্থানান্তরের ওপর কাজ করার আহ্বান জানান, যাতে বাংলাদেশের যুবশক্তিকে কাজে লাগানো যায়। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমি আশা করি আপনার বাংলাদেশে অবস্থানকালে অর্থনীতি এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে।' প্রধান উপদেষ্টা জানান, বাংলাদেশ কুয়ালালামপুরে চতুর্থ দ্বিপক্ষীয় পরামর্শ প্রক্রিয়া (বিসিএম) অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে একটি সুবিধাজনক তারিখের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় প্রত্যাশিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের পঞ্চম যৌথ কমিশন বৈঠক আয়োজনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। অনুষ্ঠানে এসডিজি বিষয়ক সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ উপস্থিত ছিলেন।

পিএসসির ৬ সদস্যের নিয়োগ বাতিল

জামালপুর-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে তিনি এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া ডা. শাহিনা সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির বান্ধবী। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এ এফ জগলুল আহমেদ ডিজিএফআইয়ের সাবেক ডিজি ছিলেন। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার দায়িত্ব পালনকালীন 'আয়নাঘরে' অনেককেই বন্দি ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ড. মো. মিজানুর বিসিএস ৮৫তম ব্যাচের কর্মকর্তা। বিগত আওয়ামী লীগের সময়ে বিয়াম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে বিতর্ক

বিভাগের ৭ বিচারপতি বলেন, 'দেশের বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ০৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়েছেন, সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ৪৮ (৩) অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়।' 'বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক শূন্যতা পূরণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করার বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ হতে গত ০৮ আগস্ট এক স্মারকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জনগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামত যাচনা (চলমান) করা হয়েছে।' 'এ বিষয়ে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামানের বক্তব্য শোনা হলো। এমতাবস্থায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কোনো বিধান না থাকায় উল্লেখিত প্রশ্নের বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এই মতামত প্রদান করছে যে, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক শূন্যতা পূরণে জরুরি প্রয়োজনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনার নিমিত্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টা নিযুক্ত করতে পারবেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্তরূপে নিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণকে শপথ পাঠ করাতে পারবেন।'

এবার বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে

নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সঙ্গে স্থানীয় জনগণের শক্ত অবস্থানের কারণে ভারত ওইসব স্থানে কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘটনায় প্রণয় ভার্মাকে তলব করা হয়েছে।

তদন্ত সাপেক্ষে টিউলিপের বিরুদ্ধে

সিদ্দিক। সেই চিঠিতে তদন্ত শুরুর অনুরোধ জানিয়ে তিনি লিখেছেন, আমি কোনো ভুল করিনি। এ নিয়ে সানডে টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, টিউলিপ সিদ্দিকের লন্ডনের সম্পত্তিগুলো তদন্ত করা উচিত। যদি তিনি সেগুলো প্লেইন ডাকাতি (সোজা ডাকাতি) করে অর্জন করে থাকেন, তবে তা সরকারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। টিউলিপ সিদ্দিককে ক্ষমা চাইতে এবং পদত্যাগ করতে আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, টিউলিপ নিজে দুর্নীতিবিরোধী মন্ত্রী হয়ে নিজেকে রক্ষা করছেন। হয়তো আপনারা তখন বুঝতে পারেননি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন।

ওমরাহ করতেও লাগবে

হজযাত্রীদের বিনামূল্যে সরবরাহ করে। এখন যদি ওমরাহ করতে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য সেটি বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে সেটি নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ওমরাহ বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব ভ্রমণকারী সব যাত্রীকে কোয়াড্রিভ্যালেন্ট নেইসেরিয়া মেনিনজাইটিস ভ্যাকসিন নিতে হবে। এই ভ্যাকসিনের ধরন হতে হবে পলিস্যাকারাইড বা কনজুগেট।

কারাবন্দিদের হাতে তৈরি তিন

তৈরি নৌকাসহ নানা আইটেম, পাটজাত পণ্য, জামদানি শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, পাটের তৈরি ব্যাগ রয়েছে কারা প্যাভিলিয়নে। জামদানি শাড়ি বিক্রি হচ্ছে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। চার হাজার টাকাতেও পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া সিংহাসন চেয়ার চার হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এসব পণ্য ঘুরে ঘুরে দেখছেন ও দরদাম করছেন ক্রেতারা। অনেকে আবার বিভিন্ন পণ্যের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন। কারা পণ্য প্যাভিলিয়নে দেখভাল করছেন ডেপুটি জেলার আক্তারুজ্জামান। তিনি বলেন, 'দেশের বিভিন্ন কারাগারের বন্দিদের হাতে তৈরি তিন শতাধিক পণ্য মেলায় বিক্রি হচ্ছে। বাঁশ, বেত, পুঁতি, কাঠ দিয়ে নানা রকম ডিজাইনের বিভিন্ন পণ্য তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া ঐতিহ্যবাহী জামদানি ও নকশিকাঁথাসহ নানা পণ্য স্টলে আছে। বাঁশের মোড়া, সিংহাসন চেয়ার, বেতের তৈরি সোপিসসহ নানা পণ্য ৩০ টাকা থেকে শুরু করে ছয় হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। মূলত বন্দিদের হাতে তৈরি সব রকমের পণ্য দিয়ে বাণিজ্য মেলায় কারা পণ্য প্যাভিলিয়ন সাজানো হয়েছে। বেচাকেনাও ভালো হচ্ছে। পণ্য বিক্রির লভ্যাংশ বন্দিরা পাবেন উল্লেখ করে আক্তারুজ্জামান বলেন, পণ্য বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তার ৫০ শতাংশ বন্দিদের দেওয়া হয়। বন্দিরা এ অর্থ নিজেদের কাজে খরচ করতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের জন্যও পাঠাতে পারেন। এ ছাড়া বিক্রির বাকি ৫০ শতাংশ সরকারি কোষাগারে যাবে। কারা পণ্যের দিকে ক্রেতাদের ঝোঁক বেশি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব পণ্য অনেকে শখ করে কেনেন। তা ছাড়া ঐতিহ্যবাহী নকশিকাঁথাসহ বেশ কিছু পণ্যের দিকে ক্রেতাদের ঝোঁক অনেক বেশি। ফলে ক্রেতাদের চাহিদা রয়েছে। এসব কারণে বিগত বছরে বিক্রিতে কারা প্যাভিলিয়ন প্রথমস্থান অর্জন করেছিল। ৩২টি কারাগারের পণ্য প্যাভিলিয়নে তোলা হয়েছে উল্লেখ করে আক্তারুজ্জামান বলেন, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার ১ ও ২, মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, নারায়ণগঞ্জ কারাগার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার, বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার, ফরিদপুর জেলা কারাগার, খুলনা জেলা কারাগারসহ মোট ৩২ টি কারাগারের বন্দিদের হাতে তৈরি নানা পণ্য এখানে তোলা হয়েছে।' বাংলাদেশ কারাগারের ডেপুটি জেলার ও কারা প্যাভিলিয়নের ইনচার্জ সৈয়দ মোহাম্মদ জাবেদ হোসেন বলেন, ৩২৫টির অধিক কারা পণ্য আমরা প্যাভিলিয়নে তুলেছি। আসলে বন্দিরা যে সৃষ্টিশীল কাজ করতে পারেন, সমাজে সংশোধন ও সংস্কার হয়ে তারা যে ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারেন সেই বিষয়টা মেলায় হাজির হয়েছে। কারাগারের ভেতরে যে মানুষগুলো রয়েছেন, তারা পণ্য তৈরি করে সংশোধনের মাধ্যমে আলোর পথ খুঁজে পাবেন বলে আমি মনে করি। এ ছাড়া আমাদের কারা সদর দপ্তরের পাশে প্রদর্শনী সেন্টার হবে। সেখান থেকে কারা পণ্য সংগ্রহ করতে পারবেন যে কেউ। মাসব্যাপী এই মেলা সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন খোলা থাকবে রাত ১০টা পর্যন্ত। মেলায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য টিকিটের মূল্য ৫০ টাকা এবং ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের কার্ড দেখিয়ে বিনামূল্যে মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন।

বুকৃবিতে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে হল

অধ্যাপক মো. জহুরুল রহমান মোল্যা। তিনি জানান, ঘটনা জানার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় ও হল প্রশাসন গত রোববার রাতে হলে গিয়ে গেস্টরুম করানোর সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। বহিষ্কৃতদের মধ্যে হলের লেভেল-১, সেমিস্টার-২, লেভেল-২, সেমিস্টার-২ এবং মাস্টার্সের একজন শিক্ষার্থী রয়েছেন। জানা গেছে, শনিবার রাত ১টায় হলের রিডিং রুমে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ডাকা হয়। সবার মোবাইল ফোন রুমে রেখে আসতে বলা হয়। গেস্টরুমকে শুরুতেই কারও কাছে মোবাইল আছে কিনা তল্লাশি করা হয়। এরপর দ্বিতীয় বর্ষের প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থী হলের কিছু উদ্ভট নিয়ম নবীন শিক্ষার্থীদের জানান, যেগুলো তাদের মানতেই হবে। এর মধ্যে রয়েছে হলে সাইকেল চালানো যাবে না, দ্বিতীয় তলায় যাওয়া যাবে না, বড় ভাইদের সঙ্গে দিনে যতবার দেখা হবে ততবার সালাম,পরিচয় ও হ্যান্ডশেক করতে হবে, হলে লুঙ্গি পরা যাবে না, গ্রন্থাগারে ল্যাপটপ নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং হলের ক্যান্টিনে যাওয়া যাবে না। তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা এসে নবীনদের কিছু দাবিদাওয়া জানতে চান। নবীনরা তাদেরকে হলভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যার কথা জানান। এরপর তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা চলে গেলে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা নবীনদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন। তারা নবীনদের জানান কেন তারা বড়দের কাছে তাদের সমস্যাগুলো বলা ছিল তাদের অপরাধ। এরপর ছোট ভুল উল্লেখ করে (হাত বাঁকা বা হাত সামনে রেখে দাঁড়ানো, মাথা উঁচু বা নিচু করে রাখা) নবীনদের একজন একজন করে ডেকে ডেকে গালাগাল করা হয়। এ সময় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভট শাস্তি দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে ১০ রকমের হাসি, ১০ রকমের সালাম, গাছে ঝুলে থাকার অভিনয় করা ও নাচ করা। এ পরিস্থিতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থী মাথা ঘুরে পড়েও যান। পরে তাকে হলের মধ্যেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলা হয়। রাত সাড়ে ১২টার দিকে নবীনদের গেস্টরুম শেষ হয়। বাকৃবির সহযোগী ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ বলেন, সোহরাওয়ার্দী হলের ঘটনায় ৫২ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৭ জন সোহরাওয়ার্দী হলের ছাত্র। আর বাকিদের অ্যাটাচমেন্ট অন্য হলে। কিন্তু তারা সোহরাওয়ার্দী হলে থাকেন। তিনি বলেন, সোহরাওয়ার্দী হলের ২৭ জনকে হল থেকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। অধিকতর শাস্তির জন্য তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারি কমিটিতে প্রেরণ করা হবে। বাকি যারা এ হলের ছাত্র না, কিন্তু অবৈধভাবে থাকে এবং এ ঘটনার সাথে যুক্ত তাদের খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনা হবে।

খুন, ছিনতাই, অপহরণ ও চাঁদাবাজি

খোয়া যাওয়া অস্ত্র। এসব অস্ত্র দিয়ে দুর্বৃত্তরা অংশ নিচ্ছে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। আবার অপরাধ দমনসংশ্লিষ্ট নানা অভিযানে গেলেও এখনো স্বাভাবিক হতে পারছেন না পুলিশ সদস্যরা। এখনো ভুগছেন অজানা আতঙ্কে। আরও জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে ও পরে হতাহতসহ ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে পুলিশ। ৪৪ পুলিশ সদস্য নিহতসহ অসংখ্য সদস্য আহত হন। থানা ও পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনা থেকে লুট হয় অস্ত্র-গুলি। ভয়ে গা ঢাকা দেন অনেক পুলিশ সদস্য। দেশ ছাড়েন কেউ কেউ। এখনো ১৮৭ জন পুলিশ সদস্য কাজে যোগ দেননি। অনেকে যোগ দিয়েও নিয়মিত অফিস করছেন না। অনেক পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। কেউ কেউ গ্রেপ্তার হয়েছেন। অনেকে আবার গ্রেপ্তার আতঙ্কে আছেন। পুলিশের প্রতি মানুষের অবহেলা প্রতিনিয়ত ফুটে উঠছে। পুলিশের কথা কেউ শুনতে চাচ্ছে না। সামাজিকভাবেও পুলিশের ইমেজ নষ্ট হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি তলানির দিকেই যাচ্ছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, অপহরণ, লুট, চাঁদাবাজির ঘটনা জনমনে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে আহত: গত শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের সামনে চাপাতি হাতে, মাস্ক পরে এক দল সন্ত্রাসী এহতেশামুল হক নামে এক ব্যবসায়ীকে এলোপাতাড়ি কোপায়। আহত এহতেশামুল হক মাল্টিপ্ল্যান দোকান মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। বর্তমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। মাল্টিপ্ল্যান দোকান মালিক সমিতির ব্যবসায়ী নেতাদের অভিযোগ, চাঁদা না দেওয়ায় 'ইমন গ্রুপের সন্ত্রাসীরা' এহতেশামুল হককে চাপাতি দিয়ে কোপায়। মাল্টিপ্ল্যান দোকান মালিক সমিতির ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন, কয়েক দিন ধরে ইমন গ্রুপের লোকজন সেখানকার ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদা দাবি করে আসছে। চাঁদা না দিলে হত্যার হুমকি দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। চাঁদা না দেওয়ায় একজন ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে জখমের ঘটনার পর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সাবেক ওসির পলায়ন: বৃহস্পতিবার দুপুরে উত্তর পূর্ব থানা হেফাজত থেকে পালিয়ে যান সাবেক ওসি শাহ আলম। তাকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের মামলায় আগের দিন কুষ্টিয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে এ ঘটনায় বর্তমান ওসি মো. মহিবুল্লাহকে প্রত্যাহার করা হয়। পুলিশের আত্মহত্যা: গত ৯ জানুয়ারি শরীয়তপুরের জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল আমিন তার নিজ কক্ষে আত্মহত্যা করেন। পুলিশ বলছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিষণ্নতায় ভুগছিলেন। মিরপুরে ব্যবসায়ীকে অপহরণ: গত বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) রাজধানীর শেওড়াপাড়া থেকে রাসেল খান নামের এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়। পরদিন পুলিশ তাকে শেওড়াপাড়ার একটি বাসা থেকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভুক্তভোগী রাসেল খান বলেন, অপহরণকারীরা তার কাছে ১০ লাখ টাকা দাবি করে। ওই টাকা না দেওয়ায় তাকে নির্যাতন করা হয়। বিষয়টি রাসেল তার এক বন্ধুকে জানান। ওই বন্ধু ঘটনাটি মিরপুর মডেল থানায় জানালে পুলিশ শুক্রবার রাত ৯টার পর শেওড়াপাড়ার ওই বাসায় অভিযান চালিয়ে তাকে উদ্ধার করে। এদিকে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে চারটার দিকে কলাবাগান এলাকায় পিকআপসহ তিনটি ট্রাক আটকিয়ে ডাকাতি করে একদল দুর্বৃত্ত। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রিয়াজ গোলদার নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার শাহ আলী থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৮ মিনিটে ১৫৯ ভরি সোনা চুরি: গত শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) দুপুর ১টার দিকে রাজধানীর ধানমন্ডি মডেল থানাধীন বিজিবি সীমান্ত সম্ভার শপিং কমপ্লেক্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে 'ক্রাউন ডায়মন্ড অ্যান্ড জুয়েলার্স' শো-রুমে চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় বলা হয়েছে, শো-রুমের মালিক কাজী আকাশ ধানমন্ডি মডেল থানায় একটি মামলা করেন। তিনি মামলার এজাহারে উল্লেখ করেন, অজ্ঞাতনামা চোরেরা শো-রুমের তালা কেটে দোকানের ভেতরে প্রবেশ করে ১৫৯ ভরি বিভিন্ন ধরনের স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে যায়। যার আনুমানিক মূল্য ২ কোটি ৫০ লাখ ২৮ হাজার ৮০০ টাকা। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) থেকে শনিবার (১১ জানুয়ারি) পর্যন্ত ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করে কক্সবাজার ও কুমিল্লা থেকে তিন চোরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে চুরি হওয়া ৫০ ভরি স্বর্ণ আর আনা স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়। পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তা বা হতাশাগ্রস্ত পারফরম্যান্সের বিষয়ে সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আবদুল কাইয়ুম বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের পর এবার জুলাই-আগস্টের গণ অভ্যুত্থান। তৎকালীন পতিত সরকার পুলিশকে তাদের নিজেদের নানা অপকর্মে ব্যবহার করেছে। তবু একটি পরিবর্তন আসায় পুলিশের মাঝে ভয়-আতঙ্ক কাজ করছে। তবে বর্তমান সরকার নানা চেষ্টা করে যাচ্ছে পুলিশের ভেঙে পড়া ইমেজ ফিরিয়ে আনার। বেশ ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছেও। তবে দরকার একটি গণতান্ত্রিক সরকার।' সাবেক আইজিপি বলেন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উচিত হবে ঘন ঘন বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শনে যাওয়া। স্থানীয় সম্মানিত ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে বৈঠক করে পুলিশ সদস্যদের আশ্বস্ত করা। এতে তৃণমূলে এবং বিভিন্ন ইউনিটে কাজ করা পুলিশ সদস্যরা নানা বিষয়ে অ্যাসিউর এবং রিঅ্যাসিউর হবেন। পুলিশ সদর দপ্তরের উপমহাপরিদর্শক (অপারেশনস) মো. রেজাউল করিম বলেন, 'পুলিশ সদস্যদের মাঝে মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য মোটিভেশনাল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সুশীল সমাজকে। সদর দপ্তরসহ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট এবং দেশের সব থানায় আগের মতো স্বাভাবিকভাবে কাজ চলছে।' সমাজ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. তৌহিদুল হক বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় পুলিশের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে তারা নৈতিক সংকটে পড়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো পূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ ছাড়া নতুন করে বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়ার ভয়েও অনেক পুলিশ সদস্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে, যা জনজীবনে উদ্বেগ তৈরি করছে। বিগত সরকারের সময় পুলিশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের ব্যাপার তৈরি হয়েছিল। তারা নিয়মনীতির তোয়াক্কা করত না। যখন যা খুশি তা-ই করত। ঘুষবাণিজ্য থেকে শুরু করে অপহরণ, গুম ও দখল বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। বেপরোয়া জীবনযাপন করত। কিন্তু জুলাই বিপ্লবের কারণে হঠাৎ ছন্দপতন হয় পুলিশের। কোনোভাবেই ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। জনগণের আস্থার জায়গায় ফিরতে পারছে না। মূলত পুলিশকে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে অপরাধ, সেখানেই তাদের উপস্থিতির জানান দিতে হবে। এতে মানুষের আস্থার জায়গা তৈরি হবে, পরিস্থিতিও উন্নতি হবে।

শেখ রেহানা ও তার সন্তানদের

তিনটি মামলায় শেখ রেহানা, তার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ও মেয়ে আজমিনা সিদ্দিককে প্রধান আসামি করা হয়েছে। তবে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সহযোগী আসামি করায় প্রতিটি মামলায় ১২ থেকে ১৩ জনকে আসামি করা হয়েছে। এর আগে রোববার (১২ জানুয়ারি) ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে পূর্বাচলে ৬০ কাঠা প্লট বরাদ্দ নেওয়ার প্রমাণ পাওয়ায় মামলা করে দুদক। দুই মামলার এজাহারে বলা হয়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ও পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে বহাল থাকাকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার অপর্যাপ্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্লট বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭নং সেক্টরের ২০৩নং রাস্তার প্লট নং ১৭ সায়মা ওয়াজেদের নামে বরাদ্দ নিয়ে এবং প্লটের বরাদ্দ দখলসহ রেজিস্ট্রি মূলে প্লট গ্রহণ করেছেন। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১৬১/১৬৩/১৬৪/৪০৯/১০৯ ধারা তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় মামলা করা হয়েছে। তবে মূল অভিযোগে রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারের বিশেষ ক্ষমতাবলে শেখ হাসিনার ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে নিজের ও ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, বোন শেখ রেহানা, বোনের ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ও মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকের নামে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২৭ সেক্টরের কূটনৈতিক জোনের ২০৩ নম্বর রোড থেকে ১০ কাঠা করে মোট ৬০ কাঠার ছয়টি প্লট বরাদ্দের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

এসি তানজিল ও কনস্টেবল

পুলিশের কনস্টেবল মো. আকরাম হোসেনকে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। আগামী ২০ জানুয়ারি তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করতে হবে। গতকাল সোমবার বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশন পক্ষে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। এর আগে গত ২০ জুলাই যাত্রাবাড়ীর কাজলা এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে কলেজছাত্র ইমাম হাসান তাইম মারা যান। তার মা মোসা. পারভীন আক্তার বাদী হয়ে ছেলে তাইমকে হত্যার অভিযোগে ওয়ারী বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, পুলিশের নির্দেশে বিক্ষোভকারীদের ওপর টিয়ারশেল ও গুলি চালানো হয়, যা তাইমের মৃত্যুর কারণ হয়। এদিকে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে গত ৫ আগস্ট কলেজছাত্র মো. হৃদয়কে অতি উৎসাহী হয়ে গুলি করে হত্যা করেন কনস্টেবল মো. আকরাম হোসেন। এ ঘটনায় হৃদয়ের ফুফাতো ভাই মো. ইব্রাহীম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। পুলিশের প্রতিবেদন অনুযায়ী, হৃদয় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। তাকে চড়-থাপ্পড় দেওয়ার এক পর্যায়ে আকরাম হোসেন গুলি করলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

বান্দরবানে দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত গৃহবধূ

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে দুর্বৃত্ত?দের গুলিতে উমেপ্রু মারমা (৩৪) নামে এক নারী আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল ১০টায় বান্দরবা?নের রোয়াংছ?ড়ির তারাছা ইউপির ক্ষেমাগ্রীপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহত উমেপ্রু মারমা বান্দরবান পৌরসভার বালাঘাটা রোয়াংছড়ি বাসস্টেশন এলাকার রোমেল তঞ্চঙ্গ্যার স্ত্রী। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয়রা জানান, রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের রুমা সীমান্তবর্তী ক্ষেমাগ্রীপাড়া এলাকায় জুমঘরে যাওয়ার পথে দুর্বৃত্তের গুলিতে উমেপ্রু গুলিবিদ্ধ হন। খবর পেয়ে আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বান্দরবান সদর হাসপাতালে এনে ভর্তি করায়। তারা আরও জানান, উমেপ্রু মারমা বান্দরবানে বসবাস করলেও তার বাবার বাড়ি ক্ষেমাগ্রীপাড়ায়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রোয়াংছড়ি থানার ডিউটি অফিসার শুভ্র দে জানান, গুলিবিদ্ধ নারীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে পাঠানো হবে।

পাঠ্যবইয়ে গ্রাফিতিতে সংযোজন করা ‘আদিবাসী’ শব্দ বাতিল হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের নবম ও দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে গ্রাফিতিতে সংযোজন করা ‘আদিবাসী’ শব্দ বাতিল করা হচ্ছে। সেখানে যুক্ত হচ্ছে নতুন একটি গ্রাফিতি। জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান বলেন, ‘আদিবাসী লেখা গ্রাফিতিটি বাদ যাচ্ছে। এছাড়া বইয়ের কোথাও আদিবাসী শব্দ নেই। এর আগে, গত রোববার ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের নবম ও দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও রাষ্ট্রদ্রোহী পরিভাষা উল্লেখ করে ‘আদিবাসী’ শব্দ বাতিল এবং রাষ্ট্রদ্রোহী এই ‘অপকর্মে’র সঙ্গে জড়িতদের অপসারণ ও শাস্তির দাবিতে এনসিটিবি ঘেরাও করে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এই বিক্ষোভের একদিনের মাথায় ‘আদিবাসী’ লেখা গ্রাফিতিটি বাদ দিয়ে নতুন গ্রাফিতি যুক্ত করছে এনসিটিবি।এদিকে, পাবর্তত্য জেলার নৃগোষ্ঠীরা আদিবাসী নয় নিজেদের জাতিগোষ্ঠীর আলাদা নামে অবিহিত করার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দাবি করেছেন। গত রোববার এনসিটিবি ঘেরাও করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা সরকারের কাছে পাঁচ দফা দাবি জানান। ওই দাবিগুলো হলো-

১. পাঠ্যপুস্তক থেকে রাষ্ট্রদ্রোহী ‘আদিবাসী’ শব্দ প্রত্যাহার, অখণ্ড ভারতের কল্পিত মানচিত্রের সব ধর্মীয় গাছের ছবি মুছে ফেলা, পরিমার্জন কমিটিতে থাকা দেশীয় মূল্যবোধবিরোধী ধর্মহীন রাখাল রাহা ওরফে সাজ্জাদকে অপসারণ, ‘আদিবাসী’ শব্দ অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করায় এনসিটিবির চেয়ারম্যান ও এর সঙ্গে যোগসাজশ থাকা কর্মকর্তাদের পদত্যাগ এবং তদন্ত কমিটির মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে ‘আদিবাসী’ শব্দ প্রবেশ সংযোজনের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের অপসারণ ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

২. অবাঙালিদের (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) আদিবাসী সম্বোধন করে কোনও বক্তব্য দেওয়া যাবে না, কোনও বই-পুস্তক ছাপানো যাবে না, লেখালেখি করা যাবে না, কোনও নাটক সিনেমা বা গল্প-কাহিনী রচনা করা যাবে না। বাঙালিদেরকেই বাংলাদেশের একমাত্র আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকতে হবে।

৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের (অবাঙালি) ‘আদিবাসী’ বলা ও প্রচারণাকে রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে।

৪. শিক্ষার কথিত মানোন্নয়নের নামে দেশের শিক্ষাখাতে আন্তর্জাতিক সংস্থা বা এনজিও থেকে তহবিল নেওয়া বন্ধ করতে হবে এবং বৈদেশিক তহবিলের নামে শিক্ষা কারিকুলামকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের মগজ বিক্রি করা যাবে না।

৫). দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পরিমার্জনে বিদেশি সংস্থা বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের থেকে শতভাগ প্রভাবমুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ‘স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি’র পরামর্শ ও প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে।

৪১ ঘণ্টা পর রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া সড়কে বাস চলাচল শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ৪১ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর রাজবাড়ী ও কু?ষ্টিয়া জেলার সড়কে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ৬টা থেকে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজবাড়ী জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সুকুমার ভৌমিক। এর আগে, শনিবার দুই জেলার পরিবহন শ্রমিকদের দ্বন্দ্বের জেরে দুপুর ১টা থেকে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। সুকুমার ভৌমিক বলেন, গতকাল (গত রোববার) রাজবাড়ী সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও পরিবহন শ্রমিক নেতাদের একটি গ্রুপ কুষ্টিয়ার নেতাদের সঙ্গে রাজবাড়ীর মাছপাড়াতে একটি মিটিং করে। ওই মিটিংয়ে উভয় জেলার মালিক ও শ্রমিক নেতাদের উপস্থিতিতে শ্রমিকদের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করা হয়। তিনি আরও বলেন, উভয় জেলার পরিবহন শ্রমিকদের দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তির পর গতকাল সোমবার সকাল ৬টা থেকে এই রুটে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়। জানা গেছে, গত শনিবার রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া সড়কের কুমারখালী গড়াই সেতু এলাকায় ট্রাক ও ভ্যানগাড়ির দুর্ঘটনার কারণে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। কুষ্টিয়া থেকে রাজবাড়ীর উদ্দেশে ছেড়ে আসা দুটি লোকাল বাস যানজটের মধ্যে পড়ে। যার একটি কুষ্টিয়া মালিকানাধীন ও অপরটি রাজবাড়ী মালিকানাধীন। যানজটমুক্ত হওয়ার পর রাজবাড়ী আসার সময় দুই বাস থেকে একসঙ্গে যাত্রী ডাকাডাকি করলে কুষ্টিয়া মালিকানাধীন বাসের শ্রমিকরা রাজবাড়ী মালিকানাধীন বাসের শ্রমিকদের মারধর করে। পরে বেলা ১১টার দিকে কুষ্টিয়ার বাসটি রাজবাড়ীর নতুন বাজার বাসস্ট্যান্ডে এলে ওই বাসের শ্রমিকদের রাজবাড়ী বাসের মার খাওয়া শ্রমিকরা মারধর করে। দুই বাসের শ্রমিকদের মারামারির জেরে শনিবার দুপুর ১টার দিকে কুষ্টিয়ার শ্রমিকরা কুষ্টিয়া বাস টার্মিনালে থাকা রাজবাড়ীর ১০টি বাস আটকে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়। তাদেরও সাতটি বাস রাজবাড়ীর দৌলতদিয়ায় আটকে রাখা হয়। এরপর থেকেই এ সড়কে লোকাল বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক এমপি হেনরী

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জান্নাত আরা হেনরীকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে হেনরীকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। গত ১ জানুয়ারি দুর্নীতির মামলায় হেনরীকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে দুদক। আদালত আসামির উপস্থিতিতে এ বিষয়ে শুনানির জন্য ৬ জানুয়ারি তারিখ ধার্য করেন। তবে ওইদিন হেনরীকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়নি। এ কারণে শুনানির জন্য ১৩ জানুয়ারি দিন ঠিক করেন আদালত। গতকাল সোমবার হেনরীকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। দুদকের পক্ষে প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত আসামিকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন। আবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক আসিফ আল মাহমুদ বলেন, হেনরীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও অপরাধমূলক অসদাচারণের মাধ্যমে ৫৭ কোটি ১৩ লাখ ৭ হাজার ২২৩ টাকা জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া ৩৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২ হাজার ২ কোটি ৬৬ লাখ ৬৬ হাজার ৫৭৭ টাকার এবং ১৩ কোটি ৭৮ লাখ ৪৬ মার্কিন ডলারের সন্দেহজনক লেনদেন করে মানিলন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ করেছে। দুর্নীতি ও ঘুষ সংঘটনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তির অবৈধ উৎস আড়ালের উদ্দেশ্যে ওই সব সম্পত্তি রূপান্তর বা স্থানান্তর করা হয়েছে। এদিকে গত রোববার একই আদালত হেনরীর নামে থাকা ৫৬ কোটি ৬৫ লাখ ১৯ হাজার ৯২ টাকার সম্পত্তি জব্দের আদেশ দেন। এর মধ্যে ১৯ দশমিক ৮২ একর জমি, তিনটি বাড়ি, দুটি ফ্ল্যাট, ১৯টি ব্যাংক একাউন্ট ও ১৬টি গাড়ি আছে।

বিপাকে দেড় কোটি টাকা নিয়ে ম্যানেজারের উধাও হয়ে যাওয়া ব্যাংকের গ্রাহকরা

স্টাফ রিপোর্টার : আজিজ কো-অপারেটিভ কমার্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স (এসিসিএফ) নামের কথিত ব্যাংকের গ্রাহকরা জমানো টাকা ফেরত না পেয়ে হতাশায় দিন পার করছেন। জমাকৃত আমানতের প্রায় দেড় কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে কথিত ওই ব্যাংকের ম্যানেজার জাহিদ শাহের বিরুদ্ধে। জাহিদ জেলা সদরের ইটাখোলা ইউনিয়নের ফকিরপাড়া গ্রামের জাকির হোসেন শাহের ছেলে এবং এসিসিএফ ব্যাংকের ম্যানেজার। নীলফামারী পৌর শহরের হাড়োয়া এলাকার বাসিন্দা ও ব্যাংকের গ্রাহক জহুরুল ইসলাম বলেন, আমি একজন গরিব মানুষ। কুলি-মজুরের কাজ করে যে টাকা পেয়েছি পুরোটাই এসিসিএফ ব্যাংকে রেখেছি। এক মাস আগে টাকা তুলতে গিয়ে দেখি ব্যাংক বন্ধ। আশপাশের লোকের মুখে শুনতে পাই, আমার মতো অনেকেই টাকার জন্য ঘুরতেছে। আমি মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য ওই ব্যাংকে ৬০ হাজার টাকা জমা রেখেছিলাম। এখন আসলও নাই, লাভও নাই। গলায় ফাঁস দিয়ে মরা ছাড়া কোনও উপায় নাই। আমি এর বিচার চাই। সদরের ইটাখোলা ইউনিয়নের ইটাখোলা গ্রামের গ্রাহক মনছুর রহমান বলেন, পাঁচ বছর আগে এক লাখ ১০ হাজার টাকা ম্যানেজার জাহিদের কথামতো রেখেছিলাম। সে আমার পরিচিত হওয়ায় কিছু লাভের আশায় সরল বিশ্বাসে আমার কষ্টের টাকা তার কাছে রেখেছি। আমার ভিটেমাটি কিছুই নাই, পরের জমিতে কাজ করে খাই। অনেক কষ্ট করে ছেলে মেয়েদের না খাইয়ে তার কথামতো (এসিসিএফ) টাকাটা জমা রেখেছিলাম। টাকা না পেলে বাড়িতে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। কারণ বাড়ির সবাই টাকা রাখতে মানা করেছিল। এখন তার ফল পাচ্ছি। জানা গেছে, কথিত এই ব্যাংকটি ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও মূল কার্যক্রম চালু হয় ২০১৮ সালে। জাহিদ ২০১৮ সাল থেকে ম্যানেজার হিসেবে ওই ব্যাংকে কর্মরত আছেন। ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকটি জেলা শহরের কিচেন মার্কেট বড় বাজার এলাকার সাব্বির ভিলার দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। গ্রাহকরা জানান, ২০১৮ সালে জুলাই মাসে শহরের কিচেন মার্কেটস্থ এলাকায় ব্যাংকের কার্যক্রম চালু করেন আলতাফ হোসেনসহ জাহিদুজ্জামান। তিনি ছয় জন কর্মচারী নিয়ে প্রায় ছয় বছর যাবৎ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। বর্তমানে এসিসিএফের গ্রাহকসংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাধিক। ব্যাংকটি বাজারসংলগ্ন হওয়ায় বড় বড় ব্যবসায়ী, এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ কৃষিশ্রমিকরাও তাদের পরিশ্রমের টাকা সেখানে জমা রাখতেন। সদরের ইটাখোলা ইউনিয়নের আব্দুল মজিদের ছেলে গ্রাহক শামিম মিয়া বলেন, আমরা তিন ভাই মিলে সাত লাখ ৫০ হাজার টাকা জমা রাখি। চুক্তি অনুযায়ী লাখে ১০০০ হাজার থেকে এক হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ প্রতিমাসে দেওয়ার কথা। এখন লাভ তো দূরের কথা আসল টাকাই পাচ্ছি না। সেই টাকার জন্য ঘুরতে ঘুরতে একপর্যায়ে আজ দেবো কাল দেবো বলে সময় ক্ষেপণ করতে থাকেন। এসে দেখি ব্যাংক বন্ধ। এ ছাড়াও শওকত আলীর ৩ লাখ, ওয়াজেদ আলীর ৪ লাখ, সুরত আলী ৭ লাখ, আমিনুর রহমান ৩ লাখ, আরব আলী শাহ এক লাখ ৮০ হাজার, আব্দুল মজিদ সাড়ে ৫ লাখ, জহুরুল ইসলামের ৬০ হাজার টাকাসহ একাধিক গ্রাহকের টাকা নিয়ে জাহিদ এখন উধাও। কিচেন মার্কেটের ব্যবসায়ী মাসুদ আলম বলেন, মেয়ের বিয়ের জন্য ওই শাখায় টাকা জমাতে থাকি। সেখানে আমার নামে এক লাখ ২৬ হাজার, মেয়ের নামে এক লাখ ৫০ হাজার, স্ত্রীর নামে এক লাখসহ মোট তিন লাখ ৭৬ হাজার টাকা জমা রাখি। ছল ছল চোখে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, আমাকে “কবর” দিয়েছে বাবা। মেয়েটার বিয়ে ভেঙে গেছে। এখন কোনও উপায় দেখছি না কী করবো। এদের আমি বিচার চাই। শুধু তাই নয়, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই শাখার একজন কর্মচারী জানান, বেশি মুনাফার লোভ দেখিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা নিয়ে ম্যানেজার নিজের কাজে রাখতেন। গ্রাহকরা এ বিষয়ে কিছুই জানতো না। এরপর ব্যাংকের কয়েকজন গ্রাহক সঞ্চয়ী হিসাব থেকে টাকা তুলতে এসে দেখেন তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা নেই। এতে ম্যানেজারের প্রতারণার বিষয়টি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে শতাধিক গ্রাহক টাকা ফেরত নিতে এসে দেখেন ব্যাংক বন্ধ। কানিজ ফাতেমা নামের এক ভুক্তভোগী গ্রাহক বলেন, নিজের ভবিষ্যতের জন্য ওই ব্যাংকে দুই লাখ টাকা রেখেছিলাম। গত পাঁচ আগস্টের আগে সাংসারিক প্রয়োজনে টাকা তুলতে গিয়ে দেখি গেটে তালা ঝুলছে। এই বিচার কাকে দেবো। আমারটা টাকা উদ্ধারের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাই। এদিকে, টাকা লোপাটের বিষয়টি জানাজানির পর গত এক বছর থেকে গ্রাহকরা ব্যাংকে এসে টাকা ফেরতের দাবি জানালে ম্যানেজার আজ দেবো কাল দেবো বলে টালবাহানা শুরু করেন। কিন্তু গত ৫ আগস্ট থেকে ব্যাংকের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে গা ঢাকা দিয়েছেন ম্যানেজার ও তার সহকর্মীরা। এ ব্যাপারে জেলা সমবায় কর্মকর্তা মশিউর রহমান জানান, কো-অপারেটিভ শব্দটি ব্যবহার করা হলে সেটি সমবায়ের মাধ্যমে নিবন্ধন করে একটি নির্দিষ্ট জেলায় শাখা চালাতে পারবে। যে জেলার জন্য নিবন্ধন শুধু সেই জেলায় কার্যক্রম চালাতে হবে। বাইরের কোনও জেলায় শাখা অফিস বসিয়ে ঋণদান কর্মসূচি চালানোর নিয়ম নেই। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার জানামতে নীলফামারীতে এ ধরনের ব্যাংকের কোনও নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। পুরোটাই আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে তারা ঋণদান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিল। যা সমবায় আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। এমনকি “ব্যাংক” শব্দটিও তারা লিখতে পারবে না। এসিসিএফ ব্যাংক অফিসের বাসার মালিক সাব্বির আহমেদ বলেন, এক বছর ধরে অফিস ভাড়ার টাকা পাচ্ছি না। এমনকি ব্যাংকে ২ লাখ টাকাও রেখেছি সেটাও পাচ্ছি না। এখন অফিস ভাড়া ও আমানতের টাকা রেখে পথে বসতে হয়েছে। বর্তমানে তারা ফোনও ধরে না। অফিসে তালা দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আমার টাকাসহ সকল গ্রাহকের টাকা ফেরত পেতে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই। অভিযুক্ত ব্যাংকের ম্যানেজার জাহিদুজ্জামান শাহ ফকিরকে তার মোবাইল নম্বরে একাধিকবার ফোন দিলেও রিসিভ করেননি। তাই অভিযোগের বিষয়ে তার কোনও বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। ২০১৭ সালে এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, আজিজ কো-অপারেটিভ কমার্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড দেশে অনুমোদনহীন ১১০ শাখা খুলে অবৈধ কার্যক্রম করছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, অতিরিক্ত মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে চলতি, সঞ্চয়ী ও বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী আমানত হিসেবে সংগ্রহ করছে এবং উচ্চহারে সুদ ঋণ দিচ্ছে। ওই প্রতিষ্ঠানটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনও ব্যাংক নয়, তাই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে কোনও ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম না করার জন্য সবাইকে সতর্ক করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সূত্র জানিয়েছে, দীর্ঘদিন থেকে আজিজ কো-অপারেটিভ ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তাদের সমিতির নামের এই ব্যাংকিং কার্যক্রমে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ ব্যাংক। তাদের আশঙ্কা, এভাবে নিয়ম না মেনে গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করায় তারা প্রতারিত হতে পারেন। এমনকি গ্রাহকরা হারিয়ে ফেলতে পারেন তাদের মূলধন। আইন অনুযায়ী সমবায় সমিতির নামের সঙ্গে ব্যাংক শব্দটি ব্যবহার করার সুযোগ নেই। কিন্তু আইনের তোয়াক্কা না করেই ব্যাংকিং কার্যক্রম চালাচ্ছে আজিজ কো-অপারেটিভ নামের সংগঠনটি। সমবায় সমিতির নিয়ম আইনে বলা হয়েছে, সমবায় সমিতিগুলো শুধু সদস্যদের চাঁদা গ্রহণ ও তাদের মাঝে তা বিতরণ করতে পারবে। আজিজ কো-অপারেটিভ নিয়ম ভেঙে ব্যাংকের মতোই সঞ্চয় গ্রহণ ও ঋণ বিতরণ করছে। সমবায় সমিতি হওয়ার পরেও ১১০টি শাখায় ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে আজিজ কো-অপারেটিভ।

সংঘর্ষের পর হল ছাড়লেন আনন্দমোহন কলেজের শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ ছাত্রাবাসের সিট নবায়নের ধার্যকৃত ফি-কে কেন্দ্র করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রদল কর্মীদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গত রোববার সন্ধ্যার আগে ঘটনার সূত্রপাত হয়। এর জেরে কলেজ ৩ দিনের বন্ধ ঘোষণা করে হল ছাড়ার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল সোমবার সকাল থেকেই সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্রাবাস ছেড়ে নিজেদের বাড়িঘরে ফেরেন। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ক্যাম্পাস ছাড়ার আগে শিক্ষার্থী কামরুল জানান, ছাত্রাবাসে অবস্থান করা শিক্ষার্থীদের হলের সিটের ফি কমানোর দাবি ছিল সম্পূর্ণ ন্যায্য। কিন্তু এই দাবিকে উপেক্ষা করে কলেজ কর্তৃপক্ষ সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে না বসে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মিটিং করায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্ষিপ্ত হয়। বিষয়টি নিয়ে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে। এরপর থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তিনি আরও বলেন, আবারও হামলার ঘটনা ঘটতে পারেড়এসব কারণে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই আমরা ছাত্রাবাসের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাড়িঘরে ফিরে যাচ্ছি। কলেজের পরিবেশ ঠিকঠাক হলে আবারও ফিরে আসবো। এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আমান উল্লাহ আমান জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীরা হল ছেড়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। গত রোববার দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনাটি সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। এরপরও যারা এর সঙ্গে জড়িত প্রশাসন তাদের খুঁজে বের করবে এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রাবাসের সিটের ফি কমানোর বিষয়টি আমাদের নজরে আছে এবং সবার সঙ্গে কথা বলে এর সমাধান করা হবে। প্রসঙ্গত, গত রোববার সন্ধ্যার পর আনন্দমোহন কলেজে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রদল নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাধারণ কলেজশিক্ষার্থীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয়পক্ষের ২০ জন আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাসে সেনাবাহিনী ও পুলিশ অবস্থান নেয়। জানা গেছে, প্রতিবছর হলের সিট নবায়ন বাবদ ৭ হাজার টাকা কলেজ কর্তৃপক্ষকে ফি হিসেবে দেওয়া হতো। কিন্তু শিক্ষার্থীরা সাড়ে ৫ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়ে আসছিল। সম্প্রতি কলেজ কর্তৃপক্ষ ৫০০ টাকা কমিয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা আবারও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আশিকুর রহমানের সঙ্গে ছাত্রদল কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাইব্যুনালে ২৫ জনের বিরুদ্ধে আবু সাইদের পরিবারের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে রংপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত আবু সাইদের পরিবার ২৫ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করেছে। গতকাল সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম গণমাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আবু সাইদের পরিবারের পক্ষ থেকে ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়েরের বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, আবু সাঈদের পরিবার রংপুরে একটি মামলা করেছেন। আমরা আগেও বলেছি লোকাল কোর্টে যতই মামলা হোক, যেহেতু এটা ক্রাইমস অ্যাগেনস্ট হিউমেনিটি তাই এই অভিযোগ যদি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আসে তাহলে সেটা প্রপার আবেদন হবে। তাজুল ইসলাম বলেন, সেই প্রেক্ষিতে উনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্রাইব্যুনালে এসেছেন।

তারা আজকে সেই ঘনটা গুলোর বর্ননা দিচ্ছেন এবং আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিচ্ছেন। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব। অভিযোগ দিতে আবু সাইদের বড় ভাই রমজান ও তার সঙ্গে ঘটনার সময় যে সব সহযোদ্ধারা ছিল তারা এসেছেন।

মালয়েশিয়ার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ

জানিয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, রমজান মাসে বাংলাদেশে ভোজ্যতেলের চাহিদা বেড়ে যায়। দেশে পামওয়েলের চাহিদাও রয়েছে। মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার বলেন, মালয়েশিয়া ইলেকট্রিক চিপস ও সেমিকন্ডাক্টর খাতে বিপুল বিনিয়োগ করেছে। এখাতে সেমি কন্ডাক্টর ডিজাইনারসহ প্রচুর দক্ষ জনবল প্রয়োজন। বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের তাদের দেশে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে দক্ষ করে সেখানে কাজের সুযোগ করে দিতে চায়। এসময় তিনি দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে সহযোগিতা বাড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দেন। হাইকমিশনার মোহাম্মদ শোহাদা অথমান আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী হালাল ফুডের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। মালয়েশিয়ায় হালাল ফুডের বাজার ১১৩ বিলয়ন ডলার। ২০৩১ সালে বিশ্বে এ বাজারের আকার দাড়াবে ৬ ট্রিলিয়ন ডলারে। মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উচিত হালাল ফুডের বাজার লক্ষ করে প্রস্তুতি নেওয়া। এসময় হাইকমিশনার হালাল ফুড প্রস্তুত ও সার্টিফিকেশনে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আবারও বাড়তে

কর্মীরা। আর এ কারণে ব্যাংক রেট বাড়লে বা কমলে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীর ঋণের খরচ বাড়ে বা কমে। বিগত ২০০৩ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ব্যাংক রেট ছিল ৫ শতাংশ। ২০২০ সালের জুলাইয়ে এক নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যাংক রেট কমিয়ে ৪ শতাংশে নামানো হয়। ওই বছরের ৩০ জুলাই রেপোর সুদহার কমিয়ে ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ আর রিভার্স রেপো সুদহার নির্ধারণ করা হয় ৪ শতাংশ। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ব্যাংক রেট ১০০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৪ শতাংশে নামানো হয়েছিল। মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকায় ২০২২ সালের ৩০ মে প্রথমে রেপোর সুদহার বাড়ানো হয়। রেপোর সুদহার ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ থেকে টানা ১৩ দফা বাড়িয়ে সর্বশেষ গত অক্টোবরে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। স্পেশাল রেপোর সুদহার ১১ দশমিক ৫০ শতাংশ এবং রিভার্স রেপোর সুদহার ৪ শতাংশ থেকে এখন সাড়ে ৮ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ৪ শতাংশ ব্যাংক রেট অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

সিগারেটের দাম কমপক্ষে ১০ শতাংশ

সংগঠনগুলোর দাবি অনুসারে কার্যকর করারোপ করা গেলে তার তুলনায় ১১ থেকে ২৮ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি রাজস্ব আয় করা সম্ভব হতো। উন্নয়ন সমন্বয়ের হেড অব প্রোগ্রামস শাহীন উল আলমের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে আরও ছিলেন সাবেক জাতীয় ফুটবলার কায়সার হামিদ, সাবেক জাতীয় ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. শাফিউন নাহিন শিমুল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) মানবিক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নাজমুল ইসলাম প্রমুখ।

বেনজীর এবং বড় মেয়ের আয়কর

আদালত দুদকের পৃথক দুই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এদিন দুই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কমিশনের উপপরিচালক হাফিজুল ইসলাম তাদের আয়কর নথি জব্দ চেয়ে আবেদন করেন। দুদকের পক্ষে প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত তাদের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দেন। উল্লেখ্য গত ৮ জানুয়ারি একই আদালত বেনজীরের স্ত্রী জিশান মির্জা ও ছোট মেয়ে তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীরের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দেন। এর আগে গত ১৫ ডিসেম্বর সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ এবং তার স্ত্রী-সন্তানদের বিরুদ্ধে চারটি মামলা করে দুদক। মামলার অভিযোগে বলা হয়, বেনজীর ৯ কোটি ৪৪ লাখ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং ২ কোটি ৬২ লাখ টাকা সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন। জীশান মীর্জা ৩১ কোটি ৬৯ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং ১৬ কোটি ১ লাখ টাকার তথ্য গোপন করেছেন। ফারহীন রিশতা বিনতে বেনজীর ৮ কোটি ৭৫ লাখ টাকা এবং তাহসীন রাইসা বিনতে বেনজীর ৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন।

বছরের পর বছর নিলামের অপেক্ষায়

আমদানি-রপ্তানির ৯২ শতাংশ পণ্য চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পরিবাহিত হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্য থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ বছরে প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে। বিধি অনুযায়ী কোনো পণ্য খালাসের পর ৩০ দিনের মধ্যে আমদানিকারক ডেলিভারি না নিলে তা নিলামযোগ্য হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সেগুলো নিলাম বা ধ্বংস করার এখতিয়ার চট্টগ্রাম কাস্টমসের রয়েছে। বিশ্বের সব বন্দরে কনটেইনার থেকে পণ্য নামিয়ে কনটেইনার খালি করে দিলেও এদেশে ব্যতিক্রম। তাছাড়া কনটেইনার নিলামে বিক্রি না হলে পণ্য ধ্বংস করার পর কনটেইনার ভাড়া বাবদ শিপিং কোম্পানিগুলো কোনো টাকা পায় না। তবে নিলামে বিক্রি করা হলে বিক্রির একটি অংশের টাকা শিপিং কোম্পানি পেয়ে থাকে। কিন্তু নিলামের চেয়ে ধ্বংসই বেশি হয়। আর তখন উল্টো টাকা দিয়ে ধ্বংস করতে হয়। বর্তমানে ২০ ফুটের একটি কনটেইনারের বাজারমূল্য প্রায় চার লাখ টাকা ও ৪০ ফুট কনটেইনারের মূল্য ৬ লাখ টাকা। আর ২০ ফুটের একটি ফ্রিজার কনটেইনারের মূল্য ৫০ লাখ টাকা ও ৪০ ফুটের ফ্রিজার কনটেইনারের মূল্য প্রায় ৬০ লাখ টাকা। ওসব কনটেইনার নষ্ট হলে শিপিং কোম্পানিগুলো আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নষ্ট হলে একটি কনটেইনার থেকে ক্ষতি গড়ে ৬ লাখ টাকা। তাহলে ৯ হাজার কনটেইনারে ক্ষতি ৫৪০ কোটি। আবার এক বছর ভয়েস করতে না পারলে একটি কনটেইনার বঞ্চিত হচ্ছে গড়ে ৭০ লাখ টাকা। তাহলে ৯ হাজার কনটেইনার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ৬ হাজার ৩০০ কোটি টাকা বছরে। ১৩ বছর আটকে থাকলে ক্ষতি ৮১ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। এ হিসাবে কনটেইনারগুলো যথাসময়ে খালি করতে না পারায় মোট ৮২ হাজার ৪৪০ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে আবার পণ্যের মূল্যও।

সূত্র আরো জানায়, কনটেইনারের পণ্য নিলাম বা ধ্বংস প্রক্রিয়ায় কাজটি চট্টগ্রাম কাস্টমস করে থাকে। সাধারণত প্রথম নিলামে ভিত্তি মূল্যের ৬০ শতাংশ দাম পাওয়া না গেলে দ্বিতীয় নিলামে ওঠে। দ্বিতীয় নিলামে আবার প্রথম নিলামের সমান মূল্য পাওয়া না গেলে তৃতীয় নিলামে যেতে হয়। এভাবেই নিলাম বিলম্বিত হচ্ছে। আবার কোনো পণ্যের ওপর মামলা থাকলে তা নিলামও করা যায় না। সব মিলিয়ে কাস্টমস চাইলেও পণ্য নিলাম বা ধ্বংস করতে পারে না। আবার পণ্য সরিয়ে কনটেইনার খালি করে দিলে পণ্যটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন পণ্যের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। তাছাড়া ওসব পণ্য রাখার পর্যাপ্ত জায়গারও বিষয় রয়েছে। সব মিলিয়ে তা সম্ভব নয়। এদিকে এ বিষয়ে বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ জানান, বছরের পর বছর কনটেইনার আটকে থাকায় শিপিং কোম্পানিগুলো এমনিতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের ওপর আবার রেফার কনটেইনারের বিদ্যুৎ বিল বাড়তি বোঝা। আবার কখনো রেফার কনটেইনারগুলো দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারণে অকেজো হয়ে যায়। তখন তো শিপিং কোম্পানিগুলোর পুরোটাই লস।

অন্যদিকে এ বিষয়ে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব ওমর ফারুক জানান, বন্দর কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের (৩০ দিন) পর কাস্টমসের কাছে পণ্যসহ কনটেইনারগুলোর ডকুমেন্টারি হস্তান্তর করে। কিন্তু বাস্তবে সেগুলো বন্দরের জেটিতে রয়ে যায়। পদ্ধতিগত নানা জটিলতায় পণ্যগুলো নিলাম বা ধ্বংস প্রক্রিয়া বিলম্বের কারণে বন্দর কর্তৃপক্ষ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি এর সঙ্গে জড়িত শিপিং কোম্পানিসহ সংশ্লিষ্টরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশ্ববাজারে বেড়েছে

এই নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়ার তেলের মূল ক্রেতা চীন ও ভারতের তেল কেনা ব্যাহত হবে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, তারা হয়তো আবারও মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল কেনা বাড়াতে বাধ্য হবে। এ কারণে তাদের কেনা তেলের দাম বাড়বে, এমনটাই অভিমত বিশ্লেষক ও ব্যবসায়ীদের। রয়টার্সের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিশেষ করে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় তেলবাহী ট্যাংকারের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার পর রাশিয়ার তেল-বাণিজ্যে এর প্রভাব পড়বে। কারণ, এসব ট্যাংকারের মধ্যে অনেক ট্যাংকার ভারত ও চীনে তেল সরবরাহ করত। এমনকি এগুলোর মধ্যে কিছু ট্যাংকার ইরানের তেলও পরিবহন করত। এ ছাড়া শীতকালে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের চাহিদা বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে বাড়ে দামও। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন দাম কম থাকার পর ২০২১ সাল থেকে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়তে শুরু করে। পরে ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি সর্বোচ্চ বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৯ মার্কিন ডলারে। একইসঙ্গে সে বছর গড়ে তেলের দাম ১০০ ডলারের ওপরে ওঠে। এরপর থেকে অবশ্য দাম কমতে শুরু করে। যারই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালে ব্যারেলপ্রতি অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম হয় ৯৮ মার্কিন ডলার। আর গড় দাম ছিল ৮৩ ডলার। এরপর থেকে তেলের দাম বাড়ানোর জন্য জ্বালানি তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর প্রভাবশালী সংগঠন ওপেকের পক্ষ নানান সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও দাম তেমন একটা বাড়েনি। এমনকি মধ্যপ্রাচ্যে হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও তেলের দামে সেই অর্থে কোনো প্রভাব পড়েনি। কিন্তু নতুন এই মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে তেলের দাম।

গাজীপুরে শিক্ষককে মারধর করা

না রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন ইতোমধ্যে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, গত রোববার সকালে কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় বঙ্গবন্ধু সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের অফিসকক্ষে বশির উদ্দিন ও প্রধান শিক্ষক আনন্দ কুমার গল্প করছিলেন। এ সময় গাজীপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদুল ইসলাম রনির নেতৃত্বে উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিপন আহমেদ, যুবদল কর্মী রাকিব হাসানসহ কয়েকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে বিদ্যালয়ের অফিসকক্ষে প্রবেশ করেন। তারা ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষক বশির উদ্দিনকে জোর করে ধরে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে নিয়ে যান। সেখানে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয়। তখন জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদুল ইসলাম রনিসহ তার ১৫-২০ জন সহযোগী উপস্থিত ছিলেন। এ সময় শিক্ষককে রক্ষা করতে গেলে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী রিজভী আহমেদ সজিবকেও মারধর করা হয়। পরে বিদ্যালয়ের দফতরিসহ স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

শিক্ষককে মারধরের ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পর সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় এবং নিন্দার ঝড় ওঠে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় চাপা ক্ষোভ। অভিযুক্তদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি তোলে সচেতন মহল।

রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে কিছু পণ্যে

বাম্পার ফলন হলে চাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে না। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম দায়িত্ব বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সেই খাদ্য সঠিকভাবে পৌঁছানো। দেশের চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে আমদানি কার্যক্রম সহায়ক হবে। ওএমএস-এর সুবিধা বাড়ানোর চিন্তা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে প্রতি উপজেলায় দুই টন করে চাল দেওয়া হয়েছে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে আগামী দুই মাস দেশের ৫০ লাখ উপকারভোগী মাত্র ১৫ টাকা কেজিতে ৩০ কেজি করে চাল পাবেন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আলী ইমাম মজুমদার বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে কিছু অনিয়ম রয়েছে, সেই সম্পর্কে দুদক অনুসন্ধান করছে। ভবিষ্যতে এ অনুসন্ধান চলবে। এসময় মাদারীপুর জেলা প্রশাসক ইয়াসমিন আক্তার, পুলিশ সুপার মো. সাইফুজ্জামান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মো. হাবিবুল আলমসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

তিতুমীর এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত,

রুটের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'সোমবার সকালে রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ও বিরতিহীন বনলতা এক্সপ্রেস ছেড়ে যেতে পারেনি। এ ছাড়া মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেন হরিয়ান স্টেশনে আটকে পড়ে। উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার পর তিন থেকে চার ঘণ্টা বিলম্বে সব ট্রেন চলাচল শুরু করে। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আবদুর রশিদ বলেন, 'উদ্ধারে রেলওয়ের কর্মীরা কাজ করেছেন। স্টেশনে থেমে থাকা ট্রেনগুলো পর্যায়ক্রমে ছেড়ে যাওয়ায় যাতায়াত পথ স্বাভাবিক হচ্ছে।

গণভবনে মিলেছে টিউলিপের

ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে। টিউলিপের বিরুদ্ধে হাসিনা সরকারের দুর্নীতি থেকে সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত শনিবার দ্য টাইমস হাসিনার বাসভবন গণভবনে প্রবেশের অনুমোদন পায়। সেখানে গিয়ে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে টিউলিপের প্রচারপত্রও দেখতে পায়। গণভবনে বহু কক্ষ রয়েছে। ১৮ একর বাগানও রয়েছে। রয়েছে একটি লেকও। সেই লেকেই হাসিনা মাছ ধরতেন। কাছাকাছিই জাতীয় সংসদ ভবন। হাসিনার পতনের পর বিক্ষুব্ধ জনতা গণভবনে লুটপাট চালায়। তারা বিভিন্ন ফার্নিচার, অর্থ, ফ্রিজ, শাড়ি, গয়না, দামি মাছ-মাংস নিয়ে যায়। এরপরও অনেক জিনিস ধুলা-ধ্বংসাবশেষর মধ্যেই সেখানে পড়ে রয়েছে। কিছু জিনিস ফেরত এসেছে এবং সেগুলো একটি আলাদা ঘরে রাখা আছে। গণভবনে একটি নোট পাওয়া গেছে, যাতে বিশিষ্ট এক ব্রিটিশ ব্যারিস্টারের আইনি পরামর্শ ছিল। হাসিনার শাসনব্যবস্থা নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রকাশনা বন্ধের বিষয়েই ওই ব্রিটিশ ব্যারিস্টার আইনি পরামর্শ দেন। পাশেই পড়ে ছিল বিদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার আবেদন ফরম। গণভবনে একটি সিঁড়ির ওপরের অংশে টিউলিপ সম্পর্কিত কিছু জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি ছিল ধন্যবাদপত্র। হ্যাম্পস্টেড ও কিলবার্নের এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি স্থানীয় লেবার পার্টি সদস্যদের উদ্দেশে ওই ধন্যবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন। আরেকটি ছিল টিউলিপের ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন, যেখানে তিনি জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটের শিকার মানুষের সাহায্যের বিষয়টি তুলে ধরেন। টিউলিপ এর আগে বারবার তার খালার শাসন থেকে নিজেকে আলাদা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। ২০১৭ সালে তিনি বলেছিলেন, তারা কখনোই রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেননি। হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে এক ব্যারিস্টার গুম হওয়ার বিষয়ে ওই বছর টিউলিপকে প্রশ্ন করেছিলেন এক ব্রিটিশ সাংবাদিক। এতে ক্ষেপে গিয়ে তিনি ওই অন্তঃসত্ত্বা সাংবাদিককে হুমকি দেন এবং পুলিশে অভিযোগও করেন। সম্প্রতি ফ্ল্যাট বিতর্কেও নাম এসেছে টিউলিপের। যুক্তরাজ্যে একাধিক ফ্ল্যাট তিনি বা তার পরিবার হাসিনার রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠদের কাছ থেকে পাওয়ার বিষয়টিও সামনে এসেছে। বাংলাদেশেও টিউলিপের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চলছে। এমন পরিস্থিতিতে তার পদত্যাগের দাবিও উঠেছে।

ইভিএম প্রকল্পে গচ্চা

করা কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশনও। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে শুরুতে দেড়শ আসনে ইভিএমে ভোট করার পরিকল্পনা নেয় তারা। সেজন্য নির্বাচন সামনে রেখে অকেজো মেশিন মেরামত, সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য তারা ৮ হাজার ৭১১ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব দেয় সরকারের কাছে। তবে ওই সময় চরম অর্থনৈতিক সংকট থাকায় সরকার সেটি নাকচ করে দিতে বাধ্য হয়। তবে বড় প্রকল্প বাতিল হয়ে গেলেও বসে থাকেনি কমিশন। ফলে হাতে থাকা পুরোনো ইভিএমগুলো সচল রাখতে আবারো ১ হাজার ২৫৯ কোটি ৯০ লাখ টাকার চাহিদাপত্র দেয় আউয়াল কমিশন। ইভিএম মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ চেয়ে চিঠি চালাচালি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একাধিক বৈঠকের পরও ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে চরম হতাশ হয় সংস্থাটি। আর ৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে কোনো আসনেই ইভিএমে ভোট গ্রহণ না করে সব আসনেই ব্যালটে ভোট নেয়া হয়। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকা ইভিএমগুলো বর্তমানে ময়লা আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে।

টিউলিপের পর এবার যুক্তরাজ্যে

পুত্রবধূ শাজরেহ রহমানের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করেছে।শনিবার সেই খবর প্রকাশ করে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল এক প্রতিবেদনে লিখেছে, শায়ান ব্রিটিশ মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের 'পারিবারিক বন্ধু'। তিনি বাংলাদেশের 'ধনকুবের' সালমান এফ রহমানের ছেলে। দুর্নীতির অভিযোগ বাংলাদেশে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, টিউলিপের খালা শেখ হাসিনা লন্ডনে এলে শায়ানের ১৩ মিলিয়ন পাউন্ডের বাড়িতে 'বিনাভাড়ায়' থাকতেন। টিউলিপের মা শেখ রেহানা লন্ডনের গোল্ডার্স গ্রিনে যে বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকেন, সেটির মালিক শায়ান রহমানের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অফেশোর কোম্পানি। ডেইলি মেইল আরো জানিয়েছে, দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে ব্রিটিশ রাজা চার্লসের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় দাতব্য সংস্থা 'ব্রিটিশ এশিয়ান ট্রাস্ট'। শায়ান রহমান বর্তমানে এই সংস্থার উপদেষ্টা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

একসময় তিনি তাদের পারিবারিক ব্যবসা বেক্সিমকো গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ছিলেন। তবে, ব্রিটিশ এশিয়ান ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে এখনও তার পরিচয় বেক্সিমকো গ্রুপের সিইও হিসেবে উল্লেখ করা রয়েছে। শায়ানের প্রশংসা করে বাকিংহাম প্যালেসের এক নৈশভোজে রাজা চার্লস বলেছিলেন, "আমাদের সঙ্গে যারা কাজ করে, আমরা তাদের মতোই ভালো। তাই আমি আনন্দিত যে, শায়ান রহমান বাংলাদেশে আমাদের নতুন প্রকল্পটি দেখভাল করার পাশাপাশি তাতে সহযোগিতা করবেন।"ডেইলি মেইল লিখেছে, দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পরও ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পদে বহাল আছেন শায়ান। এ বিষয়ে এক বিবৃতিতে ব্রিটিশ এশিয়ান ট্রাস্ট বলেছে, "আমরা শায়ান রহমানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে অবগত। আমরা বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহের দিকে নজর রাখছি।" অভিযোগের বিষয়ে শায়ানের এক মুখপাত্রের বক্তব্যও তুলে ধরেছে ডেইলি মেইল। তিনি বলেন, "শায়ান রহমানের জন্ম যুক্তরাজ্যে। তিনি একজন ব্রিটিশ নাগরিক এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী। তিনি কিংবা তার স্ত্রী কখনো কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হননি।" "সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে অন্য ৩০০ জনের সঙ্গে কেবল বাংলাদেশেই তাদের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। এটা পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ।"

দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা না করলে

উল্লেখ করে কর্নেল অলি আহমদ বলেন, আমরা সংস্কার চাই। গত ৬ মাসে কোনো দুর্নীতিবাজ-লুটেরাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখিনি। আশানুরূপ সংস্কার কাজে অগ্রগতি না হওয়ায় জাতি হতাশ। জাতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে অনেক কিছু আশা করেছিল। আমি মনে করি তারা অপারগ। তাদের সেই দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মস্পৃহা নেই। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা চলছে অভিযোগ করে এলডিপি সভাপতি বলেন, এভাবে চলতে থাকলে বর্তমান সরকার জনরোষে পড়বে। বর্তমান সরকারের উপদেষ্টারা ঠিকমতো তাদের দায়িত্ব পালন করছে না।

জবির অনশনরত ১৪ শিক্ষার্থী অসুস্থ

স্টাডিজ বিভাগের ১৫ ব্যাচের ফয়সাল মুরাদ, আশিকুর রহমান আকাশ, ফেরদৌস শেখ, জুবায়ের রিওন, শের আলী, সোহাগ আহমেদ ও শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি একেএম রাকিব। এ বিষয়ে মেডিকেল সেন্টারের সিনিয়র অফিসার মো. রাকিব হোসেন বলেন, অসুস্থদের তানজিলের ব্লাড প্রেসার কমে গেছে। দুপুরের পর থেকে তার প্রস্রাবও হয়নি, শরীরে পানিশূন্যতাও দেখা দিয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে, স্যালাইন লাগিয়ে রাখা হয়েছে। আর অন্যদের মধ্যে তাওহীদের ব্লাড প্রেসার কিছুটা বেড়েছে। আপাতত তাকে স্যালাইন দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে বলেও জানান রাকিব হোসেন। তিনি জানান, অন্যদের মধ্যে ফয়সালের চোখ দেবে গেছে, তাকেও স্যালাইন দিতে হবে। রাকিব হোসেন বলেন, সবমিলিয়ে এখন পর্যন্ত অসুস্থ হয়েছেন ১৪ জন। তাদের আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর ন্যাশনাল মেডিক্যালে রেফার করেছি।

আশুলিয়ায় পাওনা টাকার দাবিতে

বিষয়টি নিয়ে গত রোববার ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়। সেখানে শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী পাওনাদি পরিশোধে রাজি নয় মালিকপক্ষ। ফলে গত রোববার কোনো সমাধান হয়নি। তাই গতকাল সোমবার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে। আবার শ্রমিক প্রতিনিধি, মালিকপক্ষ, পুলিশ ও বিজিএমইএ সঙ্গে আলোচনা চলছে।

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ব্রাজিলের

আমীর ও সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মা'ছুম, মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, মাওলানা আবদুল হালিম ও এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব মোবারক হোসাইন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমীর জনাব মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন।

মমতাজ উদ্দিনের জামিন আপাতত

মেহেদীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উত্তরা পশ্চিম থানার ওসি মো. হাফিজুর রহমান বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে উত্তরা থেকে মমতাজ উদ্দিন মেহেদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি বলেন, মমতাজ উদ্দিন মেহেদীর মোবাইল ফোনে আওয়ামী লীগের 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার' কর্মসূচির নামে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা চেষ্টার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন গ্রুপে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ ঘটনায় অ্যাডভোকেট মেহেদীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে একটি মামলা হয়। এছাড়া তার বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যার অভিযোগে মামলাও রয়েছে।

আবারো সচিবালয়ের সামনে অবস্থান

অবস্থান কর্মসূচি পালন রেন। তাদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রসচিব দেখা করে দাবির বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশ উপ-পরিদর্শকদের বিষয়ে দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখতে না পাওয়ায় তারা এসেছেন। সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত তাদের এ কর্মসূচি চলবে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশ এক উপ-পরিদর্শক বলেন, ২০২৩ সালের ৪ নভেম্বর ট্রেনিংয়ে অংশ নিই। আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হয় ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর। আমাকে বলা হচ্ছে, ক্লাসে অমনোযোগী এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। কিন্তু আমি অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় ১০০ জনের মধ্যে ছিলাম। অমনোযোগী থাকলে তো এমন ফল হওয়ার কথা নয়। আরেকজন বলেন, আমরা এক বছর অনেক ত্যাগ স্বীকার করে প্রায় বিনা বেতনে ট্রেনিং করেছি। যখন চাকরিতে নিয়মিত হবো, ঠিক তখনই আমাদের বাদ দেওয়া হলো। তুচ্ছ অভিযোগে আমাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। পুলিশ একাডেমি সারদার ইতিহাসে একসঙ্গে এতজনকে অব্যাহতি দেওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন। ৪০তম ক্যাডেট এসআই ব্যাচে প্রশিক্ষণের জন্য মোট ৮২৩ জন ছিলেন। তারা ২০২৩ সালের ৪ নভেম্বর থেকে রাজশাহীর সারদায় পুলিশ একাডেমিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু করেন। তাদের মধ্যে তিন ধাপে ৩১৩ জন এসআইকে মাঠে ও ক্লাসে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তুলে শোকজ করে একাডেমি। এরইমধ্যে তাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সাড়ে ৪ কোটি টাকার কষ্টিপাথর প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে হস্তান্তর

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে সাড়ে ৪ কোটি টাকা মূল্যের কষ্টিপাথর (শিব লিঙ্গ) প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। পাথরটির উচ্চতা ১০ ইঞ্চি এবং ওজন ৪.৪৮৬ গ্রাম। গতকাল সোমবার সকালে জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ শাহীন উদ্দিন কষ্টি পাথরটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক দপ্তরের গবেষণা সহকারী ওমর ফারুকের কাছে হস্তান্তর করেন। গত ৯ জানুয়ারি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম ও সিলেট আঞ্চলিক দপ্তর পরিচালক একেএম সাইফুর রহমান আদেশে গবেষণা সহকারী ফারুক আদালত থেকে কষ্টিপাথরটি গ্রহণ করেন। আদালত সূত্র জানায়, ২০১৭ সালের ১০ এপ্রিল রাতে রামগঞ্জ থানার একাধিক মামলার আসামি সুমন মজুমদারকে গ্রেপ্তার করতে হরিসভা ব্রিজ এলাকায় তার বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। তাকে বাড়িতে না পেয়ে আসার পথে নতুন মাটি খোড়া ও একটি বস্তার অংশবিশেষ দেখা যায়। পরে বোমা অথবা মাদকদ্রব্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে সন্দেহে স্থানীয়দের উপস্থিতিতে মাটি খুঁড়লে চটের বস্তার ভেতর কষ্টিপাথরটি পাওয়া যায়। পরে তা ঢাকায় পাঠিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। রামগঞ্জ থানার তখনকার এসআই জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে ইব্রাহিম মজুমদার, সুমন মজুমদার ও আব্দুস ছাত্তারের নামে মামলা দায়ের করেন। ২০২১ সালের ৩০ জানুয়ারি আদালতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে তদন্তকারী কর্মকর্তা। দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে ২০২৪ সালের ২১ মে সিনিয়র দায়রা জজ মোহাম্মদ শাহীন উদ্দিন মামলার রায় দেন। এতে আসামিদের প্রত্যেককে ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ১০ দিনের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে কষ্টিপাথরের পুরাকীর্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশসহ যথাযথ নিয়ম অনুসারে প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করতে লক্ষ্মীপুর আদালতের মালখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন বিচারক।

চাঁদপুরে স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার পর স্বামীর আত্মহত্যার চেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরে স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার পর স্বামীর আত্মহত্যার চেষ্টা চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার নারায়ণপুর শাহারপাড় এলাকায় স্ত্রী লাকী বেগমকে (২৫) ছুরিকাঘাতে হত্যার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন স্বামী মোস্তফা মিয়া (৪৫)। গতকাল সোমবার সকালে খবর পেয়ে মতলব দক্ষিণ থানা পুলিশ শাহারপাড় এলাকায় স্ত্রীর লাশ উদ্ধার ও স্বামীকে আটক করে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে পাঠায়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য সেখান থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হত্যার শিকার লাকী সারপাড় গ্রামের আন্দী প্রধানীয়া বাড়ির মৃত নজরুল প্রধানীয়ার মেয়ে। লাকীর ৬ বছর বয়সী একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। আহত অবস্থায় মোস্তফা মিয়া জানান, তার স্ত্রী মোবাইল ফোনে ভিডিও কলে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এতে রাত থেকে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। সকালে পুনরায় কথা কাটাকাটি শুরু হলে স্বামী মোস্তফা ক্ষিপ্ত হয়ে ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে আঘাত করেন। পরে সেই ছুরি দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করেন। স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, স্ত্রীর পরকীয়ার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ দেখা দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত করে। গ্রেপ্তার মোস্তফা মিয়া কুমিল্লা জেলার তিতাস থানার জগতপুর গ্রামের অটোরিকশাচালক। তাদের ২০০৯ সালে বিয়ে হয়। দাম্পত্য জীবনে এক ছেলে সন্তান রয়েছে। মতলব শাহারপাড় এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তারা। মতলব দক্ষিণ থানার ওসি সালেহ আহম্মেদ বলেন, স্ত্রীকে হত্যার পর স্বামী তার পেটে ছুরিকাঘাত করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ পাহারায় তার চিকিৎসা চলছে। এ বিষয় হত্যা মামলা দায়ের করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিসিসির ১৬০ পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) ১৬০ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় নগর ভবনের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ সময় শ্রমিকরা বলেন, কোনো ধরনের কারণ দর্শানো কিংবা কোনো ধরনের নোটিশ না দিয়ে ১৬০ শ্রমিককে আকস্মিক ছাঁটাই করা হয়েছে। হঠাৎ চাকরি চলে যাওয়ায় এখন তারা অসহায়। অন্য কোনো পেশার সঙ্গে জড়িত না থাকায় তাৎক্ষণিক বিকল্প কিছু করারও সুযোগ নেই। তাই চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য নগর ভবনের কর্মকর্তাদের দারে দারে গিয়েও ফিরে আসছেন ছাঁটাইকৃতরা। এ সময় বক্তারা ছাঁটাইকৃতদের পুনর্বহালের পাশাপাশি ১ নভেম্বর থেকে সরকার নির্ধারিত বেতন দেওয়ার দাবিও জানান। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা। আয়োজিত মানববন্ধনে বরিশাল সিটি করপোরেশনের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও ছাঁটাইকৃত শ্রমিকরা বক্তব্য দেন। যদিও এ বিষয়ে সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেয়নি। তবে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ছাঁটাইকৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই দীর্ঘদিন ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত, নয়তো দায়িত্বরত কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছিলেন না।

বান্দরবানে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নারী আহত

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানে দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে উমে প্রু মারমা (৩৪) নামে এক নারী গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকালে বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গম হিমাগ্রী পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহত উমে প্রু স্থানীয় রুমেল তঞ্চঙ্গার স্ত্রী। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা যায়, গত রোববার উমে প্রু মারমা বান্দরবান সদর থেকে একটি সালিশ বৈঠকে অংশ নিতে রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গম হিমাগ্রী পাড়ায় গিয়েছিলেন। ভোরে তিনি খামার বাড়িতে কাজ করতে যাওয়ার সময় হঠাৎ দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে তিনি আহত হন। এসময় তার চিৎকারে এলাকাবাসী জড়ো হয়ে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে বান্দরবান সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। পরে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে প্রথমে বান্দরবান সদর হাসপাতালে ও পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। বান্দরবানের রোয়াংছড়ি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসআই শুভ্র মুকুল চৌধুরী জানান, ঘটনার বিস্তারিত অনুসন্ধানে পুলিশ কাজ করছে।

যুবককে কুপিয়ে-চোখ উপড়ে হত্যা: চেয়ারম্যানকে আসামি করে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুর সদরের কানাইপুরে ওবায়দুর রহমান (৩২) নামে এক যুবককে পিটিয়ে, কুপিয়ে ও চোখ উপড়ে হত্যাকাণ্ডে কোতোয়ালি থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে। মামলায় খায়রুজ্জামান খাজাকে প্রধান আসামি ও তার ভাই কানাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান শাহ মোহাম্মদ আলতাফ হুসাইনসহ ১৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ মামলায় অজ্ঞাত আরও ১০-১৫ জনকে আসামি করা হয়। গতকাল সোমবার সকালে ফরিদপুরের কোতোয়ালি থানার ওসি মো. আসাদউজ্জামান মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গত শনিবার দিবাগত রাতে নিহত ওবায়দুর রহমানের মা রেখা বেগম বাদী হয়ে হত্যা মামলাটি করেন। এর আগে গত শুক্রবার বিকেলে ফরিদপুর সদর উপজেলার কানাইপুর মমতাজ ফিলিং স্টেশনে মোটরসাইকেলের তেল আনতে গেলে সেখান থেকে অটোরিকশায় তুলে নিয়ে ওবায়দুর রহমান খানকে কুপিয়ে পিটিয়ে চোখ উপড়ে ফেলে আসামিরা। নিহত ওবায়দুর রহমান সদর উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের ঝাউখোলা গ্রামের বিল্লাল খানের ছোট ছেলে। পেশায় তিনি একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। নিহতের স্ত্রী সুইটি বেগম বলেন, আমার স্বামী অন্যায়ের প্রতিবাদ করতো এটাই তার অপরাধ। একারনে তাকে জীবন দিতে হলো। আমার বিয়ে হয়েছে দুই বছর হলো। ৬ মাস বয়সী একটি সন্তান আছে। আমার সন্তান বাবা ডাকার আগেই তার বাবা চলে গেলো। তিনি আরো বলেন, আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর সে বলেছিল আমাকে প্রাণে মারিস না, প্রয়োজন হলে হাত পা কেটে দে। কিন্তু ওরা তা শুনেনি। আমার স্বামীর প্রাণটাই নিয়ে নিলো। খাজাসহ যারা এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে ফাঁসির দাবি জানান তিনি। ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ওসি মো. আসাদউজ্জামান জানান, যুবক ওবায়দুর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তার মা রেখা বেগম বাদী হয়ে মামলা করেছেন। খায়রুজ্জামান ওরফে খাজাকে প্রধান আসামি করে কানাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ১০-১৫ জনের নামে মামলা হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকেই পুলিশের একাধিক টিম হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছে। ঘটনার পর থেকে আসামিরা গা ঢাকা দিয়েছে। আশা করছি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে পারবো।

ট্রাক উল্টে বাড়িতে: ঘুমন্ত নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে বসতবাড়িকে চাপা দিলে ঘুমন্ত অবস্থায় নুরি বেগম নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। এসময় সেখানে থাকা তার তিন বছরের নাতি আব্দুল্লাহকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। গতকাল সোমবার ভোরে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কের হাতীবান্ধা উপজেলার পাটিকাপাড়া বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, পাটিকাপাড়া বটতলা এলাকায় মহাসড়কের পাশে একটি ঝুপড়ি ঘরে নুরি বেগম ও তিন বছরের ছেলে আব্দুল্লাহকে রেখে স্ত্রীকে নিয়ে কাজের সন্ধানে ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছেন সাগর হোসেন। প্রতিদিনের মতো গত রোববার রাতের খাবার খেয়ে দাদি-নাতি নিজেদের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন। ভোরে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে ওই ঝুপড়ি ঘরটিকে চাপা দেয়। এতে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে আটকে যান দাদি-নাতি। খবর পেয়ে হাতীবান্ধা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল গিয়ে দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আব্দুল্লাহকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। তবে নুরি বেগমকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হাতীবান্ধা থানার ওসি মাহমুদুন-নবী ও পাটিকাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মুজিবুল আলম সাদাত এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বরিশালে রিকশাচালক রমজান হত্যা মামলায় ২ ভাই গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালে রিকশা চালক রমজান মৃধা (৩০) হত্যার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় প্রধান দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গতকাল সোমবার সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে র‍্যাব-৮ এর মিডিয়া সেল। এরআগে সহায়তায় ঢাকা জেলার সাভার থানাধীন পূর্ব রাজাশন পুলু মার্কেট এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তাররা হলেন- বরিশাল নগরের কাউনিয়া থানাধীন পলাশপুর এলাকার বাসিন্দা মালেক (৪৫) ও তার ছোট ভাই কাদের (৪০)। নিহতের পরিবারের সদস্যদের বরাতে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব জানায়, রিকশাচালক রমজান মৃধা বরিশাল নগরের কাউনিয়া থানাধীন পলাশপুর এলাকার বাসিন্দা। তাকে গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টার দিকে স্থানীয় মামুন নামে এক ব্যক্তি বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর থেকে রমজানের সঙ্গে তার স্বজনদের কারো কোনো যোগাযোগ হয়নি। দুইদিন অতিবাহিত হলেও বাড়িতে না ফেরায় রমজানের স্বজনেরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। এদিকে ১ অক্টোবর বিকেল সোয়া ৪টার দিকে কাউনিয়া থানাধীন পলাশপুর ৭ নং গুচ্ছগ্রামে ডোবার মধ্যে একজন ব্যক্তির লাশ পাওয়া যায়। পুলিশ লাশটিকে উদ্ধার করে শেরে-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। অপরদিকে উদ্ধার হওয়া মরদহটি মো. রমজান মৃধার বলে পরিবার শনাক্ত করে, পাশাপাশি এ ঘটনায় ৩ অক্টোবর রমজানের মা বেবী বেগম বাদী হয়ে কাউনিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। র‍্যাব জানায়, মামলার তদন্তকারী পুলিশের কর্মকর্তা মামলাটি তদন্ত করে গ্রেপ্তার মালেক ও কাদেরের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সম্পৃক্ততার বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং তাদের গ্রেপ্তারের জন্য অধিনায়ক র‍্যাব-৮ এর কাছে অভিযোপত্র পাঠায়। যার ধারাবাহিকতায় র‍্যাব-৮ এর সদর কোম্পানি ছায়াতদন্ত ও গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে র‍্যাব-৪ এর সিপিসি-২ এর সহায়তায় ঢাকা জেলার সাভার থানাধীন পূর্ব রাজাশন পুলু মার্কেট এলাকা থেকে মালেক ও কাদেরকে গ্রেপ্তার করে। কাউনিয়া থানার ওসি মো: নাজমুল নিশাত জানান, র‍্যাবের সহযোগিতায় রমজান মৃধা হত্যা মামলার দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে পাঠানো হবে। ওসি বলেন, এ নিয়ে এ মামলায় ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো। আর সর্বশেষ দুইজনের মধ্যে মালেক এজাহারভুক্ত আসামি, তবে রমজান হত্যার ঘটনার পর মালেক ও তার ভাই কাদের তাদের গোটা পরিবার নিয়ে পালিয়ে যায়।

কর্মস্থলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ার নন্দীগ্রামে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেল ও ভটভটির সংঘর্ষে এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নন্দীগ্রাম-দেওগ্রাম সড়কে ভুস্কুর বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিজানুর রহমান (৩৮) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কাহালু শাখার সুপারভাইজার পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি নন্দীগ্রাম উপজেলার দাড়িয়াপুর গ্রামের মেহেদী হাসানের ছেলে। নন্দীগ্রাম থানার ওসি তারিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মিজানুর রহমান মোটরসাইকেলে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। ভুস্কুর বাজারে এলে বিপরীত দিক থেকে আসা শ্যালোইঞ্জিন চালিত ভটভটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ১০টায় তিনি মারা যান। তিনি আরও বলেন, লাশ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। ভটভটিটি দুর্ঘটনার পরপর পালিয়ে গেছে।

রাজধানীতে বাসা থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী কদমতলীর মোহাম্মদবাগ মাজারগলি এলাকার একটি বাসা থেকে মো. আবির হোসেন (২৫) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গত রোববার রাত দেড়টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আবিরের মামাতো ভাই সেলিম জানান, আবির তার মায়ের কাছে ৫ হাজার টাকা চেয়েছিল। এ সময় টাকা না দেওয়ায় অভিমান করে আবির রুমের দরজা বন্ধ করে দেয়। এরপর দরজা ভেঙে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়। মায়ের মঙ্গে অভিমান করে সে আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, লাশ ঢামেকের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

পাগলা মসজিদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত উদ্দিন ভূঁইয়াকে বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করা হয়েছে। গত রোববার মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক ফৌজিয়া খান এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ও কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. এরশাদ মিয়া। জানা যায়, পাগলা মসজিদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত উদ্দিন ভূঁইয়া বিগত সরকারের আমলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন। মসজিদে কর্মরত কর্মচারীদের সঙ্গে খারাপ আচরণসহ আর্থিক অনিয়মের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনাও ছিল। কিন্তু কোনো প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরখাস্তের বিষয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা শওকত উদ্দিন ভূইয়া বলেন, সকাল ১০টার সময় পাগলা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. এরশাদ মিয়া মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন। কী কারণে আমাকে না করা হয়েছে তা আমার জানা নেই। তবে ধারণা করছি, আমি নাকি আওয়ামী লীগের লোক ছিলাম। এমন সন্দেহ থেকে আমাকে মসজিদে আসতে না করা হয়েছে। এর আগে ২০১৫ সালে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে পাগলা মসজিদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন শওকত উদ্দিন ভূইয়া। এর আগে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসরে যান। পাগলা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, শওকত উদ্দিন ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ ছিল। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা জরুরি

সত্তরের দশকে আমাদের দেশে যেসব পণ্য কাঁচের বোতলে বিক্রি হতো, সেসবের অধিকাংশই এখন প্লাস্টিকের বোতলে বিক্রি হচ্ছে। কাঁচের বোতল ভঙ্গুর ও তুলনামূলকভাবে প্লাস্টিকের চেয়ে দামি হওয়ায় ব্যবসায়ীরা এদিকে ঝুঁকছেন। একটা সময় ছিল শহর বা গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘরে চীনামাটি বা টিনের থালার কদর ছিল। ছিল কাঁসা, পিতল, অ্যালুমিনিয়ামের ঘটি-বাটি। ছিল ধাতব গামলা, বালতি, লোটা, মগ, বদনার ব্যবহার। কিন্তু গত তিন-চার দশকের মধ্যে এসবের জায়গা দখল করেছে প্লাস্টিকের সামগ্রী। প্লাস্টিক পরিবেশের পাশাপাশি মানবদেহেও এমনভাবে মিশে যাচ্ছে যে, তা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্লাস্টিকের কিছু রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যা প্লাস্টিক থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমাদের খাবার ও পানীয়তে প্রবেশ করতে পারে। এসব রাসায়নিক দ্রব্য যেমন ফ্যালেটস ও বিসফেনলের সঙ্গে নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যার সম্পর্ক আছে। যেমন শারীরিক স্থূলতা, নিউরোডেভেলপমেন্টাল সমস্যা অথবা গর্ভধারণের ক্ষমতা হ্রাস।

প্লাস্টিকের পাত্র তাপের সংস্পর্শে এলে সমস্যাটি আরও প্রকট হয়ে ওঠে; অর্থাৎ প্লাস্টিকের পাত্রে খাবার মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করলে ক্ষতিকর রাসায়নিকের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। একসময়ের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার প্লাস্টিক এখন পরিবেশ দূষণ নামের দুঃস্বপ্নে শামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর অপব্যবহার এবং অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে বিশ্বব্যাপী বাস্তুতন্ত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে

প্লাস্টিক পরিবেশদূষণের অন্যতম কারণ। এ ছাড়া প্লাস্টিক থেকে নির্গত রাসায়নিক ও মাইক্রোপ্লাস্টিক খাদ্যশৃঙ্খল এবং পরিবেশে প্রবেশ করে আরও ক্ষতি করতে পারে। বাজারে বিক্রি হওয়া প্লাস্টিকের বোতলের পানি বিশুদ্ধ-এ বিশ্বাসে তা পান করেননি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলছে, দেশে প্রায় ৮৩ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ (১৫ কোটি ৪ লাখ ৮০ হাজার) প্রতিনিয়ত একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বোতলে পানি পান করে। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, প্লাস্টিক বোতলে থাকা পানি স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির হয়ে উঠতে পারে। এ বোতল থেকে নির্গত বিসফেনল এ (বিপিএ) নামক রাসায়নিক পদার্থ শরীরের হরমোন সিস্টেমে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে শুরু করে ক্যানসারের আশঙ্কাও তৈরি করতে পারে। প্লাস্টিকের পাত্র তাপের সংস্পর্শে এলে সমস্যাটি আরও প্রকট হয়ে ওঠে; অর্থাৎ প্লাস্টিকের পাত্রে খাবার মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করলে ক্ষতিকর রাসায়নিকের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। একসময়ের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার প্লাস্টিক এখন পরিবেশ দূষণ নামের দুঃস্বপ্নে শামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর অপব্যবহার এবং অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে বিশ্বব্যাপী বাস্তুতন্ত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের বিস্তৃত ব্যবহারের মধ্যে থাকা একবার ব্যবহারযোগ্য পণ্য থেকে শুরু করে শিল্পজাতীয় উপকরণ, সবই পরিবেশ ক্ষতির অন্যতম অবদান রাখে। এসইউপি বা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার এখন সর্বব্যাপী, বিশেষ করে একবার ব্যবহার হয়ে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগ, স্ট্র এবং বোতলের মতো দ্রব্যাদি। সরকারকে প্লাস্টিকের উৎপাদন অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্লাস্টিকপণ্য যেখানে-সেখানে না ফেলার বিষয়েও কঠোর হতে হবে। প্লাস্টিক বা পলিথিনের উপযুক্ত বিকল্প উদ্ভাবন করতে হবে। সরকার প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার বন্ধে যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা বাস্তবায়ন করতে হবে। একইসঙ্গে সবাইকে প্লাস্টিকসামগ্রীর ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে।

এমন মরণফাঁদ বন্ধ করতে হবে

অরক্ষিত রেলক্রসিংয়ের জন্য দুর্ঘটনার সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। ব্যাপারটি অনেকটা নৈমিত্তিক ঘটনাতেও পরিণত হয়েছে। দেশে রেলক্রসিংগুলো অনেকটা মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার বাকশিমুল এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ৭ যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো একজন। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের বাকশিমুল রেলক্রসিংয়ে গত মঙ্গলবার এ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, চট্টগ্রাম থেকে আসা চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি সকাল ১০টার দিকে বুড়িচং উপজেলার বাকশিমুলের একটি ক্রসিং পার হচ্ছিল। এ সময় যাত্রীবাহী অটোরিকশাটি রেললাইনে উঠে পড়ে। এতে অটোরিকশায় থাকা ৪ যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। হাসপাতালে নেয়ার পথে আরো ৩ যাত্রীর মৃত্যু হয়। এ অবহেলার দায়ভার কে নেবে, এতগুলো মানুষের প্রাণহানির দায় কে নেবে? এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি দুর্ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব কমিটির রিপোর্ট আলোর মুখ দেখে না। কুমিল্লার ১২০ কিলোমিটার রেলপথে গত পাঁচ বছরে শুধু অরক্ষিত রেলক্রসিংয়ে ১৮টি দুর্ঘটনায় অন্তত ৩০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। জেলার মধ্য দিয়ে যাওয়া ঢাকা-চট্টগ্রাম, লাকসাম-নোয়াখালী ও লাকসাম-চাঁদপুররুটসহ রেলপথের বিভিন্ন রেলক্রসিংয়ে ঘটেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে। মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ীসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষ। অবৈধ রেলক্রসিংয়ের বাইরে রেলপথে ট্রেনে কাটা পড়ে, বৈধ রেলক্রসিংয়ে দুর্ঘটনায় আরও অনেকে মারা গেছেন। সারাদেশে মোট ২ হাজার ৮৭৮ কিলোমিটার রেলপথে অবৈধ রেলক্রসিংয়ের সংখ্যা ১ হাজার ৩০০টি। এই অবৈধ ক্রসিংগুলো পুরোপুরিই অরক্ষিত। এগুলো দিয়ে পারাপার, রেললাইনের ওপর দিয়ে অবাধে চলাচলসহ নানা কারণে প্রতি বছর গড়ে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে প্রায় আড়াই হাজার মানুষ। রেলওয়ের উন্নয়নে গত এক যুগে ১ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প নেয়া হলেও লেভেল ক্রসিংয়ের দুর্ঘটনা রোধে বড় অঙ্কের অর্থের কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে দেখা যায়নি। এর ফলে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া লোকদের দ্বারাই বছরের পর বছর চলছে ক্রসিং রক্ষণাবেক্ষণ। রেলক্রসিংয়ে দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ জনসাধারণের উদাসীনতা। মানুষ সচেতন না হলে শুধু গেটম্যান দিয়ে রেলক্রসিং এলাকার শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব নয়। ট্রেন আসার আগমুহূর্তে রেলক্রসিংয়ে বার ফেলা হলেও সিগন্যাল অমান্য করে পথচারী, মোটরবাইক চালক, এমনকি হালকা যানবাহনও পারাপারের চেষ্টা করে। নিয়ম-কানুন ও আইন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিয়ে লেভেলক্রসিংগুলো সুরক্ষিত করার পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

মামলা-গ্রেপ্তার বাণিজ্য

কঠোরভাবে দমন করতে হবে

গত বছর ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দেশে মামলা বাণিজ্যের একটি অসাধু চক্র গড়ে উঠেছে। এই চক্র ভুয়া মামলায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের নাম ঢুকিয়ে আবার কেটে দেওয়ার অজুহাত করে কামিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। মামলা বাণিজ্য চক্রের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় রাজনীতিক, অসাধু আইনজীবী এবং পুলিশ। এসব মামলা তদন্তের নামে মামলা বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ছেন অনেক পুলিশ কর্মকর্তা। তাছাড়া মামলার আসামির তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অজুহাত করে কামিয়ে নিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা। অনেক মামলার বাদী আসামিকে চেনেন না, আসামিও বাদীকে চেনেন না। জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে সহিংসতার ঘটনায় সারা দেশের বিভিন্ন থানায় গত আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চার মাসে দুই হাজারের বেশি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১২ হাজারের বেশি আসামিকে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশে যে মামলাগুলো করা হয়েছে, তার অনেক মামলাই বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে স্বীকার করছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ও ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা। মিথ্যা ও হয়রানিমূলক এসব মামলা যারা করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সবার অবগতির জন্য সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অনেকে মনে করেন, চাঁদাবাজি, পূর্বশত্রুতা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এসব বানোয়াট মামলা করা হচ্ছে। মামলা বাণিজ্য করে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, সরকারি কর্মকর্তাসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষকে আসামি করা হচ্ছে। গত বছর ১৪ অক্টোবর মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়েরকারী ও অপতৎপরতাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সবার অবগতির জন্য সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে চাঁদাবাজি, ব্ল্যাকমেইলিংসহ নানা রকম হয়রানি করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক মামলা দায়ের বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ফৌজদারি অপরাধ। এসব কর্মকাণ্ডে জড়িতদের কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি প্রদানসহ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে এরই মধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

আমরা তোমাদের ভুলবো না...

মোমিন মেহেদী

রাস্তা নির্মাণের ঠিকাদার সুরেশ চন্দ্রকরের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য সরকার। ঘটনার দিন চন্দ্রকর তার ভাই রীতেশ ও মহেন্দ্র রামটেকের সঙ্গে সুরেশ চন্দ্রকরের বাড়িতে নৈশভোজ করেছিলেন। সেই সময়ে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। রীতেশ ও মহেন্দ্র লোহার রড দিয়ে আক্রমণ করে মুকেশকে। হত্যার পরে সাংবাদিকের লাশ একটি সেপটিক ট্যাংকে লুকিয়ে রেখে সিমেন্ট দিয়ে ট্যাংকের মুখ জমিয়ে দেওয়া হয়। মুকেশের এই হত্যাকাণ্ডে দেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে ভারতের সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন। কিন্তু বাংলাদেশে সাংবাদিক হত্যার পরও বিচার হয় না যুগের পর যুগ। বাংলাদেশে সাংবাদিক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ইন্তেকাল করেন, সাইফুল আলম মুকুল ৩০ আগস্ট ১৯৯৮; মির ইলিয়াস হোসাইন জানুয়ারি ১৫, ২০০০; শামসুর রহমান জুলাই ১৬, ২০০০; নাহার আলি এপ্রিল ২১, ২০০১; হারুনুর রশিদ মার্চ ২, ২০০২; শুকুর হোসাইন জুলাই ৫, ২০০২; সৈয়দ ফারুক আহমেদ আগস্ট ৩, ২০০২; মানিক চন্দ্র সাহা জানুয়ারি ১৫, ২০০৪; হুমায়ুন কবির জুন ২৭, ২০০৪ ; কামাল হোসেন আগস্ট ২২, ২০০৪; দীপঙ্কর চক্রবর্তী অক্টোবর ২, ২০০৪; শহীদ আনোয়ার অক্টোবর ২৪, ২০০৪; শেখ বেলালউদ্দিন আহমেদ ফেব্রুয়ারি ১১, ২০০৫; গোলাম মাহফুজ মে ৩১, ২০০৫; গৌতম দাস নভেম্বর ১৭, ২০০৫; বেলাল হোসেন দফাদার সেপ্টেম্বর ১৪, ২০০৬; কামরুল হাসান চৌধুরী আলীম সেপ্টেম্বর ৭, ২০০৬; ফরহাদ খা জানুয়ারি ২৮, ২০১১; গোলাম মোস্তফা সরোয়ার ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২; মেহেরুন রুনি ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২; অনন্ত বিজয় দাশ মে ১২, ২০১২; জামাল উদ্দিন জুন ৫, ২০১২; জুনায়েদ আহমেদ জুলাই ১০, ২০১২; তালহাদ আহমেদ কবিদ অক্টোবর ২৩, ২০১২; দেলোয়ার হোসেন মার্চ ২৮, ২০১৪; অভিজিৎ রায় ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৫; ওয়াশিকুর রহমান বাবু মার্চ ৩০, ২০১৫; মশিউর রহমান উৎস ডিসেম্বর ২৪, ২০১৫; আবদুল হাকিম শিমুল ফেব্রুয়ারি ০৩, ২০১৭; সুবর্ণা নদী ২৮ আগস্ট ২০১৮; ইহসান ইবনে রেজা ফাগুন ২১ মে, ২০১৯; বুরহান উদ্দিন মুজাক্কিও ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং শাহজাদা মিয়া আজাদ ৩১ জুলাই ২০১৯। এছাড়াও গত ৫৩ বছরের প্রায় ৩ হাজার সাংবাদিক মিথ্যে মামলার শিকার হয়েছেন, ২ হাজার সাংবাদিক দায়িত্ব পালনকালে হামলার শিকার হয়েছেন। সাংবাদিক হত্যার বিচার যেমন আজও হয়নি, তেমনি সাংবাদিকদের উপর হামলাকারীদের বিচার হয়নি; এই চিত্র ভারতেও দেখা যায়

সংবাদযোদ্ধা শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভিন ও শহীদুল্লা কায়সার ১৯৭১ সালে নিহত সাংবাদিকেরা যেমন জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন দেশ সবার আগে; তেমন নিজেদের জীবনের কথা না ভেবে সত্য তুলে ধরার চেষ্টা থেকে ২০২৪ জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহকালে গুলিতে পাঁচ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। পুলিশের গুলিতে ১৮ জুলাই হাসান মেহেদী নামের এক সাংবাদিক নিহত হন। তিনি ঢাকা টাইমস নামের একটি নিউজ পোর্টালে কর্মরত ছিলেন। ঢাকার যাত্রাবাড়িতে খবর সংগ্রহের সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। একই দিনে ভোরের আওয়াজ নামের একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদক শাকিল হোসাইন নিহত হন। ওই দিন দৈনিক নয়াদিগন্তের সিলেটে প্রতিনিধি আবু তাহের মুহাম্মদ তুরাব নামের আরেক সাংবাদিক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। ২ আগস্ট তাহির জামান প্রিয় নামের আরেক ফ্রিল্যান্স ভিডিও সাংবাদিক গুলিবিদ্ধ হন। এর দুই দিন পর ৫ আগস্ট সিরাজগঞ্জে দৈনিক খবরপত্রের সাংবাদিক প্রদীপ কুমার ভৌমিক প্রাণ হারান। নিহত সাংবাদিকের সকলেই পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। দেশের জন্য নিবেদিত থাকা এই প্রাণগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা যেমন জানাই, তেমন চাই সাংবাদিকদের রুটি-রুজি-জীবন-জীবিকার পথে থাকুক বাংলাদেশের আগামী। এশিয়া মহাদেশে সাংবাদিকদের রুটি-জীবন-জীবিকা ক্রমশ স্বাধীনতা হারাচ্ছে, হারাচ্ছে নিরাপত্তাও। এশিয়ার একটি দেশ বাংলাদেশ, সেই দেশে সাংবাদিকরা রাজনীতিকদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি হামলা-মামলা ও হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে। এরপর হামলা-মামলা ও টুটি চেপে ধরার দৌড়ে এগিয়ে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও প্রশাসন সমাজ। প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে হুমকি-ধমকির মুখোমুখি হতে হচ্ছে কোনো না কোনো সাংবাদিকদেরকে। পাকিস্তান-ভারত-মিয়ানমার-চীন-জাপানসহ অধিকাংশ দেশে সাংবাদিকগণ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, হামলা-মামলার শিকার হচ্ছে, ঠিক সেভাবে বাংলাদেশে সাংবাদিকরা হামলা-মামলার শিকার হচ্ছে, কখনো কখনো সেই মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই তো গত শুক্রবার ছত্তিসগড়ের বিজাপুর জেলার একটি বাড়ির সেপটিক ট্যাংক থেকে মুকেশের লাশ উদ্ধার হয়। তার মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় গোটা ছত্তিসগড়ে। এরই মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সেই অভিযুক্তদের মধ্যে মুকেশের এক তুতো ভাইও আছেন। 'সাহসী' সাংবাদিকতার জন্য অনেকের নজর কেড়েছিলেন ভারতের ছত্তিসগড়ের ফ্রিল্যান্সার সাংবাদিক মুকেশ চন্দ্রকর। আবার অনেকের চক্ষুশূলও হয়ে উঠেছিলেন। আর সে কারণেই হয়তো 'নৃশংসভাবে' হত্যার শিকার হতে হয়েছে তাকে। সম্প্রতি ১২০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পে 'দুর্নীতি'র খবর ফাঁস করেছিলেন মুকেশ। একথা সত্য যে, প্রকৃত সাংবাদিক কাউকে ভয় করে না। মুকেশেরও ভয়ডর ছিল না। বেশ কয়েক বার তার ওপর হামলাও হয়। কিন্তু তার পরেও সত্য উদ্?ঘাটনের খোঁজে ছুটে গেছেন বার বার। বিজাপুর, বস্তার জেলার অনেক দুর্নীতি ও অপরাধের পর্দা ফাঁস করেছেন। আর এই নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিলেন মুকেশ। সাংবাদিকতায় আসার পর মুকেশ বলেছিলেন, বস্তারের এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যেগুলো সংবাদমাধ্যমগুলোতে কাটছাঁট করে দেখানো হয়। তাই এলাকার বিভিন্ন পরিস্থিতির 'আনকাট' ছবি তুলে ধরতে নিজের একটি ইউটিউব চ্যানেলও খোলেন মুকেশ। নাম দেন 'বস্তার জংশন'। আমি একজন সচেতন প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম সচেতন নাগরিক হিসেবে দেখে অবাক হয়েছি যে, দেড় লাখ সাবস্ক্রাইবার ছিল সেই চ্যানেলের। মুকেশে ইউটিউব চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা যখন হু হু করে বাড়ছিল, সেসময় তিনি তার দাদা যুকেশ চন্দ্রকরকে বলেছিলেন, মা যদি বেঁচে থাকতো, তাহলে এই দিন দেখে খুব খুশি হতো। অনেক কষ্টের মধ্যে পড়াশোনা করে আজ এই জায়গায় পৌঁছেছি। মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না মুকেশদের। ২০০৫ সালে বিজাপুরে বাসাগুড়া গ্রামে চলে আসেন তারা। সেখানে তখন দশম শ্রেণি পাশ করাই অনেক বড় বিষয় ছিল। অল্প বয়সেই মাকে হারান মুকেশ। মায়ের মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরেন দুই ভাই। সংসার টানতে গ্যারেজেও কাজ করতে হয়েছে তাকে। খুব কাছ থেকে এলাকার সমস্যাগুলো দেখার পর, ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে আনতে সাংবাদিকতার পথ বেছে নেন। কোনো নতুন খবর করলেই মুকেশ এলাকার লোকজনদের ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, ঠিক হয়েছে কি না।

বিজাপুর ও বস্তার চিনতেন হাতের তালুর মতো। বছর দুই-তিনেক আগে রাওঘাট প্রকল্প নিয়ে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হন মুকেশ। সর্বশেষ বস্তার জেলার মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে খবর করেছিলেন মুকেশ। গঙ্গালুর থেকে হিরোলি পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণের জন্য টেন্ডার হয়েছিল ৫০ কোটি টাকার। কিন্তু পরে সেই নির্মাণ খরচ ১২০ কোটি টাকায় পৌঁছে যায়। রাস্তা নির্মাণের ঠিকাদার সুরেশ চন্দ্রকরের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য সরকার। ঘটনার দিন চন্দ্রকর তার ভাই রীতেশ ও মহেন্দ্র রামটেকের সঙ্গে সুরেশ চন্দ্রকরের বাড়িতে নৈশভোজ করেছিলেন। সেই সময়ে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। রীতেশ ও মহেন্দ্র লোহার রড দিয়ে আক্রমণ করে মুকেশকে। হত্যার পরে সাংবাদিকের লাশ একটি সেপটিক ট্যাংকে লুকিয়ে রেখে সিমেন্ট দিয়ে ট্যাংকের মুখ জমিয়ে দেওয়া হয়। মুকেশের এই হত্যাকাণ্ডে দেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে ভারতের সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন। কিন্তু বাংলাদেশে সাংবাদিক হত্যার পরও বিচার হয় না যুগের পর যুগ। বাংলাদেশে সাংবাদিক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ইন্তেকাল করেন, সাইফুল আলম মুকুল ৩০ আগস্ট ১৯৯৮; মির ইলিয়াস হোসাইন জানুয়ারি ১৫, ২০০০; শামসুর রহমান জুলাই ১৬, ২০০০; নাহার আলি এপ্রিল ২১, ২০০১; হারুনুর রশিদ মার্চ ২, ২০০২; শুকুর হোসাইন জুলাই ৫, ২০০২; সৈয়দ ফারুক আহমেদ আগস্ট ৩, ২০০২; মানিক চন্দ্র সাহা জানুয়ারি ১৫, ২০০৪; হুমায়ুন কবির জুন ২৭, ২০০৪ ; কামাল হোসেন আগস্ট ২২, ২০০৪; দীপঙ্কর চক্রবর্তী অক্টোবর ২, ২০০৪; শহীদ আনোয়ার অক্টোবর ২৪, ২০০৪; শেখ বেলালউদ্দিন আহমেদ ফেব্রুয়ারি ১১, ২০০৫; গোলাম মাহফুজ মে ৩১, ২০০৫; গৌতম দাস নভেম্বর ১৭, ২০০৫; বেলাল হোসেন দফাদার সেপ্টেম্বর ১৪, ২০০৬; কামরুল হাসান চৌধুরী আলীম সেপ্টেম্বর ৭, ২০০৬; ফরহাদ খা জানুয়ারি ২৮, ২০১১; গোলাম মোস্তফা সরোয়ার ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২; মেহেরুন রুনি ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২; অনন্ত বিজয় দাশ মে ১২, ২০১২; জামাল উদ্দিন জুন ৫, ২০১২; জুনায়েদ আহমেদ জুলাই ১০, ২০১২; তালহাদ আহমেদ কবিদ অক্টোবর ২৩, ২০১২; দেলোয়ার হোসেন মার্চ ২৮, ২০১৪; অভিজিৎ রায় ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৫; ওয়াশিকুর রহমান বাবু মার্চ ৩০, ২০১৫; মশিউর রহমান উৎস ডিসেম্বর ২৪, ২০১৫; আবদুল হাকিম শিমুল ফেব্রুয়ারি ০৩, ২০১৭; সুবর্ণা নদী ২৮ আগস্ট ২০১৮; ইহসান ইবনে রেজা ফাগুন ২১ মে, ২০১৯; বুরহান উদ্দিন মুজাক্কিও ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং শাহজাদা মিয়া আজাদ ৩১ জুলাই ২০১৯। এছাড়াও গত ৫৩ বছরের প্রায় ৩ হাজার সাংবাদিক মিথ্যে মামলার শিকার হয়েছেন, ২ হাজার সাংবাদিক দায়িত্ব পালনকালে হামলার শিকার হয়েছেন। সাংবাদিক হত্যার বিচার যেমন আজও হয়নি, তেমনি সাংবাদিকদের উপর হামলাকারীদের বিচার হয়নি; এই চিত্র ভারতেও দেখা যায়। আর তাই চাই বাংলাদেশ সকল দেশের চেয়ে ভিন্ন পথে হাটুক। দেশে সাংবাদিকদেরকে রক্ষার জন্য 'সাংবাদিক সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুক চলমান সরকার। কারণ হিসেবে বলতে পারি নিঃসন্দেহে এই সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে সাংবাদিক সমাজ। যারা জীবন দিতে দিতে তুলে ধরেছে ছাত্র-যুব-জনতা বিরোধী-ফ্যাসিবাদী ভয়ংকর চিত্র। যা দেখে জেগেছে দেশ, জেগেছে বিশ্ব বিবেক...

লেখক : মোমিন মেহেদী; চেয়ারম্যান, নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি

রাজনীতি এখন কার হাতে!

গোলাম মাওলা রনি

রাজনীতি এখন কার হাতে! একদল বলছে, জালেমদের হাতে। অন্য দলের অভিযোগ মোনাফেকের দল সবকিছু শেষ করে দিচ্ছে। এসব অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের পাশাপাশি ইদানিংকালে ক্ষুর পার্টি, রগকাটা দল, চাঁদাবাজ-দখলদার ইত্যাদি শব্দমালার সঙ্গে আন্ডাবাচ্চার দলের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনেকেই রাজনীতিকে নিচে নামাতে নামাতে অন্ধকারের গহিন অতলান্তের এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যেখান থেকে আওয়ামী লীগের গত ১৫ বছরের শাসনের হিমালয়সম অভিযোগের খতিয়ান স্মরণ করা সত্যিই কষ্টকর বিষয়। উল্টো যেসব কথা শোনা যাচ্ছে তা হলো যেই লাউ, সেই কদু। আগেই ভালো ছিলাম, দেশটা কি তালেবান হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি-ইত্যাদি-আরও কত কী। আজকের নিবন্ধে আমি সমসাময়িক অভিযোগ বা পাল্টা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করব না। অর্থাৎ সাবেক জমানার চাঁদাবাজির সিন্ডিকেট এখন কাদের দখলে! পরিবহন খাতে বছরে দেড় হাজার কোটি টাকার চাঁদাবাজি, ব্যাংক দখল, টিভি স্টেশন দখল, লুটপাট, গরু চুরি, ছাত্রলীগ, যুবলীগের সাম্রাজ্য দখল, মামলা-হামলা, ভিটেমাটি উচ্ছেদ নিয়ে কিছুই বলব না। অথবা বিশ বছর ধরে যারা গর্তে ছিল এবং প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করত তারা- হঠাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করার পর কীভাবে নাফরমানি-মোনাফেকি এবং খোদাদ্রোহীর মতো পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তা নিয়েও কিছু বলব না। তার চেয়ে হাল আমলে যেসব শব্দ রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, সেগুলোর মধ্যে মোনাফেক ও জালেম নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে শিরোনাম প্রসঙ্গে চলে যাব। আলোচনার শুরুতেই জালেম নিয়ে কিছু বলা যাক। জালেমির সঙ্গে জাহেল এবং জাহেলিয়াতের নিদারুণ একটি সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ জাহেল না হলে জুলুম সম্ভব নয়। আবার জাহেলিয়াত না হলে জুলুম বা জাহেল অকার্যকর। জুলুম শব্দটি বাংলায় অতিপরিচিত শব্দ। কিন্তু জাহেল এবং জাহেলিয়াত আমাদের দেশের শব্দ নয়। এটি আরব দেশের শব্দ। আইয়ামে জাহেলিয়াত বলতে জাজিরাতুল আরবের নজদ হেজাজ, বিলাদ আশশাম, বালাদে রুম, ইয়েমেনের হাজরামৌত থেকে হাইলের বিস্তীর্ণ মরুময় অঞ্চলে যে অন্ধকারময় যুগ প্রায় একশত বছর ধরে মানুষের জীবন পশুর চেয়েও অনিরাপদ, ঘৃণিত, ঝুঁকিপূর্ণ, নির্মম-নিষ্ঠুর বিচারহীন এবং বিবেকহীন জাহান্নামে পরিণত করেছিল- সেই সময়টিকেই বোঝানো হয়। আরবিতে আইয়াম শব্দের অর্থ যুগ বা সময় আর জাহেলিয়াতের অর্থ হলো অন্ধকারময় বা অন্ধকারাচ্ছন্ন। আল্লাহর রসুল (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি কিংবা মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ারপাল্টা অভিযোগ পূর্ববর্তী একশত বছরকে যেমন আইয়ামে জাহেলিয়াত বলা হয় তদ্রুপ প্রায় সমসাময়িককালে বাংলাতেও আইয়ামে জাহেলিয়াত কাল ছিল ১০০ বছর ধরে। সম্রাট শশাংকের মৃত্যুর পর এই বাংলায় টানা ১০০ বছর ধরে যা চলছিল তা ইতিহাসে মাৎস্যন্যায় বলে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। ইতিহাসের আইয়ামে জাহেলিয়াত বা মাৎস্যন্যায় যা-ই বলুন না কেন উভয় ক্ষেত্রে মানুষের মন মস্তিষ্ক সর্বদা ভয়, আতঙ্ক, সন্দেহ ও অবিশ্বাসে পূর্ণ থাকি। পছন্দ না হলে মেরে ফেলা, বড় বড় মানুষকে অপদস্থ করার জন্য বন্য পশু, প্রশিক্ষিত হিংস্র পশু অথবা ভাড়া করা পশু প্রবৃত্তির লোকজনকে লেলিয়ে দেওয়ার কাজ যখন ডালভাতের মতো হয়ে যায় তখন সেটাকে আইয়ামে জাহেলিয়াত বলা যায়। জাহেলিয়াতের যুগেই জাহেলরা বাস করে। এরাই হিটলার এরাই আবু লাহাব কিংবা আবু জেহেল। বিচার -বিবেচনাহীন মনমস্তিষ্ক, লোভলালসায় পূর্ণ চরিত্র-অভ্যাস, অত্যাচার খুনখারাবিতে সিদ্ধহস্ত অঙ্গপতঙ্গ, চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, পাপাচার, ভ্রষ্টাচার, অন্যের লোভনীয় ধনসম্পদ, স্ত্রী-কন্যা, পদপদবি ছিনিয়ে নেওয়ার দুর্বার ক্ষমতাধর লোকজনকেই জালেম বলা হয়। আর জাহেল অর্থাৎ মূর্খ-বোধহীন-বিবেকহীন না হলে জালেম হওয়া যায় না। আর যুগটি যদি আইয়ামে জাহেলিয়াত না হয় তবে সেখানে জালেম পয়দা হয় না, জালেমের প্রজনন হয় না এবং জালেমরা টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং যারা প্রতিপক্ষকে জালেম বলে গালি দিচ্ছেন তারা আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছেন তা বোধ করি সম্মানিত পাঠক এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। হাল আমলে যারা জালেম বলে প্রতিপক্ষের রাজনীতির মতাদর্শের লোকজনকে গালি দিয়েছেন- সেই জবাবে কথিত জালেমরা পাল্টা গালি দিয়ে বলছেন ওরা মোনাফেক। এখন প্রশ্ন হলো, মোনাফেক কী এবং কারা। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে আপনি কি জালেমদের নিকৃষ্ট লোক মনে করবেন নাকি মোনাফেকদের। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার উচিত মোনাফেক শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা জেনে নেওয়া। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুযায়ী মোনাফেক সম্পর্কে আমি যা বুঝি তা আপনাদের সদয় অবগতির জন্য নিম্নে পেশ করলাম। মোনাফেকের কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ইংরেজিতেও নেই বরং কোরআন নাজিল হওয়ার আগে শব্দটি আরব দেশে ছিল কি না, তা নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। মোনাফেকের দুটি নিকৃষ্ট উদাহরণ হলো আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং ভণ্ড নবী মুসায়লামা তুল কাজ্জাব। ইসলামের ঘোরতর দুশমন যথা সায়বা-উতবা, আবু লাহাব, আবু জেহেলের মতো কাফিরকেও মোনাফেক বলে গালি দেওয়া হয়নি। আবার ইবলিস শয়তান-দাজ্জাল-ইয়াজুজ, মাজুস অথবা আদিকালের ফেরাউন হামান-কারুন প্রমুখকেও মোনাফেক বলা হয়নি। সুতরাং মোনাফেক হলো এমন এক ভয়ংকর শব্দ যা কাফের মুসরিক-শয়তান-ভয়ংকর পশু-কীটপতঙ্গ কিংবা মরণঘাতী রোগবালাইয়ের অনুঘটক ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়, তাহলে মোনাফেক কী? মোনাফেক হলো এমন এক নিকৃষ্ট প্রাণী, যারা সুরতে মানুষ এবং নিজেদের প্রয়োজনে কিংবা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা যে কোনো সুরত ধরতে পারে। শয়তানও সুরত পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু শয়তানের সঙ্গে মোনাফেকের পার্থক্য হলো, শয়তান আল্লাহকে মান্য করে, ভয় করে এবং নিজের সীমা অতিক্রমের চেষ্টা করে না। শয়তান শুধু একবারই আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল এবং একবারই আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। অন্যদিকে মোনাফেক সুযোগ পেলেই আল্লাহর অবাধ্য হয়, প্রতিমুহূর্তে অকৃতজ্ঞের মতো চিন্তা করে এবং নিজেদের হালত পরিবর্তন করে। মোনাফেকরা নবী রসুল আল্লাহ খোদা-ফেরেশতা হাশর-নসর কিছুই বিশ্বাস করে না। কিন্তু প্রয়োজনের সময় এমন ভণিতা করে যে তাদের মতো পীর, আউলিয়া, দরবেশ, ফকির, সাধুসন্ন্যাসী দুনিয়াতে দ্বিতীয়টি নেই।

আজকের নিবন্ধে জালেম এবং মোনাফেক নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করব না। যারা এসব গালিগালাজ করছেন তারা ওসব কেন করছেন তা কেবল তারাই ভালো বলতে পারবেন। সুতরাং ওসব বিষয়ে সময় ব্যয় না করে আমরা এখন শিরোনাম প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করি। এ কথা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই যে বর্তমানে আমরা সবাই ইতিহাসের জটিলতম সময় পার করছি। বিশেষত যারা রাজনীতি করেন, তারা সবাই সময়ের মরণফাঁদের কবলে পড়েছেন। ফলে আজকের দিনে কেউ বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন না যে আমি ভালো আছি, নিরাপদ আছি এবং আজকের দিনটির পরিবর্তে আগামীকাল আরও ভালো যাবে। বরং প্রতিটি মানুষ যার যার অবস্থানে ততটা অসন্তুষ্ট এবং কাজকর্ম-কথাবার্তা এবং আচরণে এতটা অধৈর্যশীলতা-অস্থিরতা এবং চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ করে চলেছেন যা আমার জীবদ্দশায় এর আগে দেখিনি। বর্তমান সময়ের রাজনীতির যে মরণফাঁদ তৈরি হয়েছে তা কেবল রাজনীতিবিদদের মরণঝুঁকি বাড়ায়নি বরং রাষ্ট্রীয় কর্মে নিযুক্ত সব গুরুত্বপূর্ণ আমলা-কামলা-বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক-সাধু-সজ্জন প্রমুখের জীবন ও জীবিকাকে মরণফাঁদের মধ্যে আটকে ফেলেছে। ফলে পুরো দেশ-কাল-মিত্র-উজির-নাজির-মন্ত্রী-কোতোয়ালকে হাতকড়া, ফাঁসির ফাঁদ, কবর বা শ্মশানের আতঙ্ক তাড়া করে ফিরছে আর এসব কিছু ঘটেছে রাজনীতির মোনাফেক এবং রাজনীতির জালেমদের কারণে। মোনাফেক ও জালেমরা প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য সর্বোচ্চ মারণাস্ত্র ব্যবহার করেছে। গোলাবারুদ, লাঠি-গুলি, কোদাল-কুড়াল-চাপাতি-দা-বঁটি, লগি-বৈঠা ইত্যাদি যখন যেভাবে প্রয়োজন এবং যেখানে প্রয়োজন তা ব্যবহার করেছে। তারা প্রতিপক্ষের চরিত্র হনন- মনোবল ভেঙে দেওয়া অথবা আর্থিক ভিত্তি ভেঙেচুরে চুরমার করে দেওয়ার জন্য কুকুরের চেয়ে নিকৃষ্ট, হায়েনার চেয়েও ভয়ংকর, শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত, শুয়োরের চেয়েও পূতিদুর্গন্ধময় এবং জারজের চেয়েও ভয়ংকর মানসিক বৈকল্যে আক্রান্ত লোকজনকে অর্থ-পদপদবির বিনিময়ে লেলিয়ে দিয়েছে।

বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না কেন

রেজাউল করিম খোকন

বাজারের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না। সরকার অর্থনৈতিক স্বস্তি দিতে ও আইনশৃঙ্খলার উন্নতি ঘটাতে না পারলে জনগণ ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে। পণ্যের দাম বাড়ার জন্য চাঁদাবাজিকে দায়ী করছেন কেউ কেউ। চাঁদাবাজি বা মজুতদারি– যে কারণেই নিত্যপণ্যের দাম বাড়ুক না কেন, এর বিরুদ্ধে সরকারকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে বিকল্প কৃষিবাজার চালু করার কথা বলেছেন। কিন্তু তা কীভাবে ও কতদিনে হবে, সেটাও প্রশ্ন বটে। বিকল্প বাজার না হওয়া পর্যন্ত সরকার টিসিবির মাধ্যমে সাশ্রয়ী দামে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ বাড়ালে মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে। সরকার সংবিধান, নির্বাচন কমিশন, দুদক ইদ্যাদি সংস্কারে যেসব কমিশন গঠন করেছে; তবে তাদের মনে রাখতে হবে, বাজার নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে কোনো সংস্কারই কাজে আসবে না। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা এই সরকারের বড় শক্তি জনগণের সমর্থন। সেটাই যদি নড়বড়ে হয়ে পড়ে, তখন তাদের নৈতিক অবস্থানও দুর্বল হয়ে পড়বে। জুলাই অভ্যুত্থানে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ যেসব কারণে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। নতুন অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরেও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। কাজেই এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা অর্ন্তবর্তী সরকারের কাছে দেশের সাধারণ মানুষের অন্যতম প্রত্যাশা হলো নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু অর্ন্তবর্তী সরকারের ৫ মাস পার হলেও নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে তেমন সফলতা দেখা যাচ্ছে না। উল্টো চাল, ভোজ্যতেল, ডিম, মুরগি, চিনি ইত্যাদি পণ্যের মূল্য আরও বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি হ্রাসে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হারে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে বাজারে টাকার সরবরাহ কমানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক পণ্যের চাহিদা টাকার সরবরাহের ওপর ততটা নির্ভর করে না বলে এভাবে নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এজন্য বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপের প্রয়োজন। এরই মধ্যে বাজার তদারক করতে জেলায় জেলায় বিশেষ টাস্কফোর্স করেছে সরকার। এছাড়া কয়েকটি পণ্যের শুল্ক-কর কমানো হয়েছে। এগুলো দরকারি পদক্ষেপ; কিন্তু যথেষ্ট নয়। নিত্যপণ্যের মূল্যস্ফীতির কার্যকর ও টেকসই সমাধানের জন্য আরও কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বাজার অর্থনীতিতে পণ্যের দাম নির্ধারিত হওয়ার কথা চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে বাজারের 'অদৃশ্য হাতের' মাধ্যমে। বাংলাদেশে 'অদৃশ্য হাতের' নির্দেশে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় ঠিকই; কিন্তু সেই অদৃশ্য হাতটা অনেক ক্ষেত্রে বাজারের নয়, কতিপয় বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর। দেশে উৎপাদিত এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত উভয় ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রেই তা সত্যি। শুধু দেশে উৎপাদিত নিত্যপণ্যই নয়, বিগত সরকারের আমলে নিত্যপণ্যের আমদানির নিয়ন্ত্রণও চলে গিয়েছিল হাতেগোনা কয়েকটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে। তারা বাজারের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিযোগিতার বদলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পণ্য আমদানির প্রতিটি পর্যায়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। বেশি পরিমাণে পণ্য আমদানি করা প্রতিষ্ঠানগুলো একজোট হয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে যে মাঝারি পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা নিজের ইচ্ছামতো পণ্য কিনতে পারেন না। একজন ব্যবসায়ী যদি কোনো পণ্য ক্রয় করতে চান, তাহলে তাকে বড় ব্যবসায়ীদের কাছে যেতে হবে, তখন সেই বড় ব্যবসায়ীই ঠিক করে দেবেন যে কোন পণ্য কত দামে কার কাছ থেকে কিনতে হবে। এতে রাজি না হয়ে ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি যদি মনে করেন তিনি নিজেই পণ্যটি আমদানি করবেন, তাহলে দেখা যাবে ব্যাংক তার এলসি খুলতে রাজি হচ্ছে না, কাস্টমস-ভ্যাটসহ নানা দপ্তর থেকে বাধা আসছে, এমনকি আমদানি করা পণ্য বড় জাহাজ থেকে খালাস করে বন্দরে আনার জন্য লাইটার ভেসেল পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি এই সব বাধা অগ্রাহ্য করে তিনি যদি কোনোভাবে পণ্যটি আমদানি করেও ফেলেন, দেখা যাবে বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তার আমদানি মূল্যের চেয়ে কম দামে বাজারে পণ্যটি ছেড়ে দিয়ে তাকে লোকসানের মুখে ফেলে দেবে। কতিপয় বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর এভাবে বাজারের ওপর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারার কারণ হলো, তারা একাধারে বড় আমদানিকারক, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মালিকানা বা ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব ছিল তাদের হাতে, সাগরের বড় জাহাজ থেকে বন্দরে খালাসের জন্য ব্যবহৃত লাইটার জাহাজগুলোও তাদের কিংবা তাদের সহযোগীদের মালিকানাধীন, এমনকি পণ্যের ডিলারশিপেও নিয়ন্ত্রণ এসব ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আশীর্বাদপুষ্ট লোকজনের হাতে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও খাদ্যসামগ্রীর ওপর কতিপয় বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর এ ধরনের একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন-২০১২ এর আওতায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে শক্তিশালী করে কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রতিযোগিতা কমিশনের দায়িত্ব হলো, বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনগুলোকে নির্মূল করা। এজন্য তাদের বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার প্রতিরোধ করতে হবে। বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রভাবে প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যকর ছিল না। এখন সময় এসেছে প্রতিযোগিতা কমিশনকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। ব্যবসায়ীরা পারস্পরিক যোগসাজশ করে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করছেন কিনা, তো বোঝার জন্য প্রতিযোগিতা কমিশনকে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও আমদানির প্রকৃত খরচের সঙ্গে বাজারমূল্য মিলিয়ে দেখতে হবে। ব্যবসায়ীরা কত দামে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল বা চিনি আমদানি করছেন, এগুলো পরিশোধন ও বাজারজাতকরণে কত ব্যয় করছেন, আর কত দরে বাজারে বিক্রয় করছেন, তা খতিয়ে দেখতে হবে। দেশে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নিয়ে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নানা ধরনের কারসাজি চালিয়ে যেতে পারার একটি কারণ হলো পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা সম্পর্কে সরকারের কাছে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকা। যেমন– সরকারি হিসাবে আলু, পেঁয়াজ, ডিম ইত্যাদি পণ্য উদ্বৃত্ত থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় এগুলোর সংকট রয়েছে, যার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময় পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেন। মিলগেটে তদারকি দুর্বলতার কারণে কতিপয় মিলমালিক মিলে চালের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমনের এই ভরা মৌসুমে এভাবে চালের দাম বাড়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। চালের দাম বাড়ছে, এটা ঠিক। কারণ, ধানের দাম অনেক বেড়েছে। ধানের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে আসামি কয়েক দিনে চালের দাম আরও বাড়বে। বাড়তি দামেও ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ধানের হাটবাজারে প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানো দরকার। এবার ধানের ফলন কম হয়েছে। তাই ধানের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। তারপরও চালের দাম যেভাবে বাড়ছে, তা গুটিকয়েক মিলমালিকের কারণে। তারা করপোরেট চাল কোম্পানির সঙ্গে মিল রেখে চালের দাম বাড়াচ্ছেন। বাজার তদারকির বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে চালের দাম বাড়ার বিষয়টি নজরদারি করতে হবে। যারা যৌক্তিক কারণ ছাড়া দাম বাড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ অন্য সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে নজরদারি চালাতে হবে। কোথাও কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

গাজার স্থল অভিযানে নিহত ইসরায়েলি সেনার সংখ্যা চারশ ছাড়াল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর গাজায় তিন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছেন। বুধবারের এই লড়াইয়ে আরও তিন সেনা আহত হয়েছেন। যার ফলে, প্রায় দুই বছর ধরে চলমান স্থল অভিযানে নিহত ইসরায়েলি সেনার সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়েছে গতকাল বৃহস্পতিবার সামরিক বাহিনীর বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে টাইমস অব ইসরায়েল আগের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছিল, ২০২৪ সালে সব মিলিয়ে ৩৬৩ জন সেনা হারিয়েছে ইসরায়েল। নিহতদের বেশিরভাগই গাজায় নিহত হন তিন নিহত সেনার নাম স্টাফ সার্জেন্ট মাতিতইয়াহু ইয়্যআকভ পেরেল (২২), স্টাফ সার্জেন্ট কানাউ কাসা (২২) এবং স্টাফ সার্জেন্ট নেভো ফিশার (২০) নিহত সেনারা ৪০১তম আর্মার্ড ব্রিগেডের ৪৬তম ব্যাটালিয়নের সদস্য ছিলেন একই ঘটনার আরও তিন সেনা আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজন অফিসারও আছেন। অফিসারের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) প্রাথমিক তদন্ত মতে, সেনারা বেইত হানৌনে অভিযান চালানোর সময় একটি ট্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় বড় আকারের বিস্ফোরণ ঘটে এর আগের দুই দিনে আরও তিন সেনা নিহত হয়েছেন। পৃথক পৃথক ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন সেনা। সব মিলিয়ে, হামাসের বিরুদ্ধে স্থল অভিযান ও সীমান্ত এলাকায় নিহত ইসরায়েলি সেনার সংখ্যা ৪০১ এ উপনীত হয়েছে এ ছাড়া, বুধবারের ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার জাবালিয়ার একটি স্কুল ভবনে অবস্থানরত হামাস যোদ্ধাদের ওপর হামলা চালানোর দাবি করেছে আইডিএফের দাবি, হালাওয়া স্কুলে ঘাঁটি গড়েছিল হামাসের যোদ্ধারা। তারা সেখান থেকে ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিল ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের মতে, এই ভবনটি বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের আশ্রয় শিবির হিসেবে ব্যবহার হচ্ছিল গাজার নাগরিক সুরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, এই হামলায় অন্তত নয় জন ফিলিস্তিনি নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণ সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালায় ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস। হামাসের এই হামলায় অপ্রস্তুত ইসরায়েল হতবিহবল হয়ে পড়ে। প্রাণ হারান এক হাজার ২০০ মানুষ এবং হামাসের হাতে জিম্মি হন ২৫১ জন এই হামলার প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে পরে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার। সেদিনই শুরু হয় পাল্টা হামলা, যা আজ অবধি চলছে। মাঝে নভেম্বরে এক সংক্ষিপ্ত যুদ্ধবিরতি ছাড়া এই যুদ্ধে কোনো বিরতি নেই। ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় ৪৬ হাজার ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু ইসরায়েলের দাবি, এই সময়সীমার মধ্যে তারা ১৮ হাজার হামাস যোদ্ধাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করেছে এবং আরও এক হাজার হামাস সদস্যকে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হত্যা করেছে

দাবানলে জ্বলছে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে ভয়াবহ দাবানলে অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। দাবানল হলিউড হিলসসহ একাধিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে দাবানলের গতি ও ভয়াবহতায় দমকল কর্মীরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরটিতে দাবানলে দেড় হাজারের বেশি ভবন পুড়ে গেছে। ফলে এক লাখেরও বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি ফায়ার চিফ অ্যান্থনি ম্যারোন বলেছেন,ও আমাদের কর্মীরা বিপর্যয় মোকাবিলায় লড়াই করছে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। তবে পরিস্থিতি সামলাতে লস অ্যাঞ্জেলেসে পর্যাপ্ত ফায়ার কর্মী নেই৶ এদিকে গত বুধবার সন্ধ্যায় হলিউড হিলসে নতুন করে আগুন লাগে, যা হলিউড বুলেভার্ড থেকে মাত্র কয়েকশ মিটার দূরে অবস্থিত। যেখানে গ্রুম্যানস চাইনিজ থিয়েটার, ওয়াক অফ ফেম ও এল ক্যাপিটান থিয়েটারের মতো দর্শনীয় স্থান আছে পরিস্থিতি সামলাতে ঐতিহাসিক এলাকাটির কিছু সড়ক খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে হেলিকপ্টার থেকে পানি ছিটাচ্ছিলেন এলএএফডির মার্গারেট স্টুয়ার্ট বলেন,ও আমাদের সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। আমরা চাই না মানুষ আটকে থাকুক। আমরা চাই সবাই নিরাপদে বেরিয়ে আসুক৶ এদিকে আকস্মিক দাবানলের কারণে হলিউডের রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হয়। এতে মানুষের এলাকা ছাড়তে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয় ২৯ বছর বয়সী শ্যারন ইবারা এএফপিকে বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর শুনে তিনি হলিউডে যান।

দিল্লিতে বিমানবন্দরে কুমিরের খুলিসহ কানাডীয় গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে বিমানবন্দরে এক কানাডীয় নাগরিককে তার লাগেজে কুমিরের খুলিসহ আটক করা হয়েছে। দেশটির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গতকাল বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে ৩২ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি সোমবার কানাডার উদ্দেশে ফ্লাইট ধরতে বিমানবন্দরে যান। নিরাপত্তা তল্লাশির সময় তাকে প্রথম আটকানো হয় পরে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং খুলিটি বন ও বন্য প্রাণী বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয় দিল্লি কাস্টমসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘পরীক্ষার পর ক্রিম রঙের কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় একটি বাচ্চা কুমিরের চোয়ালের মতো দেখতে ধারালো দাঁতযুক্ত একটি খুলির খোঁজ মেলে, যার ওজন প্রায় ৭৭৭ গ্রাম।’ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কুমিরের খুলির মালিকানা রাখা ভারতের বন্য প্রাণী সুরক্ষা আইন ও কাস্টমস আইনের লঙ্ঘন। এ ছাড়া বন ও বন্য প্রাণী বিভাগের বিশ্লেষণে জানা যায়, খুলিটি ভারতের বন্য প্রাণী সুরক্ষা আইনের আওতাধীন একটি সংরক্ষিত প্রজাতির তারা বলেছে, ‘গঠন, দাঁতের বিন্যাস, মজবুত তালু ও নাসারন্ধ্র খুলিটিকে একটি বাচ্চা কুমিরের মাথার খুলি হিসেবে নিশ্চিত করেছে।’ বন কর্মকর্তা রাজেশ ট্যান্ডনের উদ্ধৃতি দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি খুলিটি থাইল্যান্ড থেকে কিনেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বন্য প্রাণী সংক্রান্ত পণ্য বহনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিও তার ছিল না। এ ছাড়া তিনি কুমিরটি শিকার বা হত্যা করেননি বলে কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন প্রাণীটির সুনির্দিষ্ট উপপ্রজাতি শনাক্ত করতে আরো পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়েছে ও তদন্ত চলছে বলে দিল্লি কাস্টমস জানিয়েছে গত বছর দিল্লিতে বিমানবন্দরে লাগেজে একটি অজানা প্রাণীর শিং পাওয়ার পর ৩২ বছর বয়সী একটি কানাডীয় নারীকে আটক করা হয়েছিল। ওই নারী জানিয়েছিলেন, তিনি লাদাখ অঞ্চলে ভ্রমণের সময় এগুলো সংগ্রহ করেছিলেন এবং স্মারক হিসেবে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সূত্র : বিবিসি

প্রেসিডেন্ট হিসেবে সবশেষ বিদেশ সফর বাতিল করলেন বাইডেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লস অ্যাঞ্জেলেসে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়ায় ইতালি সফর বাতিল করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে সবশেষ বিদেশ সফরের অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত ইতালি সফর করার কথা ছিল বাইডেনের। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জিন-পিয়েরে এক বিবৃতিতে গত বুধবার এ তথ্য জানিয়েছেন। জানা গেছে, রোমে পোপ ফ্রান্সিসের সাথে সাক্ষাৎ করার কথা ছিল বাইডেনের কারিন জিন-পিয়েরে জানিয়েছেন, লস অ্যাঞ্জেলেসে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, দমকল এবং জরুরি বিভাগের কর্মীদের সাথে বৈঠক করার পর গতকাল ভোরে ওয়াশিংটনে ফিরে এসে বাইডেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এদিকে, লস অ্যাঞ্জেলেসে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকা দাবানল ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। দাবানলে পুড়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত পাঁচজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে।

যুদ্ধের জন্য ভালো প্রস্তুতি নিচ্ছে উত্তর কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে অংশগ্রহণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে উত্তর কোরিয়া। ফলে, ভবিষ্যতে প্রতিবেশীদের জন্য পিয়ংইয়ং হুমকির কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে গত বুধবার সতর্ক করেছে মার্কিন প্রশাসন। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের সভায় জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-প্রতিনিধি ডরোথি ক্যামিল শেয়া বলেছেন, রাশিয়াতে ১২ হাজারের অধিক উত্তর কোরীয় সেনা অবস্থান করছেন। দেশটির কুরস্ক অঞ্চলে গতমাস থেকে তারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছেন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক দৃঢ় করছে রাশিয়া তিনি বলেছেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি রুশ সামরিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি পাচ্ছে উত্তর কোরিয়া। ফলে, পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর

সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের শেয়া আরও বলেছেন, এই নব লব্ধ দক্ষতা ব্যবহার করে অস্ত্র বিক্রি ও বিশ্বব্যাপী সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের চুক্তি নিতে পারে পিয়ংইয়ং সোমবার নতুন ধরনের হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ পরীক্ষা করেছে উত্তর কোরিয়া। তার প্রতিক্রিয়াতেই এই বৈঠক ডাকা হয় ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার বিষয়ে উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধি কিম সং বলেছেন, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য এসব ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োজন। তার দেশের অস্ত্রভাণ্ডার নিয়ে পশ্চিমাদের দ্বিচারিতাকেও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন তিনি কিম সং বলেছেন, ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় ৪৫ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। অথচ তাদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে বলে সামরিক সহায়তা দিতে মার্কিন প্রশাসন বরাবরই উদার। অথচ উত্তর কোরিয়া নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র পরীক্ষা চালালেও সবার মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায় ২০০৬ সাল থেকে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে উত্তর কোরিয়ার ওপর। এগুলো ধীরে ধীরে শক্তিশালী করা হয়েছে। লক্ষ্য ছিল পিয়ংইয়ংয়ের পারমাণবিক অস্ত্র ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের বিকাশ বন্ধ করা। তবে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উত্তর কোরিয়ার মিত্র রাশিয়ার ভেটো ক্ষমতা থাকায় বাড়তি কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যথেষ্ট কঠিনই হবে ।

সিরিয়ায় তুরস্কপন্থী ও কুর্দি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে নিহত ৩৭

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় মানবিজ অঞ্চলে বিমান হামলায় তুরস্ক সমর্থিত গোষ্ঠী এবং কুর্দি নেতৃত্বাধীন বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে ৩৭ জন নিহত হয়েছে। একটি যুদ্ধ পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার বরাত দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার এএফপি এই তথ্য জানিয়েছে কুর্দি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে ন্যাটো মিত্রকে বিরত রাখতে, সিরিয়ায় তুরস্কের উদ্বেগ মোকাবেলায় কাজ করছে বলে গত বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলার পরও সর্বশেষ এই সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস যুদ্ধ পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা জানিয়েছে, ‘মানবিজ গ্রামাঞ্চলে গত কয়েক ঘন্টায় (কুর্দি নেতৃত্বাধীন) সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস এবং (তুর্কি সমর্থিত) জাতীয় সেনাবাহিনীর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভয়াবহ লড়াই হয়েছে।’ সিরিয়ার অভ্যন্তরে সূত্রের নেটওয়ার্কসহ ব্রিটিশভিত্তিক অবজারভেটরি জানিয়েছে, ‘প্রাথমিকভাবে হামলায় ৩৭ জন নিহত হয়েছে।’ পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা জানিয়েছে, গত মাস থেকে মানবিজ গ্রামাঞ্চলে লড়াইয়ে কমপক্ষে ৩২২ জন নিহত হয়েছে গত বুধবার মার্কিন সমর্থিত সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এসডিএফ)-এর প্রধান মাজলুম আবদি বলেন, ‘তার দল সিরিয়ার ভূখণ্ডের ঐক্য ও অখণ্ডতা সমর্থন করে।’ এএফপিকে দেওয়া এক লিখিত বিবৃতিতে তিনি সিরিয়ার নতুন কর্তৃপক্ষকে পুরো সিরিয়ায় যুদ্ধবিরতির জন্য হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছেন উত্তর সিরিয়ায় তুর্কি-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো এসডিএফের সঙ্গে তাদের লড়াই ফের শুরু করেছে। একই সময়ে ইসলামপন্থী বিদ্রোহীরা ২৭ নভেম্বর সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আল-আসাদকে উৎখাত করে আক্রমণ শুরু করছিল মার্কিন নেতৃত্বাধীন মানবিজ এলাকায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আংকারাপন্থী গোষ্ঠীগুলো উত্তর আলেপ্পো প্রদেশের কুর্দি অধিষ্ঠিত মানবিজ এবং তাল রিফাত দখল করতে সফল হয়। এর পর থেকে লড়াই অব্যাহত রয়েছে এবং হতাহতের সংখ্যাও বাড়ছে গত বুধবার ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন বলেছেন, সিরিয়ার অভ্যন্তরে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে) সশস্ত্র যোদ্ধাদের নিয়ে তুরস্কের উদ্বেগ বৈধ। তুরস্ক গত মঙ্গলবার সিরিয়ায় কুর্দি বাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের হুমকি দিয়েছে।

ভারতে মন্দিরে ঢোকার টোকেন নিতে গিয়ে পদদলিত, নিহত ৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে প্রবেশের টোকেন সংগ্রহ করতে গিয়ে জনতার প্রচণ্ড ভিড়ে পদদলিত হয়ে অন্তত ৬ জন নিহত হয়েছেন। কর্মকর্তারা গতকাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, বুধবারের এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যের ক্ষমতাসীন তেলুগু দেশম পার্টির মুখপাত্র প্রেম কুমার জৈন সাংবাদিকদের বলেন, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা...। এ দুর্ঘটনায় ছয়জন ভক্তের প্রাণহানি ঘটেছে।

বিনোদন

‘বরবাদ’ ছবির শ্যুটিং করতে ফের মুম্বাইতে কিং খান

বিনোদন ডেস্ক : গেল ডিসেম্বরে ‘বরবাদ’ ছবির পোস্টারে শাকিব খানের এক নতুন লুক প্রকাশ পায়। তখন শাকিব জানিয়েছিলেন, ‘বরবাদ’ যে আয়োজনের ছবি তা অতীতের সব ছবিকে ছাপিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। মেগাস্টার শাকিব খানের সে কথাই অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। ছবিটি নিয়ে নায়ককে নিয়ে একেবারেও কম দৌড়াদৌড়ি করতে হয়নি। গত বছর অক্টোবরে মাসখানেকের সফরে মুম্বাই যান শাকিব। সেখানে ২৮ দিন ধরে করেন ‘বরবাদ’ ছবির শ্যুটিং। এবার বাকি অংশের কাজ করতে আবারও মুম্বাইতে উড়াল দিচ্ছেন এই সুপারস্টার। সম্প্রতি ছবির পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয় গণমাধ্যমে জানিয়েছেন, ১০/১১ তারিখ বরবাদের শ্যুটিং শেষ করতে মুম্বাই যাবেন শাকিব খান। দু সপ্তাহ সময় নিয়ে ছবির বাকি অংশের কাজ করবেন। হৃদয় বলেন, ইতোমধ্যে ২৮দিন শুটিং করে ফেলেছি। যতটুকু কাজ করেছি, আমার বিশ্বাস আছে দর্শক পছন্দ করবেন। আশা করবো, আগামীতে টিজার-ট্রেলার রিলিজের পর দর্শকরা আমাদের ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেবেন। ‘বরবাদ’ ছবিতে শাকিব খানের নায়িকা ওপার বাংলার ইধিকা পাল। এছাড়াও আছেন সেখানকার যীশু সেনগুপ্তসহ বাংলাদেশের শিল্পীরাও। ছবির কাজ কতদূর, সে প্রসঙ্গে পরিচালক জানান, শ্যুটিংয়ের পাশাপাশি এডিটিং চলছে। শিগগিরই বাকি শিল্পীদের নাম প্রকাশ করা হবে। ২০২৫ সালের রোজার ঈদে মুক্তি পাবে ‘বরবাদ’।

সপরিবারে ওমরাহ করতে গেলেন নিলয়

বিনোদন ডেস্ক : ছোট-বড় দুই পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা নিলয় আলমগীর। পবিত্র ওমরাহ পালন করতে পরিবার নিয়ে সৌদি আরবে উড়াল দিয়েছেন অভিনেতা। তার পরিবারের সদস্যদের মাঝে রয়েছেন অভিনেতার বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্ত্রী তাসনুভা তাবাসসুম হৃদি। গত বুধবার সামাজিক মাধ্যমে একটি ছবি প্রকাশ করেন নিলয়। সেখানে অভিনেতা ও তার পরিবারের সদস্যদের দেখা যায়। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘দোয়া করবেন।’ অভিনেতার ঘনিষ্ঠসুত্র নাকি জানিয়েছে, এর আগে নিলয় ও তার স্ত্রী ওমরাহ পালনে গিয়েছিলেন। এবার দুই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গেলেন তিনি। নিলয় ছোট পর্দার পাশাপাশি বড় পর্দাতেও কাজ করেছেন। তার প্রথম অভিনীত সিনেমা ‘বেইলী রোড’। এরপর চারটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন এই অভিনেতা। বর্তমান সময়ের নাটকে অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতাদের একজন নিলয় আলমগীর। বিশেষ করে ইউটিউবে তার নাটকের দর্শকপ্রিয়তা রয়েছে। তার মধ্যে কিছু নাটক রয়েছে তার নিজের প্রযোজনার।

এবার খালেদা জিয়াকে নিয়ে আবেগি পোস্ট ‘গরম পানি’ অরুণার

বিনোদন ডেস্ক : ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের চলাকালে সরাসরি ছাত্রদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন অভিনেত্রী অরুণা বিশ্বাস। এমনকি ‘আলো আসবেই’ নামের বিতর্কিত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ‘গরম পানি’ ঢেলে দেওয়ার পরামর্শও দিতে দেখা যায় তাকে। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর গোপনে দেশত্যাগ করেন এই অভিনেত্রী। গত বুধবার বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে আবেগি পোস্ট দিয়েছেন

অরুণা বিশ্বাস। দীর্ঘ ৭ বছর পর খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের দেখা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডনে গিয়েছেন খালেদা জিয়া। সেখানেই মা-ছেলের সাক্ষাৎ হয়েছে। খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের একটি ছবি পোস্ট করে অরুণা নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে লিখেছেন, ‘মা আর সন্তান এটাই পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর মুহূর্ত। মা।’ অরুণার এই ফেসবুক পোস্ট মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। এই পোস্টের পর নেটিজেনদের কেউ কেউ তাকে ‘সুযোগসন্ধানী’ বলছেন তো কেউ আবার সরাসরি ‘পল্টিবাজ’ আখ্যা দেন। পরে পোস্টটি সরিয়ে নেন অরুণা বিশ্বাস। প্রসঙ্গত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর লক্ষ্যে তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত এবং আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ফেরদৌসের নেতৃত্বে ‘আলো আসবেই’ নামের ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়, যাতে আওয়ামীপন্থী শিল্পীরা যুক্ত ছিলেন। এই গ্রুপে অরুণা বিশ্বাস ছাড়াও আরও ছিলেন সোহানা সাবা, জ্যোতিকা জ্যোতি, রিয়াজ আহমেদ, সুবর্ণা মুস্তাফা, আজিজুল হাকিম, স্বাগতা, বদরুল আনাম সৌদ, শমী কায়সার, তানভীন সুইটি, আশনা হাবীব ভাবনা, শামীমা তুষ্টি, জামশেদ শামীম, ঊর্মিলা শ্রাবন্তী কর, সাজু খাদেম, হৃদি হক, ফজলুর রহমান বাবু, দীপান্বিতা মার্টিন, সাইমন সাদিক, জায়েদ খান, লিয়াকত আলী লাকী, নূনা আফরোজ, রোকেয়া প্রাচী, রওনক হাসান, আহসানুল হক মিনু, গুলজার, এস এ হক অলীকসহ অনেকে।

এবার দেবী রুপে কাজল

বিনোদন ডেস্ক : কাজল আগরওয়াল মিথোলজিক্যাল ড্রামা ‘কান্নাপ্পা’ ছবিতে অভিনয় করেছেন। এ ছবিতে তাকে দেখা যাবে পার্বতী দেবীর চরিত্রে। এ চরিত্রটির প্রথম লুক প্রকাশ করেছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিটি প্রকাশ হওয়ার পর নেটিজেনদের নজর কেড়েছে। কাজল আগরওয়াল তার চরিত্র পর্বতী দেবী হিসেবে প্রথম লুক প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটি নোটও শেয়ার করেছেন, যেখানে দেবী পার্বতীর মহিমা সম্পর্কে লেখা ছিল, ‘তিনটি জগতের অধিপতি মা! ত্রিশক্তি, যারা তাদের ভক্তদের রক্ষা করেন! পবিত্র শ্রী কালাহস্তি মন্দিরে বাস করেন জ্ঞান প্রসুনাম্বিকা!” পোস্টের ক্যাপশনে কাজল লিখেছেন, “একটি স্বপ্নের চরিত্র! ২০২৫ শুরু করছি এই পবিত্র চরিত্রে।’ বড় বাজেটে শিবভক্ত কান্নাপ্পার কিংবদন্তি গল্প নিয়ে ছবিটি তৈরি হয়েছে। এতে কানাপ্পার চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিষ্ণু মঞ্চু। এতে আরও অভিনয় করেছেন মোহন বাবু, আর. শরৎকুমার, অর্পিত রাঙ্কা, কৌশল মান্দা, রাহুল মাধব, দেবরাজ, মুকেশ রিশি, ব্রাহ্মানন্দাম, রাঘু বাবু, প্রীতি মুখুন্দন এবং মাধুসহ অনেকে। ছবিতে অক্ষয় কুমার হাজির হবেন শিবের চরিত্রে। এর মধ্য দিয়েই তেলেগু সিনেমায় অভিষেক হতে চলেছে অক্ষয়ের। সেইসঙ্গে কাজল আগরওয়াল এক দশকেরও বেশি সময় পর অক্ষয় কুমারের সঙ্গে আবারও পর্দায় একত্রিত হচ্ছেন ‘কানাপ্পা’ ছবি দিয়ে। এর আগে তারা শেষবার একসাথে কাজ করেছিলেন ২০১৩ সালের ‘স্পেশাল চব্বিস’ ছবিতে। এছাড়াও সিনেমাটিতে ক্যামিও চরিত্রে উপস্থিত হবেন মোহনলাল এবং প্রভাসও। ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন স্টিফেন দেবাসি, চিত্রগ্রহণ করেছেন শেলডন চৌ এবং সম্পাদনা করেছেন অ্যান্থনি। মুকেশ কুমার সিং পরিচালিত সিনেমাটি ২৫ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

দাবানলের প্রভাবে পেছালো অস্কার

বিনোদন ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে ভয়াবহ দাবানলে গত বুধবার অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আগুনে শত শত বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, চরম চাপের মুখে পড়েছে অগ্নিনির্বাপণ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এক লাখের বেশি মানুষকে তাদের বাড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় হলিউডের অনেক তারকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছেন।

দাবানলে আটকে পড়েছেন নোরা

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় বলিউড নৃত্যশিল্পী এবং অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি। নিজের অভিনয় দক্ষতা আর নৃত্য শৈলী দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। এদিকে প্যারিস হিলটন থেকে অ্যান্টনি হপকিনসসহ একাধিক হলিউড সেলিব্রিটিদের কোটি টাকার বাড়িও আগুনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এরমধ্যে অভিনেত্রী নোরা ফাতেহিও লস অ্যাঞ্জেলসে আটকে পড়েছেন। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অভিনেত্রী নোরা অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি জানিয়েছেন। এবং বলেছেন তিনি এবং তার দলকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অভিনেত্রী ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও বার্তায় বলেছেন, ‘আমি লস অ্যাঞ্জেলসে আছি। এখানে ভয়ানক দাবানলে পুড়ে গিয়েছে কয়েকটি অঞ্চল। আমরা মাত্র পাঁচ মিনিট আগে এটির খবর পেয়েছি। তাই আমি দ্রুত আমার সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছি এবং আমি এখান থেকে সরে যাচ্ছি। আমি বিমানবন্দরের কাছে যাবো।’ নোরার কথায়, ‘আজ আমার ফ্লাইট আছে। আমি জানি না আমি ফ্লাইট ধরতে পারবো কিনা। আমি আশা করি এটি বাতিল হবে না। এটি ভীতিজনক। আমি আপনাদের আপডেট দেব। আমি আশা করি মানুষ নিরাপদে হয়েছে, আমি এর আগে এরকম দাবানল দেখিনি।’ প্রসঙ্গত, অভিনেত্রী নোরা লস অ্যাঞ্জেলসে কয়েকটি ইভেন্টে যোগ দেওয়ার জন্যে গিয়েছিলেন। তবে সেখানে গিয়ে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন।

রুক্মিণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেব

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্রর ক্যারিয়ার গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। দীর্ঘ মডেলিংয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০১৭ সালে টলিউডে পথ চলা শুরু করেছিলেন অভিনেত্রী। প্রথম বছরেই পর পর দুটি ছবি ‘চ্যাম্প’ ও ‘ককপিট’-এ দেবের সঙ্গে জুটি বেঁধে

দর্শকের নজর কেড়েছিলেন। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক ছবিতে প্রশংসা কুড়িয়েছেন রুক্মিণী। শিগগিরই আসছে রুক্মিণীর পরবর্তী ছবি ‘বিনোদিনী’। গত বুধবার মুক্তি পেয়েছে সেই বহু প্রতীক্ষিত ছবির প্রথম গান ‘কানহা’। শ্রেয়া ঘোষালের গানের পাশাপাশি রুক্মিণীর নাচ ও অভিনয় দেখে মুগ্ধ দর্শকেরা। ‘বুমেরাং’ হোক বা ‘টেক্কা’ বা ‘বিনোদিনী’, বারবার নিজেকে ভেঙে নতুন করে সামনে আনছেন রুক্মিণী, বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে তুলে ধরেছেন। ঝুঁকি নিয়ে নতুন কিছু চেষ্টা করে চলেছেন। যা প্রশংসনীয় বলে মনে করেন দেবও। অভিনেত্রীর কথায়, দেব আমাকে সবসময় বলেন, ‘আমি ১৭ বছর পর যা করছি, তুমি ৭ বছরেই তা করে দিলে।’ আসলে এই ছবির শুটিং যখন শুরু হয় তখন টলিপাড়ায় রুক্মিণীর মাত্র দু বছর হয়েছে। পরিচালক রামকমল প্রথম থেকেই নায়িকাকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, যদিও প্রযোজকরা বিশ্বাস করতে পারেননি। পরে অবশ্য দেব এবং প্রমদ ফিল্মস এগিয়ে আসেন বলে জানিয়েছেন রুক্মিণী। আসলে দেব নিজেকে ভেঙে অন্যধারার ছবি করতে ক্যারিয়ারে কিছুটা সময় নিলেও রুক্মিণী একেবারেই তা করেননি, তাই প্রেমিকার প্রশংসা করতে কখনও পিছপা হননি দেব নিজেও।

ভোর থেকে বেচাকেনা শুরু হয় টুকেরবাজার শাকসবজির হাটে।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কম্বল বিতরণ

বরিশাল প্রতিবেদক : তিন শতাধিক শীতার্ত পরিবারের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছেন জেলার গৌরনদী ব্লাড ডোনার্স ক্লাবের সদস্যরা। উপজেলার টিএন্ডটি মোড়ে সংগঠনের কার্যালয়ে কম্বল বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক মো. আবু আবদুল্লাহ খান। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে সংগঠনের সভাপতি শাকিল আহম্মেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এইচএম সানাউল, প্রচার সম্পাদক তুহিন ইসলাম, সাবেক অর্থ সম্পাদিক শ্রাবনী দাসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাইচ প্রতিপাদ্যে সরকারি নির্দেশনার আলোকে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ধুলিহর-ব্রহ্মরাজপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ ও তারুণ্য মেলা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে আট দলীয় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয়ের মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন প্রধান শিক্ষক মোঃ এমাদুল ইসলাম। সহকারী শিক্ষক এসএম শহীদুল ইসলামের টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন সহকারি প্রধান শিক্ষক অনুজিত কুমার মন্ডল, সিনিয়র সহকারি শিক্ষক মোঃ নজিবুল ইসলাম, মোঃ হাফিজুল ইসলাম, দেবব্রত ঘোষ, শামীমা আক্তার, অরুণ কুমার মন্ডল, আজহারুল ইসলাম, মৃনাল কুমার বিশ্বাস, খালেদা খাতুন, আসমাতারা জাহান, গীতা রানী সাহা, কনক কুমার ঘোষ, ভানুবতী সরকার, শাহানারা খাতুন, হারুন অর রশিদ, ভৈরব চন্দ্র পাল, দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, লুৎফর রহমান, লুৎফুন নাহার। টুর্নামেন্ট পরিচালনা করেন সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) খালেদা খাতুন। এ সময় স্কুলের সকল শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজবাড়ীতে খরচের দ্বিগুণ লাভের আশা টমেটো চাষে

রাজবাড়ী প্রতিনিধি : পদ্মা নদীর তীরবর্তী জেলা রাজবাড়ী। এ জেলার মাটি অধিক উর্বর হওয়ায় প্রতিটি শাকসবজি ও ফসলের সর্বোচ্চ ফলন হয়। রাজবাড়ী জেলায় মোট আবাদি জমির পরিমাণ ৭৯ হাজার ১৬৩ হেক্টর। চলতি রবি মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল জাতের টমেটো আবাদ হয়েছে প্রায় ৭০০ হেক্টর জমিতে। জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য অনুসারে, এখন পর্যন্ত জেলা সদরে ১৬০, কালুখালীতে ৪৫, গোয়ালন্দে ৩৫০, পাংশায় ৫৫ ও বালিয়াকান্দিতে ৩৫ হেক্টর জমিতে টমেটোর আবাদ করেছেন কৃষকরা। গত বছর জেলার ৬৪৫ হেক্টর জমিতে টমেটোর আবাদ হয়েছিল। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ছিল সাড়ে ২৩ টন। যার মোট উৎপাদন ছিল ১৫ হাজার ১৫৭ মেট্রিক টন। সেই হিসেবে চলতি মৌসুমে টমেটোর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ হাজার মেট্রিক টন। সরেজমিনে রাজবাড়ী জেলা সদরের বরাট ইউনিয়নের নয়নসুখ গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, পদ্মার তীরে চরের জমিতে একরের পর একর জমিতে কৃষকরা করেছেন বিউটি প্লাস, মিতালি, টিএম ১২২০ সহ বিভিন্ন উচ্চফলনশীল জাতের টমেটোর আবাদ। ক্ষেতের প্রতিটি গাছেই ঝুলছে কাঁচা-পাকা টমেটো। কৃষকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন টমেটো সংগ্রহ ও ক্ষেত পরিচর্যায়। কৃষক গোলাম মোস্তফা বলেন, আমি ১০০ শতাংশ জমিতে আধুনিক মালচিং পদ্ধতিতে টমেটো আবাদ করেছি। প্রথমদিকে ৮০ টাকা কেজিদরে বিক্রি করেছি। এখন প্রতি কেজি ৫০ টাকা কেজিদরে বিক্রি হচ্ছে। ১০০ শতাংশ জমিতে মালচিং পদ্ধতিতে টমেটো আবাদ করতে আড়াই লাখ টাকা খরচ হয়েছে। আশা করছি বিক্রি হবে প্রায় ৫ লাখ টাকার মতো। কৃষক সলিম শেখ বলেন, আমি ২ বিঘা (৬৬ শতাংশ) জমিতে টমেটো আবাদ করেছি। ফলন আল্লাহর রহমতে ভালো হয়েছে। বাজারে দাম ভালো থাকলে আমরা কৃষকরা লাভবান হবো। কৃষক সালাম শেখ বলেন, রাজবাড়ী জেলার এই টমেটো স্থানীয় বাজারসহ ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, ঢাকায় বিক্রি হচ্ছে। এতে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা। উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাহফুজ মিয়া বলেন, প্রতিনিয়ত মাঠে এসে সরাসরি কৃষকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি। চাষাবাদ সম্পর্কে নানাবিধ পরামর্শ ও সেবা দেই আমরা। সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. জনি খান বলেন, জমিকে উত্তমরূপে তৈরি করে প্রয়োজনীয় জৈব ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে বেড তৈরি করে সেখানে বীজ বপন করতে হয়। তারপর সেই বেডগুলো মালচিং পেপার দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। মালচিং পেপার হলো বিশেষ ধরনের পলি পেপার (পলিথিন)। বীজগুলো থেকে চারা গজানোর পর চারার স্থানগুলো থেকে মালচিং পেপার ছিদ্র করে দিতে হয়। যাতে চারাগুলো সহজে বেড়ে উঠতে পারে। এছাড়া মালচিং পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে জমিতে আগাছা জন্মাতে পারে না এবং সেচের অতিরিক্ত পানি জমে চারা বিনষ্ট হয় না। এভাবে চাষে অতিরিক্ত সারের প্রয়োজন হয় না। ফলে জমি চাষাবাদে শ্রম কমে যাওয়ায় কৃষি শ্রমিকও কম লাগে। এতে উৎপাদন খরচ কমে যায়, জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ফলন অনেক বেশি হয়। রাজবাড়ী জেলা কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, রাজবাড়ীতে গত বছর ৬৪৫ হেক্টর জমিতে টমেটো আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬০ হেক্টর রয়েছে গোয়ালন্দ উপজেলার বিভিন্ন চরাঞ্চলে। এ বছর এখনো আবাদ চলমান। পলিমাল্চ ব্যবহার করে আধুনিক পদ্ধতিতে টমেটো চাষের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের। এতে আগাছা কম হয়। গাছের বৃদ্ধিও ভালো হয়। রোগবালাই হয় না। ফলনও বেশি হয়। আধুনিক কৃষি ব্যবহারে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে।

নৌকায় করে আনা বেগুন হাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নতুন পেঁয়াজের কেজি ৩৫ টাকা, চাষির মাথায় হাত

মেহেরপুর প্রতিনিধি : জ্বালানি তেল, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও কৃষি শ্রমিকের দাম বেড়েছে। সে অনুপাতে দাম বাড়েনি কৃষকের উৎপাদিত পেঁয়াজের। হঠাৎ পেঁয়াজের দামপতনে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন জেলার কৃষক। বর্তমানে মেহেরপুরের বাজারগুলোতে নতুন পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩৫ টাকা কেজি দরে।

গত কয়েক বছর ধরে পেঁয়াজের দাম ভালো পাওয়ায় এ বছর মেহেরপুরের প্রান্তিক কৃষকেরা গত এক যুগের মধ্যে এ প্রথম লক্ষ্যমাত্রার দ্বিগুণ পেঁয়াজ চাষ করেছেন। নতুন পেঁয়াজ ওঠার পর জেলার বাজারগুলোতে দাম অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে। ফলে, নায্যমূল্যে না পাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন জেলার পেঁয়াজ চাষি। এবার জেলায় লাল তীর কিং, মেটাল কিং, তাহেরপুরী, বারি পেঁয়াজ-১ এবং কিং সুপার জাতের পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে। গত কয়েক সপ্তাহ আগেও বাজারে পেঁয়াজ ৮০ থেকে ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছিল। গত কয়েকদিন ধরে পেঁয়াজের অব্যাহত দরপতন হয়েছে। জেলার খুচরা বাজারগুলোতে এখন প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩৫-৪০ টাকা কেজি দরে। পেঁয়াজ চাষিদের আবেদন, বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ করে দেশীয় পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে জেলা কৃষিবিভাগ বলছে, পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি ও একসঙ্গে বাজারজাত করায় দাম কমে গেছে। কিছুদিন সংরক্ষণ করে বিক্রি করতে পারলে পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্যে পাবেন জেলার চাষিরা। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় প্রায় ৭ হাজার হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের চাষ হয়েছে। অথচ, গত মৌসুমে এ জেলায় পেঁয়াজ চাষ হয়েছিল মাত্র ২ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে। কয়েক বছর পেঁয়াজের দাম ও ফলন ভালো পাওয়ায় এ বছর চাষিরা কোমর বেঁধে পেঁয়াজ চাষ করেছেন। জেলার বাজারগুলোতে ঘুরে দেখা গেছে, মুড়িকাটা পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি ৩৫ থেকে ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গত মাসে এক কেজি পেঁয়াজের দাম ছিল ৮০ থেকে ১৫০ টাকা। মেহেরপুর বড়বাজার এলাকার কাঁচাবাজারে নতুন পেঁয়াজের সঙ্গে পুরোনো পেঁয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। তবে, পুরোনো পেঁয়াজের তুলনায় ক্রেতারা নতুন পেঁয়াজ কিনতে আগ্রহী হচ্ছেন। মুড়িকাটা এক কেজি পেঁয়াজ ৩৫ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষি রবিউল ইসলাম বলেন, চলতি বছরে তার ছয় বিঘা, প্রতিবেশী হারান আলীর ১১ বিঘা, সমসের আলীর ৮ বিঘা, সাইদুল ইসলামের ৯ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছেন। এছাড়া এ গ্রামের শতাধিক কৃষক পেঁয়াজ চাষ করেছেন। তারা বলেন, লোকসানের হিসাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন, বিঘাপ্রতি মজুরি খরচ, সার ও কীটনাশক, বীজ কেনা ও লিজ খরচ দিয়ে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ পড়েছে। দাম এভাবে কমে গেলে মোটা অঙ্কের লোকসানে পড়তে হবে তাদের। স্থানীয় পেঁয়াজ চাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিঘা প্রতি জমিতে পেঁয়াজ চাষে খরচ হয়েছে ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকা। জমির লিজ ২০ হাজার টাকা মিলে মোট ৭০-৭৫ হাজার টাকা খরচ। গত বছরের তুলনায় এ বছর পেঁয়াজের ফলনও কম হচ্ছে। গত বছর প্রতি বিঘা জমিতে ৮০ থেকে ১শ মণ পেঁয়াজ পেলেও এ বছর বীজে সমস্যা থাকার কারনে উৎপাদন হচ্ছে ৬০ থকে ৭০ মণ। বর্তমান পেঁয়াজ বিক্রি করে চাষির ঘরে আসছে ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা।

গফরগাঁওয়ে দরিদ্রদের মাঝে কম্বল বিতরণ

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ মুশফিকুর রহমানের পক্ষ থেকে অসহায়, দরিদ্র ও দুস্থ শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করেছে পাগলা থানা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। পাঁচবাগ ইউনিয়নের চরশাখচূড়া গ্রামে এই শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেন সমাজসেবক মোশাররফ হোসেন তারা ও তার সহধর্মিণী শিউলি হোসাইন। এসময় উপস্থিত ছিলেন পাগলা থানা বিএনপির নেতা আবুল কালাম, নূর আলী, যুবদল নেতা শরিফ মিয়া, আকরাম হোসেন তুহিন, সজিব মিয়া, ছাত্রদল নেতা আদনান হোসেন তুষার, ইমরান হোসাইন, সানোয়ার ফারদিন, নাহিদ হাসান, মোঃ ফারদিন, স্বেচ্ছাসেবকদল নেতা জর্জ মিয়া ও আলতাফ হোসেন প্রমুখ। এদিকে শীতবস্ত্র কম্বল পেয়ে শীতার্তদের মুখে হাসি ফুটেছে।

সুজানগরে কেমিক্যাল দিয়ে টমেটো বিক্রি

পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরের হাট-বাজারে নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে পাকানো টমেটো বিক্রি করা হচ্ছে। আর কেমিক্যাল দিয়ে পাকানো ওই টমেটো কিনে ভোক্তারা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার সাগরকান্দী ইউনিয়নের চরাঞ্চলের জমিতে এ বছর ব্যাপকভাবে শীতকালীন টমেটো আবাদ করা হয়েছে। এক শ্রেণির অসাধু টমেটো ব্যবসায়ী টমেটো চাষীদের কাছ থেকে কম দামে অপরিপক্ক কাঁচা টমেটো কিনে এনে তাতে কেমিক্যাল স্প্রে করে। এতে ২৪ঘন্টার মধ্যে ওই টমেটো পেকে কাছপাকা টমেটোর মতো দেখায়। এ সময় ওই সকল অসাধু ব্যবসায়ী কেমিক্যাল দিয়ে পাকানো টমেটো গাছপাকা টমেটো বলে স্থানীয় হাট-বাজারে চড়া দামে পাইকারি দামে বিক্রি করেন। উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের ভুক্তভোগী ক্রেতা আব্দুল মজিদ বলেন ওই সকল অসাধু ব্যবসায়ী টমেটো চাষীদের জমি থেকে কম দামে অপরিপক্ক কাঁচা টমেটো কিনে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এর পর তারা অধিক মুনাফা লাভের আশায় মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কেমিক্যাল ও কার্বাইড দিয়ে ওই টমেটো পাকায়ে উপজেলার হাট-বাজারে পাইকারি দামে বিক্রি করেন। একই এলাকার ভুক্তভোগী ক্রেতা রতন বিশ্বাস বলেন কেমিক্যাল দিয়ে পাকানো টমেটো দেখতে গাছপাকা মনে হলেও খেতে গাছপাকার মতো স্বাদ না। তাছাড়া ওই টমেটো মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মীর রাশেদুজ্জামান রাশেদ বলেন শিগগিরই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন অসাধু টমেটো ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিক্রির জন্য নানান শাকসবজি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষক।

বরগুনায় অটো রিকসা ও কম্বল বিতরন

বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার মণিপুর মাঠে পাথরঘাটা উপজেলার দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে নূরুল ইসলাম মণি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কম্বল ও অটো রিকসা বিতরন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কম্বল ও রিকসা বিতরন করেন বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও বরগুনা -২ আসনের সাবেক এমপি নুরুল ইসলাম মণি। সভাপতিত্ব করেন পাথরঘাটা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম জামাল। বক্তব্য রাখেন বাবুগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল হালিম, মাজহার উদ্দিন টেকনিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ পাথরঘাটা উপজেলা বিএনপির আহবায়ক ফারুক চৌধুরী কাকচিড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দীন সিকদার।

ধামইরহাট সীমান্তে রক্ষাকারী বাহিনীর টহল জোরদার

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার বস্তাবর সীমান্তে আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন লঙ্ঘন করে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বাধায় নির্মানকাজ বন্ধ করে বিএসএফ। বর্তমানে সেখানে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়েছে, ইস্ক্যাভেটর (ভেকু) মেশিন সরিয়ে নিয়েছে ভারত। পরিস্থিতি স্বাভাবিত রাখতে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী তাদের টহল জোরদার করেছে। এসব কারণে স্থানীয়দের মাঝেও দেখা দিয়েছে উৎকণ্ঠা ও আতংক। স্থানীয় ইউপি সদস্য ওসমান সরকার জানান, বস্তাবর সীমান্তে উভয় দেশের বাহিনীর টহল খুব বেশি বেশি দেখা যাচ্ছে, পতাকা বৈঠকের কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে এখনও কোন বৈঠকের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, আমরা সীমান্তে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিয়ে বসবাস করতে চাই জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' ১৪ বিজিবি পত্নীতলার অধিনায়ক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন বলেন, 'নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার বস্তাবর এলাকায় বিএসএফ সদস্য আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে বেড়া নির্মান করতে এসেছিল আমরা বাধা দিয়েছি, পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ রয়েছে, বিজিবির পক্ষ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে টহল জোরদার করা হয়েছে।

চিতলমারীতে ছিন্নমূল শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

চিতলমারী, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক শীতার্ত ছিন্নমূল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাপস পাল সদর উপজেলার ওয়াপদা বেড়ী বাঁধের পাশে বসবাসরত প্রায় অর্ধশত শীতার্তদের মাঝে এই কম্বল বিতরণ করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন চিতলমারী উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মোঃ সোহেল পারভেজ, চিতলমারী প্রেসক্লাব সভাপতি মোঃ একরামুল হক মুন্সী, সহ-সভাপতি এসএম সহিদুল হক টিপু, সহ-সভাপতি মোঃ আজাদ খান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার প্রতিনিধি মোঃ মনিরুজ্জামান ও ছাত্র প্রতিনিধিগণ।

বাঘায় শাহাজালাল ইসলামী ব্যাংকের শীতবস্ত্র বিতরণ

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় শাহাজালাল ইসলামী ব্যাংকের আড়ানী শাখার শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। আড়ানী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে হতদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষদের মাঝে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের আড়ানী শাখার ম্যানেজার ফজলে রাব্বি ৩০০ জনের মাঝে এই কম্বল বিতরণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আড়ানী বাজারের ব্যবসায়ী ছিদ্দিক মোল্লা, আব্দুল আজিজ, স্থানীয় সাংবাদিক ফজলুর রহমান প্রমুখ।

বরিশালে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতের হানা

বরিশাল প্রতিবেদক : আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতির কারণে একের পর এক চুরি ও ডাকাতির ঘটনা বেড়েই চলেছে। সর্বশেষ জেলার গৌরনদী উপজেলার মাহিলাড়া গ্রামের সৌদি প্রবাসী বাবুল হাওলাদারের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। প্রবাসীর ছেলে আল-আমিন হাওলাদার জানান, ভবনের দুইটি দরজা ভেঙে ১০/১৫ জনের সশস্ত্র ডাকাতদল ভবনের মধ্যে প্রবেশ করে। এসময় ডাকাত দলের প্রবেশের আলাপ পেয়ে পরিবারের চার সদস্য এক রুমে আশ্রয় নিয়ে কৌশলে মোবাইল ফোনে আশেপাশের লোকজনকে খবর দেয়া হয়।

দেবহাটায় শীতার্তদের শীতবস্ত্র বিতরন

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : দেবহাটা রিপোর্টার্স ক্লাবের আয়োজনে আলোচনা সভা ও পরে শীতার্ত অসহায় দুঃস্থ মানুষদেরকে শীতবস্ত্র বিতরন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টায় রিপোর্টার্স ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত শীতবস্ত্র বিতরন অনুষ্ঠানের পূর্বে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবহাটা রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি আর.কে.বাপ্পা।

মেলান্দহে কৃষি-খাদ্য-পরিবেশ বিপর্যয়ের আশংকা

মেলান্দহ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের মেলান্দহে ক্রমাগত মাটি লুটের ফলে কৃষি ও পরিবেশ হুমকির মুখে। এতে খাদ্য সংকটের সম্ভাবনা বিদ্যমান। বিশেষ করে ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর টপসয়েল হরিলুটের মহোৎসবের চিত্রই তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। উপজেলায় ২৫টি ইটভাটা। এরমধ্যে নয়ানগর ইউনিয়নেই ৮টি। ইটভাটার মাটি খেকুরা কৃষককে এক ধরণের ব্ল্যাক মেইল করে এই সুরক্ষিত মাটি অল্প টাকায় হাতিয়ে নিচ্ছে। টপসয়েলের বিপর্যয় কৃষিতে বড় ধরণের হুমকি এবং খাদ্য সংকটে ফেলবে। অনুমোদনহীন যানবাহনে মাটি বহন করায় ক্ষতি হচ্ছে রাস্তাঘাট পরিবেশও। ড্রেজার দিয়ে বালি উত্তোলন করায় ক্ষতিগ্রহস্থ হচ্ছে নদ-নদী-কৃষি এবং প্রকৃতিও। সচেতন মহল মনে করছেন, এই বিপর্যয় রোধ এখন সময়ের দাবি। সরেজমিনে দেখা গেছে, হাজরাবাড়ি, ব্রাক্ষ্মণপাড়া, ফুলকোচা, আদ্রা নামাবন্দ, কুলিয়া, দুরমুঠ, দাগি, বানিপাকুরিয়া, উদনাপাড়া, নয়াপাড়া, আলোকদিয়া, বন্দোরৌহা, শাহিন বাজার ছাড়াও প্রায় প্রতিটি গ্রামের টপসয়েল লুটে ব্যস্ত মাটি খেকুরা। আদ্রা বাজারের পাশে লৌহজংয়ের খননকৃত পাড়ের মাটি লুটও থেমে নেই। কৃষক মুনতাজ মিয়া (৫৬) জানান- ইতোপূর্বে এভাবে কৃষি জমিতে মাটি গর্ত করলে ফসল হবে না। সামান্য বৃষ্টিতেই পানি আটকে থাকবো। হাজরাবাড়ি ব্রাক্ষ্মণপাড়ায় ৮টি ভ্যাকু মেশিন দিয়ে মাটি উত্তোলনকারিদের আব্দুল মজিদ (৪৩) ও মাসুদ (২৫) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জানান-প্রশাসনের লোকজন আসছিলেন। মাটিগুলো মাদারগঞ্জের ইটভাটায় বেশি যাচ্ছে। আন্নেরা ভ্যাকু মেশিন মালিক ও মাটির ডিলার সোলায়মান সাবের সাথে যোগাযোগ করেন। উনি হাজরাবাড়ি বাজারে থাকেন। সোলায়মান সাহেব সাংবাদিক আসার খবরে দ্রুত শটকে পড়েন। জানা গেছে, মেলান্দহ উপজেলায় প্রায় ৩ হাজার পুকুর আছে। উপজেলার ২৫টি ইটভাটা ছাড়াও ইসলামপুর, মাদারগঞ্জের ইটভাটায় মাটি যাওয়ার ফলে কোন কোন জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। বিলের সমান কিংবা তার চেয়েও বেশি গভীরতার সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ জমিতে ফসল না হওয়ায়, অপরিকল্পিত পুকুর খননে বাধ্য হলেও; মাছ চাষে কাঙ্খিত লাভবান হচ্ছেন না কৃষক। এতে পুকুরের সংখ্যাও বাড়ছে। কমছে আবাদি জমিও। অথচ এসব জমিতে এক ফসলি, দু'ফসলি তিন ফসলি এমনকি বছর জুড়ে আবাদও ছিল। বারোমাসি ফসলের জমি এখন নাই বল্লেই চলে। মেলান্দহ বঙ্গমাতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সেলের পরিচালক ড. মাহমুদুল হাসান জানান- পুকুর পাড়ের বিভিন্ন অংশে টপসয়েল থাকলে মাছ চাষ ভালো হয়। আদর্শ পুকুর হচ্ছে ৫-১০ ফুট উচ্চতার। অনিয়ন্ত্রিত পুকুরে মাছের রোগবালাই আক্রমন করে। মাছ বৃদ্ধি পায় কম। বাকৃবি'র গবেষক শিক্ষার্থী এস.এম. আল-ফাহাদের মতে কৃষি জমির মাটি উত্তোলনের পর, গর্তে অপরিকল্পিত পুকুর রূপ দিয়ে মাছ চাষে কৃষক না পাবে কাঙ্খিত মাছ। না পাবে ফসল। হারাবে ফসলি জমি এবং হারাবে পৃথিবীর গতি ও প্রকৃতি। ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ আবুল বাশার জানান-মাটির ৫টি লেয়ারের প্রথম স্তরের ২-৮ ইঞ্চি পর্যন্ত টপসয়েল। টপসয়েলে বেশি জৈব পদার্থ, হিউমাস উদ্ভিদ ও প্রাণীর পঁচা বা অবশিষ্টাংশ ডিকম্পোজ থাকে। এ ছাড়াও খনিজ উপাদান, পানি-বায়ুর সংমিশ্রণের ব্যবস্থাপনা থাকে। যা মাটির পুষ্টি উপাদানের ক্ষেত্রে প্রাণী ও উদ্ভিদের অনুজীব বেশি কার্যকর। পরিবেশ বান্ধব লেয়ারে থাকে মোহনীয় উর্বরা শক্তি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার ভান্ডার। যা মাটির পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। টপসয়েল না থাকলেই কৃষিতে বিপর্যয়ের আশংকা থাকে। কোন কোন জায়গায় ৪-৬ ফুট কিংবা আরো বেশি পর্যন্ত গভীর করলে মাটিতে পুষ্টি এবং ফসল করার মতো কিছুই থাকে না।

কাহারোলে বোরো বীজতলা রক্ষায় পলিথিনের ব্যবহার

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে বোরো চাষীরা বোরো ধানের বীজকে কুয়াশা ও তীব্র ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষার জন্য বীজতলায় পলিথিন ব্যবহার করছে। একদিকে যেমন কুয়াশা ও ঠান্ডার আক্রমণ হতে রক্ষা পাচ্ছে অন্যদিকে গাছগুলি পলিথিনের নীচে সতেজ থাকছে বলে কৃষকরা জানান। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, চলতি বোরো মৌসুমে বোরো ধানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ হাজার ৫শত ৫০ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হবে। সেই অনুযায়ী বীজ তলার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৭৮ হেক্টর জমি। উপজেলার ঈশানপুর গ্রামের বোরো চাষী মোঃ সামসুল ইসলাম জানান, তিনি এবার বোরো চাষ করবেন ৬ একর জমিতে।

সেই জন্য তিনি আগাম জাতের বোরো ধানের বীজ বপন করেছেন। শীত ও কুয়াশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বীজগুলিকে পলিথিন দিয়ে ঠেকে দিয়েছেন। অপর চাষী মফিজ উদ্দীন বলেন, ৭ একর জমিতে বোরো চাষ করবেন। সেই জন্য ব্রীধান-২৯ ও ব্রীধান-৮৯ জাতের বীজ জমিতে বপন করেছেন এবং বীজতলায় সম্পুর্ণরুপে বীজগুলিকে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। যাতে করে বীজগুলি ভালো থাকে। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা মল্লিকা রাণী সেহান বীশ বলেন, উপজেলার কৃষকদের বীজতলাগুলিকে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে যাতে চারাগুলি নষ্ট না হয়। এই বিষয়ে কৃষকদের সার্বক্ষনিক পরামর্শ দিচ্ছেন কৃষি বিভাগের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ।

লালমোহনে শীতার্ত মাঝে কম্বল বিতরণ

লালমোহন, ভোলা প্রতিনিধি : কনকনে শীতে কাঁপছে দেশের মানুষ। এই তীব্র শীতে চরম বিপাকে পড়েছেন গবীর, অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষজন। অসহায় সেসব শীতার্ত মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে কম্বল উপহার দিয়েছেন ভোলার লালমোহন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. শাহ আজিজ। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বাজার গুলো গিয়ে অসহায় মানুষের হাতে, শীতের উপহার এই কম্বল তুলে দিয়েছেন। এছাড়াও গত মঙ্গলবার গভীর রাতে পৌরশহরের বিভিন্নস্থানে ঘুরে ঘুরে অসহায় শীতার্তদের মাঝে নিজ হাতে উপহার হিসেবে কম্বল তুলে দেন তিনি। লালমোহন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহ আজিজ বলেন, তীব্র শীতে সাধারণ মানুষের কতটা কষ্টে আছে তাগত কয়েকদিনের শীতে বুঝতে পারলাম, বিশেষ করে রাতের বেলাতেই বুঝা যায় কে প্রকৃত শীতার্ত মানুষ।

ধনেপাতা কিনছেন ক্রেতারা।

দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হলেন ভিনি

স্পোর্টস ডেস্ক : গত সপ্তাহে ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে লাল কার্ড খেয়ে লা লিগায় দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ উইঙ্গার ভিনি-সিয়াস জুনিয়র। ব্রাজিলিয়ান এই উইঙ্গার ভ্যালেন্সিয়ার গোলরক্ষক স্টোল দিমিট্রিভস্কিকে পিছন দিক থেকে ঘাড়ে ধাক্কা দেয়ায় ম্যাচের ৭৯ মিনিটে লাল কার্ড পেয়েছেন। আর এই কার্ডে রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন ভিনিকে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছেন। স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ গত শুক্রবারের ম্যাচটিতে পিছিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে ভ্যালেন্সিয়াকে পরাজিত লা লিগা টেবিলের শীর্ষে উঠেছে। এই নিষেধাজ্ঞার কারণে ভিনিসিয়াস লাস পালমাস ও রিয়াল ভায়াদোলিদের বিরুদ্ধে আসন্ন দুটি লিগ ম্যাচে খেলতে পারবেন না। তবে এ সপ্তাহে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য স্প্যানিশ সুপার কাপে খেলার সুযোগ পাবেন। আজ বৃহস্পতিবার সুপার কাপের সেমিফাইনালে মায়োর্কার মুখোমুখি হবে মাদ্রিদ।

কারাবাও কাপ সেমিফাইনালে আর্সেনালকে হারালো নিউক্যাসল

স্পোর্টস ডেস্ক : ইংলিশ ফুটবল লিগ কাপ তথা কারাবাও কাপের সেমিফাইনাল প্রথম লেগে জয় পেয়েছে নিউক্যাসল ইউনাইটেড। তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনালকে। তাতে ফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে থাকল নিউক্যাসল। ফিরতি লেগে ফেব্রুয়ারিতে আবার আর্সেনালের মুখোমুখি হবে তারা। ওই ম্যাচে কোনোক্রমে বড় ব্যবধানের হার এড়াতে পারলেই ২০২২-২০২৩ মৌসুমের পর আবারও ফাইনালে উঠতে পারবে এডি হাউর শিষ্যরা। অবশ্য কারাবাও কাপের ইতিহাসে এর আগে মাত্র দুইবার তারা ফাইনালে উঠেছিল। দুইবারই রানার্স-আপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাদের। অন্যদিকে ৮ বার ফাইনাল খেলে ৬ বারই রানার্স-আপ হয়েছে আর্সেনাল। সবশেষ তারা ১৯৯৩ সালে জিতেছিল কারাবাও কাপের শিরোপা। আর সবশেষ ফাইনাল খেলেছিল ২০১৮ সালে। আর্সেনালের মাঠে ম্যাচের ৩৭ মিনিটে লিড নেয় নিউক্যাসল। এ সময় ফ্রি কিক পায় তারা। ফ্রি কিক থেকে জ্যাকব মারফির বাড়ানো বল পেয়ে বাম পায়ের শটে গোল করেন আলেকজান্ডার ইসাক। বিরতি থেকে ফিরে ৫১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে নিউক্যাসল। এ সময় অ্যান্থনি গর্ডন বাম পায়ের শটে গোল করেন। বাকি সময় উভয় দল গোলের জন্য মরিয়া হয়ে খেললেও সেটার দেখা পায়নি। তাতে ২-০ ব্যবধানের জয়ে ফাইনালের পথে এগিয়ে থেকে মাঠ ছাড়ে ম্যাগপাইরা।

ঢাকা ক্যাপিটালসের উপর আশা রাখতে বললেন মোসাদ্দেক

স্পোর্টস ডেস্ক : ঢাকায় তিন ম্যাচে জয়ের দেখা পায়নি শাকিব খানের দল ঢাকা ক্যাপিটালস। ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় সিলেট পর্বে মোসাদ্দেক হোসেনকে ডাকা হয়, ইংল্যান্ড অধিনায়ক জেসন রয়ও যোগ দেন দলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ের মোমেন্টাম পায়নি ঢাকা। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভেন্যুতে রংপুর রাইডার্সের কাছে ৭ উইকেটে হারে ঢাকা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১১১ রান সংগ্রহ করে ঢাকা, যা ছিল চলতি আসরের সবচেয়ে কম দলীয় সংগ্রহ। জেসন রয় ১৮ আর মোসাদ্দেকের ব্যাটে থেকে আসে ১২ রান। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মোসাদ্দেক হোসেন। ধারাবাহিক হারের কারণ হিসেবে তিনি 'দল হিসেবে' সবাই মিলে ভালো করতে না পারার কথাই তুলে ধরেন। মোসাদ্দেক আশাবাদী বড় স্কোর করতে পারলে দল ঘুরে দাঁড়াবে। মোসাদ্দেক বলেন, 'প্রথম দিকে হার শুরু হলে একটা ম্যাচ না জেতা পর্যন্ত কামব্যাক করা সম্ভব হয় না। ম্যাচ জেতার জন্য ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে।' সিলেটে প্রথম ম্যাচে ছোট স্কোর হলেও উইকেট নিয়ে অভিযোগ নেই মোসাদ্দেকের। তিনি বলেন, 'প্রথম দুই-তিন ওভার পর্যন্ত মনে হচ্ছিল উইকেটে হয়তো স্লো হবে। কিন্তু সময় যত যাচ্ছিল উইকেট তত ভালো হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত হাই-স্কোরিং হওয়ার মতো উইকেট ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে উপর থেকে ব্যাটিংয়ে ধস নামে, এ কারণে রান বড় করা কঠিন হয়ে গেছে।' মোসাদ্দেক বলেন, 'ভবিষ্যতে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বড় সংগ্রহ করার। অন্যথায় আজকের মতো ১১০-১২ করে জেতা সম্ভব নয়।' ইংলিশ খেলোয়াড় জেসন রয় ম্যাচে ভালো করতে না পারা প্রসঙ্গে মোসাদ্দেক বলেন, 'সে লম্বা জার্নি করে গতকালই এসেছে। এই জার্নির প্রভাবটা থাকতে পারে।

আল নাসরের সঙ্গে চুক্তি বাড়াতে চান রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক : তিন বছর সৌদি ক্লাব আল নাসরের হয়ে খেলেছেন পর্তুগিজ ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। এই তিন বছরে নাসরের হয়ে ৮৩ ম্যাচ খেলে করেছেন ৭৪ গোল। করিয়েছেন আরও ১৮টি। এবার কি তাহলে সৌদি পর্বের সমাপ্তি ঘটছে রোনালদোর? আর কি সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে খেলবেন না তিনি? মূলতঃ ২০২৫ সালেই শেষ হয়ে যাবে রোনালদোর সঙ্গে আল নাসরের চুক্তির মেয়াদ। চুক্তি বাড়ানোর বিষয়ে সৌদি ক্লাবটির পক্ষ থেকে কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং, ধরেই নেয়া যায় চলতি মৌসুমই সৌদিতে আছেন তিনি। এরপর কী করবেন, সে কথা জানালেন এই পর্তুগিজ ফুটবলার। চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে চললেও রোনালদো নিজে আল নাসরকে ছাড়তে চাচ্ছেন না। তিনি চান, চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে। এর বড় কারণ, তার পরিবার। স্ত্রী জর্জিনা ও সন্তানদের সৌদি আরবে থাকতে ভাল লাগছে। এ কারণে মরুর দেশটি ছাড়তে চান না সিআর সেভেন। রোনালদো বলেন, 'আমি এখানে খুব খুশি। আমার পরিবারও খুশি। এই সুন্দর দেশে আমরা নতুন করে জীবন শুরু করেছি। তাই এখানেই থাকতে চাই। আমি আল নাসরের হয়েই খেলতে চাই। আশা করছি ক্লাব আমার চুক্তি বাড়াবে।' রোনালদোর আশা, গত তিন বছর তিনি যেভাবে খেলেছেন তাতে সৌদি ক্লাবটি তার চুক্তি বাড়াতে আগ্রহী হবে। সে কারণেই হয়তো নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছেন পর্তুগালের ফুটবলার। ইংল্যান্ড, স্পেন, ইতালির মতো দেশে খেলার পর সৌদিতে যান রোনালদো। সেখানে ভাল খেললেও আগের মতো সাফল্য নেই। আল নাসরকে এখনও পর্যন্ত একটি শিরোপাও উপহার দিতে পারেননি। যদিও লড়াই ছাড়তে চান না তিনি। রোনালদো বলেন, 'আল হিলাল, আল ইত্তিহাদের মতো দলের বিরুদ্ধে খেলা কঠিন; কিন্তু আমরা লড়াই করছি। হাল ছাড়ছি না। কয়েকটা ফাইনালে হারতে হয়েছে। ভবিষ্যতে জিতব। আমি পেশাদার ফুটবলার। তাই ক্লাবকে সম্মান করি। ক্লাবের হয়ে নিজের সেরাটা দিই। ভবিষ্যতেও দেব। আল নাসেরকে আরও ট্রফি জেতাব।' রোনালদোর কথা থেকে স্পষ্ট, সৌদিতেই ক্যারিয়ার শেষ করতে চান তিনি। যদিও তার এক সময়ের সতীর্থ ওয়েস ব্রাউন মনে করেন, রোনালদোর উচিত আমেরিকার ক্লাবে খেলা। তা হলে আবার লিওনেল মেসির সঙ্গে তার দ্বৈরথ ফুটবলবিশ্ব দেখতে পাবে। ব্রাউন বলেন, 'ক্রিশ্চিয়ানোর উচিত আমেরিকায় যাওয়া। ওখানে মেসি খেলে। ক্রিশ্চিয়ানো এই বয়সেও ভাল খেলছে। ও আমেরিকায় গেলে মেসির সঙ্গে ওর লড়াই আবার দেখা যাবে। আশা করছি এই বিষয়টা ও ভাববে।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলার ব্যাপারে আশাবাদী ফখর জামান

স্পোর্টস ডেস্ক : ঘরের মাঠে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার ব্যাপারে শতভাগ আত্মবিশ্বাসী মনোভাব পোষন করেছেন ফখর জামান। পাকিস্তান ও দুবাইয়ে আগামী মাসে বহুল প্রতিক্ষীত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ৩৪ বছর বয়সী ফখর বলেছেন, 'অবশ্যই শতভাগ নিশ্চিত, আমি আবারো পাকিস্তানের হয়ে মাঠে নামতে যাচ্ছি। সত্যি বলতে কি অনেকেই বিষয়টি জানেনা, টি২০ বিশ্বকাপের পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। শারিরীক অসুস্থতার কারনে ঐ সময় আমি অতটা ফিট ছিলাম না। সে কারণে দলের অংশ হতে পারিনি। কিন্তু এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ। সবাই আমাকে সাদা-বলে পাকিস্তানের পরবর্তী সিরিজে দলে দেখতে পাবে। পাকিস্তানের হয়ে সাদা-বলের দলে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন ফখর। কিন্তু গত জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত টি২০ বিশ্বকাপের পর এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কোন ম্যাচে অংশ নেননি। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেয় পাকিস্তান।

লাইফস্টাইল

লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখে যেসব ফল

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হলো লিভার। এই অঙ্গটি খাবার হজমে সাহায্যকারী উৎসেচক তৈরি করে। দেহ থেকে টক্সিন বের করে দেয়। সেই সঙ্গে বিপাকের হারকেও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সুস্থ থাকতে চাইলে এই অঙ্গের স্বাস্থ্য ভালো রাখার বিকল্প নেই। আর সেই কাজে সাফল্য পেতে সবার প্রথমে বাইরের খাবার খাওয়া ছাড়ুন। পাশাপাশি ঘি, মাখন ও অত্যধিক তেল খাওয়া বাদ দিতে হবে। এ গুলো না মানলে লিভারে ফ্যাট জমতে পারে। হতে পারে প্রদাহ। আজকের প্রতিবেদনে পাঁচটি ফল নিয়ে আলোচনা করা হবে, যেগুলো নিয়ম মতো খেলে লিভারের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি পুরো শরীর ভালো থাকবে। এ ছাড়া এই অঙ্গকে ঘিরে ধরতে পারবে না ফ্যাটি লিভার, সিরোসিস ও ফাইব্রোসিসের মতো অসুখ। বাতাবি লেবু, লিভারের জন্য অত্যন্ত উপকারী হলো বাতাবি লেবু। এই ফলে রয়েছে ন্যারিনজেনিন ও ন্যারিনজিন নামক দুটি উপাদান। আর এই দুই উপাদান লিভারের কোষকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে প্রদাহ কমায়। ফলে বড়সড় রোগের ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা কমে। তাই নিয়মিত এই ফল খেতে ভুলবেন না। তবে ভুলেও এই ফলে লবণ ছড়িয়ে খাবেন না। তাতে উপকার তো মিলবেই না, উল্টো শরীরের ক্ষতি হয়ে যাবে। ব্লুবেরি, ব্লুবেরিতে আছে অ্যান্থোসায়ানিনের ভাণ্ডার। আর এই উপাদান লিভারের প্রদাহ কমায়। যার ফলে নানা জটিল অসুখ দূরে থাকে। এর পাশাপাশি নিয়মিত এই ফল খেলে ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে। এমনকি যারা ইতোমধ্যেই এই রোগে ভুগছেন, তারাও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। তাই রোজ ব্লুবেরি খেতে ভুলবেন না। আঙুর? আঙুরে থাকা একাধিক জরুরি উপাদান শরীরের প্রদাহ কমায়, কোষের ক্ষয়ক্ষতি রোধে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি এতে মজুদ ভিটামিন ও খনিজের গুণে শরীরে পুষ্টির ঘাটতিও অনায়াসে মিটিয়ে ফেলা যায়। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব এই ফল খাওয়া শুরু করে দিন। তবে ডায়াবেটিস থাকলে আঙুর খাবেন না। এতে শরীরের হাল বিগড়ে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়বে। বিটরুট, এই সবজিতে রয়েছে নাইট্রেট। সেই সঙ্গে এতে বিটালেইনস নামক একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও পাওয়া যায়। আর এই উপাদান শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। যার ফলে কমে যায় প্রদাহ। তাই নিয়মিত বিটের পদ বা এর জুস করে খেলে একাধিক জটিল লিভারের রোগ এড়িয়ে চলা যায়। সুতরাং প্রতিদিনের খাবারে বিটরুটকে জায়গা করে দিন। ?বাদাম, যেকোনো বাদামেই থাকে উপকারী ফ্যাট, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ই এবং অন্যান্য প্ল্যান্ট কম্পাউন্ড। আর এসব উপাদানই লিভারের জন্য সেরার সেরা।

জেনে নিন মন ভালো করার টিপস

লাইফস্টাইল ডেস্ক : কর্মব্যস্ত এই সময়ে পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই মন খারাপ হয়। আমাদের মন খারাপ হওয়া মানেই কিন্তু মানসিক রোগ না। মন খারাপ হলো সাধারণ আবেগ। বিভিন্ন কারণে আমাদের মন খারাপ হতে পারে। তবে হঠাৎ মন খারাপ হলে তখন কোনো কাজে মন বসতে চায় না, তখন আশপাশের মানুষজনের কথাও ভালো লাগে না। আমরা সবাই কম-বেশি এমন সমস্যায় পড়ি, যখন কিছুই ভালো লাগবে না তখন যা করতে পারেন: * নিয়মিত ব্যায়াম করুন, এটা মনকে সারাদিন সতেজ রাখতে সাহায্য করে * সুষম খাদ্য গ্রহণ, * কোনো বিষয় নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন না হওয়া, * ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, * উত্তেজনা কোনো বিষয়ে সমাধান বয়ে আনে না, * উল্টো পরিস্থিতি জটিল করে তোলে, * সময় মতো সব কাজ করার অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে, * অনেকেই আছেন সারা রাত জেগে কাজ করেন আর সারাদিন ঘুমান। এটা শরীর ও মন দুটোর জন্যই ক্ষতিকর, * ইতিবাচক চিন্তা করুন, জীবনকে সহজ করে দেখুন, * দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন, * বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিন, * মনে কষ্ট পুষে না রেখে বিশ্বস্ত কারও সঙ্গে শেয়ার করুন, * সময় পেলে পছন্দের কোথাও বেড়াতে যাওয়া যায়, * গান শুনুন, মাছ ধরুন, সাঁতার কাটুন বাধা-ধরা জীবন থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভালো লাগার কাজে, নির্মল আনন্দে ডুবে থাকুন, * এত কিছুর পরও যদি মন ভালো না হয়, তবে কাউন্সিলরের পরামর্শ নিন।

ছুটির দিন জমুক হাঁসের ঝাল খিচুড়ি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : হোঁসের মাংস ২ কেজি, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা ১ চা-চামচ, জিরা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ধনিয়াগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, গোল মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, শাহি জিরাগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, টকদই ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো। চাল (বাসমতি হলে ভালো) ১ কেজি, ডাল পরিমাণমতো, সরির্ষার তেল ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি পরিমাণমতো, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাতা, লবঙ্গ, বড় এলাচি, ঘি ৩ টেবিল চামচ, আলুবোখারা ও কেওড়াজল। যেভাবে রাঁধবেন : প্রথমে চাল ও ডাল ভালো করে ধুয়ে অল্প পানিতে ভিজিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। চুলায় অল্প আঁচে একটি হাঁড়ি বসিয়ে তাতে ঘি ঢেলে দিন। এরপর পেঁয়াজ, আস্ত গরম মসলা, মরিচ দিয়ে নাড়তে থাকুন। বাদামি রঙের হলে তাতে ভিজিয়ে রাখা চাল-ডাল দিয়ে ভাজুন, ভাজা হলে গরম পানি দিয়ে দিন পরিমাণমতো। ২০ মিনিট পরে নামিয়ে ফেলুন। হাঁসের ঝাল মাংস রান্না : প্রথমে একটি পাত্রে হাঁসের মাংসের টুকরার সঙ্গে সব বাটা ও গুঁড়া মসলা, টকদই, লবণ মেখে ২ ঘণ্টা মেখে রাখুন। চুলায় অল্প আঁচে হাঁড়িতে সরিষার তেলে পেঁয়াজ ও আস্ত গরম মসলা কয়েক মিনিট ভেজে নিন। হাঁসের টুকরাগুলো দিয়ে কয়েক মিনিট কষান।

অল্প পানি দিয়ে ঢেকে দিন। মাঝেমধ্যে নেড়ে দিন, কড়াইয়ের তলায় যাতে না লাগে। এভাবে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। হাঁস সেদ্ধ হলে তাতে আলুবোখারা, ঘি, কেওড়াজল, বেরেস্তা ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে ১০ মিনিট দমে রাখুন। চুলা থেকে নামিয়ে টমেটো ও ডিম ও মরিচ দিয়ে সাজিয়ে নিন। ছুটির দিনে পরিবারের সবাইকে নিয়ে গরম ও ঝাল ঝাল মাংসের সাথে পরিবেশন করুন সুস্বাদু খিচুড়ি।

শীতের সন্ধ্যায় খান ঝাল ঝাল ফিশ কেক

লাইফস্টাইল ডেস্ক: বিভিন্ন ফ্লেভারের কেক খেতে পছন্দ করেন কমবেশি সবাই। কারও পছন্দ ভ্যানিলা কেক, কারও আবার চকলেট কেক। তবে কখনো কি মাছের কেক খেয়েছেন? এটি স্বাদে অনন্য। বিশেষ করে শীতের সন্ধ্যায় খেতে পারেন ঝাল ঝাল ফিশ কেক। এটি স্বাস্থ্যের জন্যও যেমন উপকারী, ঠিক তেমনই খেতেও মুখোরোচক। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক কীভাবে তৈরি করবেন মাছের কেক- উপকরণ, ১. পাউরুটি ৭-৮ পিস, ২. টকি মাছের টুকরো ৪-৫টি, ৩. বড় মাপের আলু সেদ্ধ ১টি, ৪. পার্সলে কুঁচি ২ টেবিল চামচ, ৫. পেঁয়াজ কুঁচি আধা কাপ, ৬. দুধ ১ কাপ, ৭. ডিম ৩টি, ৮. গ্রেটেড চিজ আধা কাপ, ৯. রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ কোয়া, ১০. মাখন ১ কাপ, ১১. ওরচেস্টার সস ২ চা চামচ, ১২. গোল মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ ও, ১৩. লবণ স্বাদমতো। কাঁচা টমেটো খেলে শরীরে কী ঘটে? শীতে গরম নাকি ঠান্ডা পানি পান করা উচিত? পদ্ধতি, প্রথমে মাছের টুকরো (কাঁটা ছাড়া) লবণ ও ভিনেগার অথবা লেবুর রস দিয়ে মেরিনেট করে ১৫ মিনিট রেখে দিন। একটি পাত্রে পাউরুটির পিসগুলো দুধে ভিজিয়ে রাখুন। অন্য একটি পাত্রে সেদ্ধ আলু খুব ভালো করে চটকে নিন, যাতে কোনো দানা না থাকে। এবার ননস্টিক প্যানে বাটার দিয়ে তাতে রসুন বাটা ও পেঁয়াজ কুঁচি হালকা করে ভেজে মাছের ফিলেগুলো দিয়ে দিন। ২-৩ মিনিট রান্না করার পর লবণ ও ওরচেস্টার সস দিয়ে হালকা ভেজে আলু দিয়ে দিন। খুব ভালো করে মিশিয়ে পার্সলে কুঁচি ও গোল মরিচ গুঁড়া মিশিয়ে দুধে ভিজিয়ে রাখা ব্রেডে ঢেলে দিন। এবার এর মধ্যে কাঁচা ডিম, গ্রেটেড চিজ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। মাইক্রোওভে প্রুফ বাটিতে বাটার দিয়ে গ্রিজ করে নিন। এবার পুরো ব্যাটার ঢেলে উপরে চিজ ছড়িয়ে দিন। যাদের মাইক্রোওভেন নেই তারা একই পদ্ধতিতে প্রেশার কুকারে বেক করে নিন। মাইক্রোওভেনে মাইক্রো মোডে ৭ মিনিট বেক করুন। সস অথবা কাসুন্দির সঙ্গে পরিবেশন করুন ফিশ কেক।

শীতে মিষ্টিমুখ করুন বাদামের হালুয়ায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বাদামের হালুয়া, শীত আসতেই ঘরে ঘরে বাহারি পিঠা খাওয়ার ধুম পড়ে গেছে। তবে এ সময় মিষ্টিমুখ করতে চাইলে ঘরে তৈরি করে নিতে পারেন বাদামের হালুয়া। একবার খেলেই মুখে লেগে থাকবে এর স্বাদ। আবার এটি তৈরিও করা যায় ঝটপট। বাদাম কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন ই ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান। যা শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই শুধু স্বাদের জন্যই নয় বরং স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখবে এই হালুয়া। রইলো বাদামের হালুয়ায় রেসিপি- উপকরণ, ১. বাদাম ১ কাপ (ভেজানো ও খোসা ছাড়ানো), ২. চিনি ১ কাপ, ৩. দুধ আধা কাপ, ৪. ঘি ২-৩ টেবিল চামচ, ৫. এলাচ গুঁড়া ১/৪ চা চামচ ও, ৬. কেশর কয়েকটি। নতুন বছরে সুস্থ থাকতে এখনই করুন ৫ পরীক্ষা, পদ্ধতি, প্রথমে বাদাম ৪-৫ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর খোসা ছাড়িয়ে মিক্সারে পিষে নিন। এবার খুব সূক্ষ্মভাবে পিষে না নিয়ে একটু দানা দানা থাকবে, সেভাবে পিষে নিন। অন্যদিকে একটি নন-স্টিক প্যানে ঘি গরম করুন।

দিনের শুরুতে খেতে পারেন খেজুর

লাইফস্টাইল ডেস্ক : খেজুরে প্রচুর দ্রবণীয় আঁশ থাকে, যা হজম প্রক্রিয়ার জন্য ভালো। কোষ্ঠকাঠিন্য ও পেটের সমস্যা দূর করতে পারে খেজুর। খেজুর হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। রক্তপ্রবাহে গতি সঞ্চার করে। ভিটামিন ও খনিজের উৎস এ ফলটি প্রতিদিন খেয়ে কমাতে পারেন কোলেস্টেরলের মাত্রা ও প্রতিরোধ করতে পারেন নানারকম অসুখ-বিসুখ। বিশেষজ্ঞদের মতে, মিষ্টি স্বাদের এ ফলটিতে ফ্যাটের পরিমাণ কম বলে এটি কোলেস্টেরল কমায়। এতে রয়েছে প্রোটিন, ডায়েট্রি ফাইবার, ভিটামিন বি-১, বি-২, বি-৩, বি-৫ ও ভিটামিন এ। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন মাত্র তিনটি খেজুর খেয়ে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক সমস্যা কাটানো সম্ভব। এড়ানো সম্ভব প্রসবকালীন ঝুঁকির মাত্রা। দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় ফাইবার এবং বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো এসিড থাকায় খেজুর হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে। প্রাকৃতিক গ্লুকোজ, সুক্রোজ ও ফ্রুক্টোজ রয়েছে বলে এটি এনার্জি বুস্টার হিসেবে পরিচিত। কম ক্যালরিযুক্ত এ ফলটি বিকেলের স্ন্যাকসে ওট ও দুধের সঙ্গে যোগ করতে পারেন।

লোহার উৎকৃষ্ট উৎস বলে যাদের অ্যানিমিয়া রয়েছে তারা নিয়মিত খেজুর খান। ফ্লোরিন সমৃদ্ধ খেজুর দাঁতের ক্ষয়রোধে সহায়ক। শরীর ঝরঝরে রাখতে সারারাত দুধে বিচি ছাড়ানো খেজুর ভিজিয়ে রাখুন। সকালে দুধ সমেত খেজুর মিক্সারে ব্লেন্ড করে নিন। খাওয়ার সময় মধু ও এলাচগুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন। যারা ওজন বাড়াতে চান তাদের জন্য বিশেষ উপযোগী একটি খাবার খেজুর। এছাড়া যাদের ডায়াবেটিস ও কিডনিজনিত সমস্যা আছে, তারা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে খেজুর খাবেন।